বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩

স্মার্ট বাংলাদেশ
Smart Bangladesh

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

প্রকাশকাল

২৭ আশ্বিন ১৪২৯

১২ অক্টোবর ২০২৩

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
www.ptd.gov.bd

যোগাযোগ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
ফোন: +৮৮০ ২ ৯৫১১০৪৩
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৫১৫৫৯৯
ই-মেইল: info@ptd.gov.bd

সূচি

I. বাণী

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৭
- প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা ৯
- মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ১১
- সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ১৩

II. সম্পাদকীয় ১৪

১. বিভাগ পরিচিতি ও সংশ্লিষ্ট তথ্য ১৫

২. দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম ৩৫

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ৩৭
- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৯
- টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড ৬৯
- বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ৮১
- টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) ৮৯
- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি) ৯৫
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ১০৩
- বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) ১১১
- ডাক অধিদপ্তর ১১৯
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ১৩৩

৩. ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব ও ব্যয় ১৪১

৪. এক নজরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গত ১৫(পনের) বছরে (২০০৯-২০২৩) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১৪৫

৫. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ১৭৩

৬. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন ১৭৯

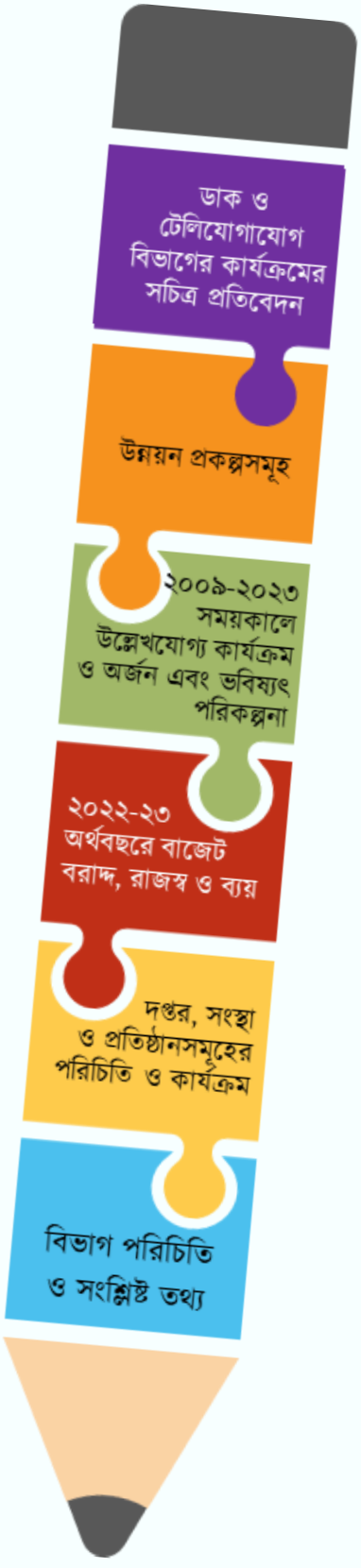

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

উপদেষ্টা

মোস্তাফা জব্বার
মাননীয় মন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

আবু হেনা মোরশেদ জামান, *বিপিএএ*
সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

সম্পাদনা পর্ষদ

- **এ,কে,এম, আমিরুল ইসলাম** *এনডিসি,* **অতিরিক্ত সচিব**
- ড. মো. তৈয়বুর রহমান, যুগ্মসচিব
- প্রিয়সিন্ধু তালুকদার, যুগ্মসচিব
- হরিদাস ঠাকুর, উপসচিব
- মো: শরিফুর রহমান, উপপরিচালক

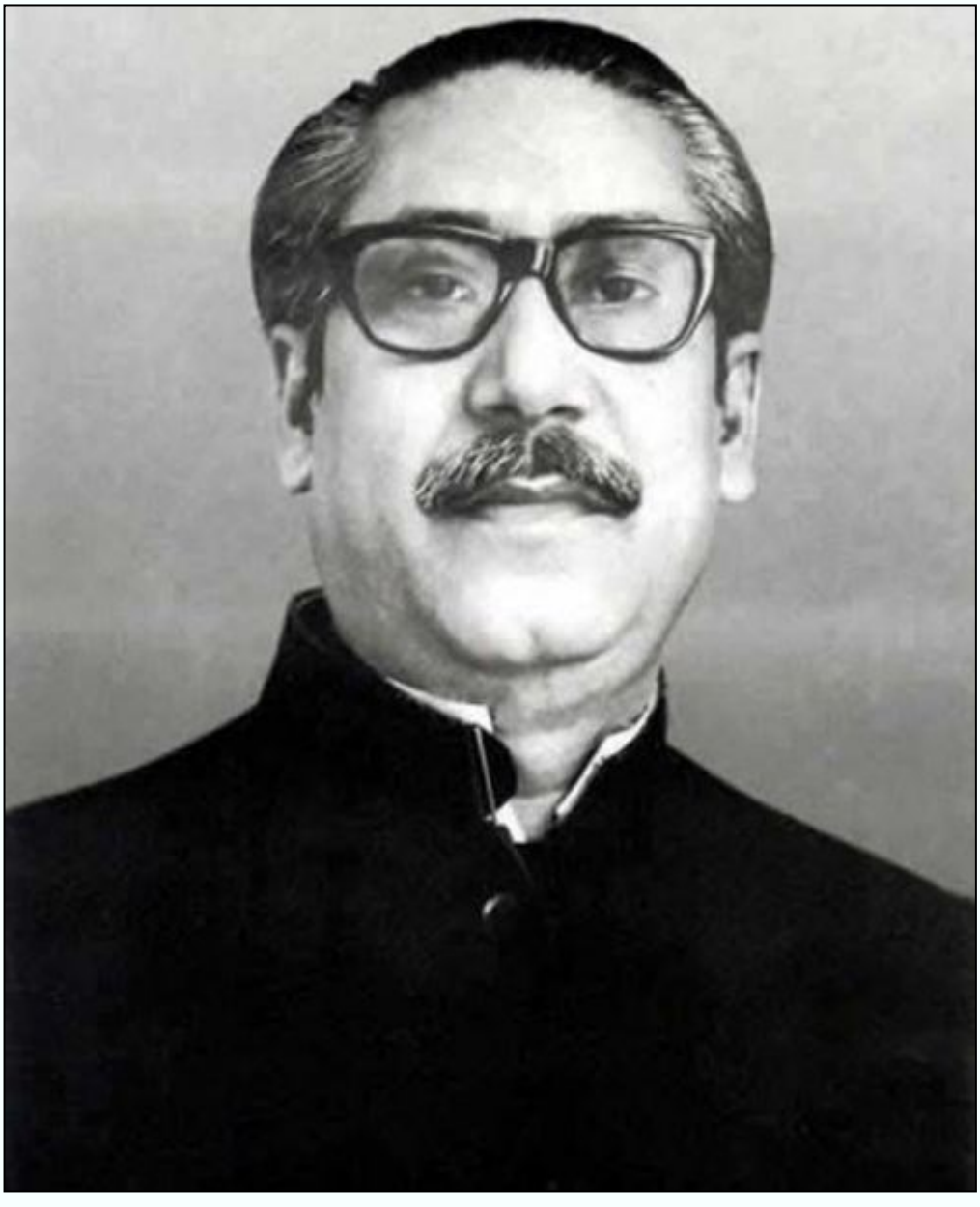

“আমরা তাকাব এমন এক পৃথিবীর দিকে, যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম। বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বন্টনের দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেয়া যাবে, যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে।”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"প্রযুক্তির উৎকর্ষতা প্রতিদিন বাড়তে থাকবে, প্রতিদিন নতুন নতুন চিন্তা আসবে। এজন্য গবেষণার উপর আরও গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা বেশি, আমরা যদি এদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে বর্তমান বাংলাদেশকে ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করতে পারব এবং শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক এবং সবদিক থেকে আরও এগোতে পারব।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

"অনুকরণ নয় উদ্ভাবন, ডিজিটাল বাংলাদেশের দর্শন। আমরা এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে প্রতিটি মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন হবে. উদ্ভাবন আর গবেষণায় ভর করে বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে।"

সজীব আহমেদ ওয়াজেদ

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

মোস্তাফা জব্বার
মন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্মার্ট বাংলাদেশ হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারাবাহিক বিবর্তন - বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বর্ণালী সোপান। ডিজিটাল সংযুক্তির ভিত্তির ওপর স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় জলে - স্থলে - অন্তরিক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়ক বিনির্মাণে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবে অংশ গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় অতীতের শতশত বছরের পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করে ডিজিটাল শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশ আজ যে সক্ষমতা অর্জন করেছে তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ জয়ের দিকনির্দেশনায় সম্ভব হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ এর রূপকল্প বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার তথ্য নিয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। আমি মনে করি, এই প্রকাশনা ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের সর্বশেষ চিত্রসহ দেশের আর্থ - সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ, ডিজিটাল সংযুক্তি, ডিজিটাল প্রযুক্তি, ডিজিটাল ডাকঘর প্রতিষ্ঠায় গৃহীত কর্মসূচি ও অন্যান্য প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগে সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা ও তথ্য প্রদানে সক্ষম হবে।

স্মার্ট মানবসম্পদ বাংলাদেশের বড় শক্তি। ডিজিটাল অবকাঠামো ব্যবহার করে ডিজিটাল দক্ষতা সম্পন্ন স্মার্ট মানবসম্পদই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়েও স্মার্ট বাংলাদেশের বীজ বপন করেছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে আইটিইউ ও ইউপিইউ এর সদস্যপদ অর্জন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন, কারিগরি শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ, প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণসহ যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে দেশে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও মোবাইল প্রযুক্তি বিকাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর বপন করা বীজকে চারাগাছে রূপান্তরিত করেন। ডিজিটাল সংযুক্তি ও ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের গৃহীত উদ্যোগসমূহ ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ- গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যার মধ্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাকে সাশ্রয়ী এবং বৈষম্যমুক্ত করতে 'এক দেশ এক রেট' ট্যারিফ নির্ধারণ রয়েছে এর আওতায়। এর ফলে সারা দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গ্রাহক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ২০০৮ সালে যেখানে মোবাইল সংযোগ সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৬০ লাখ, ২০২৩ সালের জুন মাসে তা দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটি ৬১ লাখ। ২০০৮ সালে যেখানে ইন্টারনেট গ্রাহক ছিল ৩৬ লাখ, ২০২৩ সালের জুন মাসে তা দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৯৪ লাখ। ২০০৮ সালে টেলি-ঘনত্ব ছিল ৩৪.৫%, জুন ২০২৩ এসে তা ১০৫.৮১%। ২০০৮ সালে ইন্টারনেট ঘনত্ব ছিল ২.৫%, জুন ২০২৩ সালে তা ৭৩.৪৬%। এছাড়া, ২০০৮ সালে ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার ছিল ৭.৫ জিবিপিএস, জুন ২০২৩ সালে এসে তা হয়েছে ৪,৮৬৫ জিবিপিএস। ২০০৮ সালে প্রতি এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথের মূল্য ছিল ২৭,০০০ টাকা, ২০২৩ সালের জুন অবধি তা হয়েছে সর্বনিম্ন ৬০ টাকা। জেনে খুশি হবেন, ডিজিটাল অবকাঠামো সম্প্রসারণে ২০১৮ সালের পর অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। ২০১৮ সালে বিশ্ব যখন ৫-জি প্রযুক্তি নিয়ে ভাবছে বাংলাদেশ সেই বছরই এই প্রযুক্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। এর আগে ২০১৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ৪-জি বেতার তরঙ্গ নিলাম এবং ২০ ফেব্রুয়ারি মোবাইল অপারেটরদের ৪-জি লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে ফোর-জি সেবা চালু করা হয়। ১২ মে ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের পর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কুয়াকাটায় দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের পর দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের বাস্তবায়ন কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি। ২০২১ সালে বাংলাদেশ 5G যুগে প্রবেশ করেছে। বিনামূল্যে দেশের ৫৮৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্রি ওয়াইফাই জোন স্থাপনের কার্যক্রম আমরা বাস্তবায়ন করেছি। প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় দ্বীপ, চর ও হাওর অঞ্চলসহ দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি পৌঁছে দিতে আমরা কাজ করার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থে ইতোমধ্যে দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৬শত ৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি। আরও ১০০০টি প্রতিষ্ঠানে এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ডাক সেবাকে সনাতন পদ্ধতি থেকে ডিজিটাল ব্যবস্থায় রূপান্তরে স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, পোস্টাল ক্যাশকার্ড, ডিজিটাল কমার্স ডেলিভারি ইত্যাদি বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া সারাদেশে ৮,৫০০টি ডাকঘরে পোস্ট ডিজিটাল সেন্টার চালু, ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিনসহ মেইল প্রসেসিং এন্ড লজিস্টিক সেবা কেন্দ্র ও চিলিং সেন্টারসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার ও পুনর্বাসন, ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে ডাক সেবা কার্যক্রম জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। দেশের সকল বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস ও মেইলিং অপারেটর সেবাকে সুশাসনের আওতায় আনার লক্ষ্যেও ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কাজ করছে। নতুন উন্নত ও আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবার ব্যবহার ও প্রসারে এবং সুলভে তা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ দেশ গড়ার মহান ব্রত নিয়ে আগামী দিনগুলোতেও কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখবে- এ আমাদের প্রত্যাশা। আসুন, স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে কাজ করি -বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশনার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

১৫/১২/২৩
মোস্তাফা জব্বার

আবু হেনা মোরশেদ জামান, *বিপিএএ*
সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম, গৃহীত কর্মসূচি, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদনটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি এ বিভাগের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় প্রত্যয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ও 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে ডাক সেবা এবং টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে টেকসই ও উন্নতমানের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণ, গণমুখী টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা এবং ডাক সেবাসমূহ আধুনিকায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদের দিক-নির্দেশনায় এ বিভাগ নতুন নতুন জনবান্ধব পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এজন্য এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, নিয়ন্ত্রক এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অবকাঠামো এবং পরিষেবা সরবরাহকারী, আধেয় সরবরাহকারী, ডিভাইস ও সরঞ্জাম আমদানিকারক, উৎপাদক, খুচরা বিক্রেতা, পরিবেশক, বিনিয়োগকারী, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আসছে।

দেশের প্রায় শতভাগ ভৌগোলিক এলাকায় 2G, প্রায় ৯৬ ভাগ এলাকায় 3G এবং প্রায় ৯৮ ভাগ এলাকায় 4G সেলুলার মোবাইল নেটওয়ার্ক বিস্তার, পাশাপাশি দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন, দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 -সহ ৭টি অপারেটরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবলে দেশকে সংযুক্তকরণসহ তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-6 -এর সংযোগের কাজ চলমান রয়েছে। স্বনির্ভরতা অর্জনের উন্নয়ন পরিক্রমায় বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসাবে মহাকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' এর গর্বিত অধিকারী। দেশের কৃষি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ব্লু-ইকোনমিসহ স্যাটেলাইটভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনসমূহের চাহিদা মেটাতে আর্থ অবজারভেটরি স্যাটেলাইট কন্সটেলেশন 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' উৎক্ষেপণের কার্যক্রমও এগিয়ে চলছে। দেশের টেলিঘনত্ব আজ প্রায় ১১০%-এ উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি ইন্টারনেট ঘনত্ব প্রায় ৭৭%-এ উন্নীত হয়েছে। প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় গত তিন অর্থবছরে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার প্রায় ৩৭৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

টেলিযোগাযোগের পাশাপাশি ডাক সেবাকে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় জনবান্ধব করে গড়ে তুলতেও সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে গত সাড়ে ১৪ বছরে সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ যথাযথভাবেই প্রযুক্তির মহাসড়কে অবস্থান নিতে সমর্থ হয়েছে। এখন সময় প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের সক্ষমতার পূর্ণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর লক্ষ্য অর্জন। 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর কর্মযজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুসংহত করাসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে সুশাসন নিশ্চিত করতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ প্রকাশনা গবেষণা কাজে আগ্রহীদের জন্য একটি তথ্যভান্ডার হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে মর্মে আমার বিশ্বাস।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবু হেনা মোরশেদ জামান, *বিপিএএ*

সম্পাদকীয়

দেশের সমগ্র ভৌগলিক এলাকার জনগোষ্ঠীকে শতভাগ ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির আওতায় এনে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিটি খাতে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন করতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর/সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানিসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাই ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায়, আমি আজ আনন্দিত। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর/সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানিসমূহ এ বিষয়ে আন্তরিকতার সাথে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদানসহ সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন; সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

২০২১ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন তথা 'রূপকল্প ২০২১'-কে বাস্তবে রূপ দিতে সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আধুনিক অবকাঠামো বিনির্মাণ ও সেবার মানের উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বস্তরে সুশাসন নিশ্চিত করার ফলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০৪১' এর আওতায় বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে সামিলের জন্য সরকার ইতোমধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমরা জানি, এ উদ্যোগের রয়েছে চারটি স্তম্ভঃ- স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা। তাই 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলা ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী আধুনিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও সুলভে উচ্চগতিসম্পন্ন নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আমাদের সামনে রয়েছে আরেক দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রতিবেদনটি তথ্যসমৃদ্ধ ও বিস্তৃত আকারে প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বারের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ ছাড়াও প্রতিবেদনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিকভাবে পরামর্শ প্রদানের জন্য এ বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ, সন্নিবেশ, সম্পাদনাসহ অন্যান্য যাবতীয় খুটিনাঁটি বিষয়াদি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য সম্পাদনা পর্ষদের সদস্যগণের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যসমূহ যথাক্রমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পরিচিতি, আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার পরিচিতি ও এর কার্যক্রম, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব আয় ও ব্যয়, ২০২২-২৩ অর্থবছরসহ গত সাড়ে ১৪ বছরে এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত কতিপয় ঐতিহাসিক দলিলাদি ছয়টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি সর্বস্তরের সুধীজনের কাছে সমাদৃত হবে মর্মে আমি আশাবাদী।

জয় বাংলা।

এ, কে, এম, আমিরুল ইসলাম *এনডিসি*
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
ও
আহ্বায়ক
সম্পাদনা পর্ষদ

প্রথম অধ্যায়

বিভাগ পরিচিতি ও সংশ্লিষ্ট তথ্য

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিশ্রুত চুক্তি হস্তান্তর করছেন বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ।

১. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ প্রতিষ্ঠা

কলকাতা এবং ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১৮৫০ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে টেলিযোগাযোগের সূচনা হয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ১৮৫৪ সালে ডাক ও টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেবাদ্বয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে ডাক ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের মূল সূচনাকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তাঁর সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তেই দেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত অবকাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহ ডাক, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'ডাক অধিদপ্তর' এবং 'টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ডাইরেক্টরেট' নামে পুনর্গঠিত হয়।

বৈশ্বিক প্রবণতার সাথে তাল মিলিয়ে নিত্যনতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন, অবকাঠামো স্থাপন, ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলা এবং সুষ্ঠু পরিচালনার প্রয়োজনে টেলিযোগাযোগ খাতের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে তুলনামূলক ঘন ঘন পরিবর্তন এসেছে। প্রাথমিক অবস্থায় স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলেও দেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ১৯৮২ হতে ১৯৮৫ সালের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সড়ক, নৌ ও রেলওয়ে যোগাযোগ সম্পর্কিত পৃথক তিনটি বিভাগের পাশাপাশি 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ'-এর অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে পুনরায় স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসাবে গঠিত ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ হিসাবে পুনর্গঠিত হয়।

১.১ লক্ষ্য

জনগণের জন্য সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন এবং সমসাময়িক প্রযুক্তি নির্ভর ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণ;

১.২ উদ্দেশ্য

- ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বের সাথে নিরাপদ যোগাযোগ ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা; দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে ডাক ও টেলিযোগাযোগের অত্যাধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা;
- জনগণের স্বার্থ রক্ষাপূর্বক ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান;

১.৩ কার্যাবলি

Rules of Business, 1996 এর SCHEDULE-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions)-এ উল্লিখিত ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপর ন্যস্ত বিষয়সমূহ সংশোধনপূর্বক গত ১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। উক্ত সংশোধনী অনুযায়ী বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ-

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তাদের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন বাস্তবায়ন এবং সংশোধন; ডাক সুবিধা ও সেবাসমূহ; পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকসহ অন্যান্য অনুমোদিত ব্যাংকিং কার্যক্রম; ডাক জীবনবীমা; ডাক প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ও কুরিয়ার সেবাসমূহ;
- ডাক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রদেয় বিভিন্ন এজেন্সি সেবা; দেশে ও বিদেশে দূর-আলাপন, ন্যারোব্যান্ড ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট, তথ্য যোগাযোগ এবং এ সংশ্লিষ্ট সেবাসহ সকল প্রকার টেলিযোগাযোগ সেবা; প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী ও পরিষেবা প্রদানকারীসহ সামগ্রিক টেলিযোগাযোগ শিল্প;
- নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম, অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার তথ্য ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক, যোগাযোগ উপগ্রহ এবং উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র ইত্যাদিসহ টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়ন; টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে প্রদত্ত তৃতীয়পক্ষীয় অ্যাপ্লিকেশন (over the top Application) সেবাসমূহ;
- বেতার তরঙ্গ, Telephone Numbering, IP Address, Country Code Top Level Domains এবং টেলিযোগাযোগ ও তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন সনাক্তকারী নম্বরসহ টেলিযোগাযোগ খাতের সম্পদসমূহ; টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও উপাদানসমূহের পাশাপাশি তাদের ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, সাইবার নিরাপত্তা; টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ;

- টেলিযোগাযোগ খাতসংশ্লিষ্ট মান (standard), প্রটোকল (protocol), প্রক্রিয়া (procedure) এবং নিয়মাবলি (codes); ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি), মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তার বিকাশ; বিভাগের অধীন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগসমূহ;
- বিসিএস (ডাক) ও বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডার সার্ভিসের প্রশাসনিক কার্যক্রম; আর্থিক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম;
- বিভাগের অধীন নিম্নোক্ত অধিদপ্তর, অধীনস্থ দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ-
  - (ক) ডাক অধিদপ্তর;
  - (খ) টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি);
  - (গ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি);
  - (ঘ) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল);
  - (ঙ) বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল);
  - (চ) বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বিসিএসএল);
  - (ছ) টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) লিমিটেড;
  - (জ) টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টিবিএল);
  - (ঝ) বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল);
  - (ঞ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ।
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে লাইসেন্সিং ও নিয়ন্ত্রণ (Regulation); বিভাগের উপর অর্পিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক সত্ত্বার সাথে প্রোটোকল এবং চুক্তি স্বাক্ষর; এ বিভাগের উপর অর্পিত বিষয় সকল আইন; বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে তদন্ত, অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ের ফি ও চার্জ (আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত);

১.৪ বিভাগের কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা ও গাইডলাইন বা নির্দেশিকাসমূহ

(ক) টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত

আইন

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০৬, ২০১০);
- বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০০৯;
- বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৯;
- The Wireless Telegraphy Act, 1933;
- The Telegraph Act, 1885;

বিধি

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২;
- সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০২১;

প্রবিধান

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২;
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২২;
- The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (ANS Operator's Quality of Service) Regulations, 2018;
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮;

নীতিমালা

- জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৮;
- আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার টেলিযোগাযোগ সেবা নীতিমালা, ২০১০;
- জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০০৯;

গাইডলাইন

- Regulatory and Licensing Guidelines for PSTN;
- Regulatory and Licensing Guidelines for invitation of Proposals/Offers for Issuing Zonal License to Private Operator for Establishing, Operating and Maintaining PSTN Services in Central Zone, Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Renewal of Cellular Mobile Phone Operator License for Establishing, Operating and Maintaining Cellular Mobile Phone Systems and Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for invitation of Proposals/Offers for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining 3G Cellular Mobile Phone Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for invitation of Proposals/Offers for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Mobile Number Portability Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License for Tower Sharing in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Offers/Proposals for Issuing License to Build, Operate and Maintain Submarine Cable Systems and Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Offers/Proposals for Issuing License to Build, Operate and Maintain International Terrestrial Cable (ITC) Systems and Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Satellite Operator in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Offers /Proposals for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining International Gateway (IGW) Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Offers /Proposals for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining International Internet Gateway (IIG) Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Offers /Proposals for Issuing License for Interconnection Exchange (ICX) Services Establishing, Operating and Maintaining in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/ Offers for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining Broadband Wireless Access Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License to VoIP Service Provider (VSP) in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Internet Service Provider (ISP) in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for VSAT Hub Operator and VAST User;

- Regulatory and Licensing Guidelines for Internet Protocol Telephony Service Provider License;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Nationwide Telecommunication Transmission Network;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Issuing License to National Internet Exchange (NIX) in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines (Amended) for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining Vehicle Tracking Service in Bangladesh;
- Regulatory Guidelines for Issuance of Registration Certificate for Providing Telecommunication Value Added Services (TVAS) In Bangladesh;
- Infrastructure Sharing Guidelines;

(খ) ডাক সম্পর্কিত

আইন

- The Post Office Act, 1898 (২০১০ সনের ১ নং আইন দ্বারা সংশোধিত);
- The Post Office National Savings Certificates Ordinance, 1944;
- The Post Office Cash Certificates Act, 1917;
- The Government Savings Banks Act, 1873 ;

বিধি

- The Bangladesh Post Office Rules, 1961;
- Sanchayapatra Rules, 1977;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১৩;
- বাংলাদেশ পোস্ট অফিস (গেজেটেড ও নন গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫;

নীতিমালা

- পরিবার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৯ (সংশোধিত-২০১৫);
- পেনশনার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত-২০১৫);

ম্যানুয়াল ও কোড

- Post Office Manual, Volume I (Legislative Enactments);
- Posts and Telegraphs Manual Volume II (General Regulations);
- Post Office Manual Volume III (Schedule of Administrative Powers of Officers of the Bangladesh Post Office);
- Posts and Telegraphs Manual Volume IV (Establishments);
- Post Office Manual Volume V (Post Office and Mail Service General Regulations);
- Post Office Manual Volume VI (Post Office);
- Post Office Manual Volume VII (Railway Mail Services);
- Post Office Manual Volume VIII (Post Office and Railway Mail Service Supervising Officers);
- Posts, Telegraphs and Telephones Initial Account Code Volume I (General Account Code);
- Foreign Post Manual Volume- I LETTER MAIL (Including Airmail);
- Foreign Post Manual Volume- I I PARCEL POST;
- Postal Life Insurance Manual Chapter I To XIII;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা গত ০৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে জাতীয় সংসদ ভবন কার্যালয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ৫০ বছর পূর্তি (সুবর্ণজয়ন্তী) উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকেট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন। এ সময় জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী এমপি, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ জনাব নূর-ই-আলম চৌধুরী এমপি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ এবং ডাক অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১.৫ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিভিন্ন শাখাসমূহ এবং অর্পিত দায়িত্ব

(ক) প্রশাসন-১

- **প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা:** বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাদের কার্যবিবরণী ও কার্যবণ্টন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা; রাজস্বখাতে পদসৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, পদ স্থানান্তর, বিলুপ্তি ও জনবল উদ্বৃত্তকরণ বা আত্তীকরণ ও নিয়োগ; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শৃঙ্খলা, বিভাগীয় মামলা, আপীল ও রিভিশন; বিভাগ, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন; বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ, পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল মঞ্জুরি; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছুটি মঞ্জুর ও অনুমোদন; বিভাগের ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পিআরএল ও পেনশন; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মী প্রশাসন ব্যবস্থাপনা; বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ, স্টাডি ট্যুর, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মিটিং; অর্থনৈতিক সমীক্ষা;

- **সমন্বয় বিষয়ক কার্যাবলি:** অন্যান্য প্রশাসনিক ও সমন্বয় বিষয়ক; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার যাচিত বিষয়াদি প্রেরণ ও সমন্বয়; বিভিন্ন সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ;

- **সংসদ বিষয়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটির কার্যাবলি:** জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার নির্বাচন; বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন, ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন; জাতীয় সংসদ অধিবেশনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জবাব প্রেরণ; ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কমিটিসহ অন্যান্য স্থায়ী ও সাব-কমিটির কার্য সম্পাদন; মন্ত্রিপরিষদ কাউন্সিল কমিটি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব কমিটির কার্যক্রম;

- **অন্যান্য:** শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান; প্রটোকল; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ; মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ; বিভাগ এবং ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের খন্ডকালীন কাজ বা পরামর্শক কাজ, লেখা, বইপত্র ছাপানো, রেডিও, টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বিদেশি মিশন ও সংস্থার অনুষ্ঠানে যোগদান অনুমতি প্রদান; বিভাগের আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সিলেবাস হালনাগাদকরণ; নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম; বিভাগের মাসিক সমন্বয় ও অনিষ্পন্ন বিষয়ক সভার কার্য সম্পাদন;

(খ) প্রশাসন-২

- সাধারণ সেবাসমূহ: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চিঠিপত্র, সার্কুলার ও ইস্তেহার গ্রহণ ও বিতরণ; বিভাগের যাবতীয় সাধারণ সেবামূলক কার্যাবলি; মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ফেরি পারাপার ও হেলিকপ্টার ব্যবহারের বিল পরিশোধ; আসবাবপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, অকেজো ঘোষণা, চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকরণ;

- অন্যান্য সেবাসমূহ: বিভাগের অফিস কক্ষসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা; লাইব্রেরি ও ডকুমেন্ট কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা; কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর প্রদত্ত কল্যাণমূলক কার্যাবলি; অফিস স্থান ও বাসা বরাদ্দ; সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(গ) বাজেট ১ ও ২

- বিভাগ এবং টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও ডাক অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট এবং রাজস্ব আয় ও ব্যয় বিষয়ক কার্যাবলি; অনুন্নয়ন কর্মসূচি; বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ সভার যাবতীয় কার্যাবলি; বিভাগ ও ডাক অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড়, সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন; বিভাগ ও ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ, কম্পিউটার, মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল ইত্যাদি খাতে বিভাজন ও অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান; বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি এবং চূড়ান্ত উত্তোলন; উপযোজন হিসাবের ব্যাখ্যা প্রদান; বিটিআরসি'র বাজেট অনুমোদন; কোম্পানিসমূহের বার্ষিক লভ্যাংশ নির্ধারণ, বাজেট প্রণয়নের জন্য অর্থ বিভাগের চাহিদা অনুসারে সকল প্রকার তথ্য উপাত্ত সরবরাহ, শুল্ক কর নির্ধারণ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের আয় ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংক্রান্ত পর্যাবৃত্ত (periodic) প্রতিবেদন; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঘ) নিরীক্ষা-১

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও ডাক অধিদপ্তরের সকল প্রকার নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ; বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার নিরীক্ষা এবং পাবলিক একাউন্টস কমিটি, অনুমিত হিসাব ও অন্যান্য কমিটি বিষয়ক কার্যাবলি; দ্বি-পক্ষীয়, ত্রি-পক্ষীয় সভা; নিরীক্ষা আপত্তির পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও ডাক অধিদপ্তরের নিরীক্ষা বিষয়ে সিএজি ও মহাপরিচালক নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ; বিদ্যমান হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ত্রুটি বিচ্যুতি নিরূপণ করে উন্নয়নের সুপারিশ; সিএও কর্তৃক ডাক অধিদপ্তরের হিসাব পেয়ারিং ও কনকারেন্ট অডিট; পেনশনারদের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

- নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত পাক্ষিক, মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ; নিরীক্ষা আপত্তি অবলোপন সংশ্লিষ্ট বিষয়; নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; নিরীক্ষা সংক্রান্ত মনিটরিং; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঙ) নিরীক্ষা-২

- সিএজি কর্তৃক পরিচালিত নিরীক্ষা কার্যক্রম; সিএজি-এর অতিরিক্ত কোম্পানিসমূহ ও সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত চার্টার্ড একাউন্ট ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষা; নিরীক্ষা আপত্তি বিষয়ে সিএজি, অডিট অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তর সংস্থার সাথে যোগাযোগ; নিরীক্ষা সংক্রান্তে সরকারি হিসাব কমিটি, অনুমতি হিসাব কমিটির কার্যক্রম; দ্বি-পক্ষীয়, ত্রি-পক্ষীয় সভা ও টাস্কফোর্স বিষয়ক কার্যাবলি; সাধারণ, অগ্রিম ও খসড়াসহ সকল নিরীক্ষা আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা; নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

- নিরীক্ষা আপত্তির কারণ অনুসন্ধান, নিরীক্ষা বিষয়ক গবেষণা ও আপত্তি নিরসনে আধুনিক পদ্ধতির উদ্ভাবন; দপ্তর ও সংস্থার হিসাব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সুপারিশ; নিরীক্ষা আপত্তি অবলোপনের ব্যবস্থাপনাকরণ; পেনশন গমনেচ্ছুদের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; বিভাগের নিরীক্ষা শাখাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন; আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং; নিরীক্ষা সংক্রান্ত সকল ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ; নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(চ) ডাক-১

- **প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা:** ডাক অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাদের কার্যবিবরণী ও কার্যবণ্টন, কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং রাজস্ব খাতে পদসৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, পদ স্থানান্তর ও বিলুপ্তি এবং জনবল উদ্বৃত্তকরণ ও আত্তীকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর উন্নয়ন প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো ও পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তর এবং রাজস্ব খাতে স্থানান্তর না হওয়া পর্যন্ত পদ সংরক্ষণ ও বেতন ভাতা মঞ্জুর; বিদ্যমান ডাকঘরের মান উন্নয়নের জন্য রাজস্ব খাতে পদ সৃজন;
- **নিয়োগ ও বদলি:** বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক) ক্যাডার কর্মকর্তাদের নব-নিয়োগ; ডাক অধিদপ্তরের ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের নব-নিয়োগ; ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা ও চাকরির তথ্যাবলি প্রণয়ন; ডাক অধিদপ্তরের ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, চলতি দায়িত্ব, অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান; কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা নির্ধারণ; ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পিএমজি, জেনারেল ম্যানেজার (পিএলআই), প্রিন্সিপাল একাডেমি এবং সমপর্যায়ের পদে নিয়োগ, বদলি, পদস্থাপন; কর্মকর্তাদের ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম অনুমোদন; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সম্মানী ভাতা অনুমোদন; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শিক্ষাছুটি, প্রেষণ, বহি: বাংলাদেশ ছুটি অনুমোদন; পোস্টাল এটাচে লন্ডন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
- **অন্যান্য দায়িত্বসমূহ:** ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা এবং আপীল ও রিভিশন; ডাক অধিদপ্তরের বিসিএস (ডাক) ক্যাডার কর্মকর্তাদের পিআরএল এবং পেনশন মঞ্জুরি; ডাক অধিদপ্তরের এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক) ক্যাডার সংক্রান্ত যাবতীয় আইন, বিধি, ম্যানুয়াল ইত্যাদি বিষয়ক কার্যাবলি; ডাক অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের চাকরি ও বেতন, ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তিগত আবেদন ও অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার আপিল, রিভিউ, রিভিশন; ডাক অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ; শাখা পরিদর্শন ও অধীনস্থদের কার্যক্রম তদারকি ও প্রশিক্ষণ দান; বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, অফিস আদেশমূলে কার্য সম্পাদন;

(ছ) ডাক ২

- **ডাক ব্যবস্থাপনা:** সাধারণ ও স্মারক ডাকটিকেটের অনুমোদন ও মুদ্রণ; বিভিন্ন প্রকার স্ট্যাম্পস্ বিষয়ক কার্যাদি সম্পাদন; ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয়ী হিসাব, পেন্ডিং মানি অর্ডার, ডাক জীবন বীমা, ডাক মাশুল নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়ন; এজেন্সি সার্ভিসের কমিশন এবং নতুন এজেন্সি সার্ভিস; ডাক অধিদপ্তরের সেবার মান উন্নয়ন, বিদ্যমান ডাকঘরের মান উন্নয়ন (পদ সৃষ্টি ব্যতীত), নতুন ডাকঘর স্থাপন ; আন্তর্জাতিক মানি অর্ডার ও জাইরো রেমিট্যান্স; বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক ডাক সার্ভিস ; বিশ্ব ডাক সংস্থা (ইউপিইউ), আঞ্চলিক ডাক সংস্থা এবং বৈদেশিক ডাক প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় এবং কনফারেন্স ও বৈঠক; ডাক বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা পরিশোধ; অভ্যন্তরীণ ডাক সার্ভিস সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতিমালা ও পদ্ধতি;
- **প্রচার, প্রকাশনা ও অভিযোগ:** ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানাদির প্রচার ও তার বিল অনুমোদন ও পরিশোধ; মানি অর্ডার ও রেজিস্টার্ড পার্সেল সম্পর্কিত অভিযোগ এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ডাক অধিদপ্তরের সেবা সম্পর্কিত আবেদন ও অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ; ডাক অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের চাকরি ও বেতন ভাতা, ব্যক্তিগত আবেদন অভিযোগ এবং বিভাগীয় মামলার আপিল, রিভিউ ও রিভিশন ইত্যাদি; ডাক অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কর্তব্যে অবহেলা, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ক কার্য সম্পাদন; বিভিন্ন আদালত ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলা পরিচালনা; ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বয়স প্রমার্জন;
- **অন্যান্য দায়িত্বসমূহ:** ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস ও বাড়ী ভাড়া পরিশোধ ও অনুমোদন; মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কাজ; বিভাগ এবং তার আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার দেওয়ানী, ফৌজদারি, রিট ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলা পরিচালনা; ডাক অধিদপ্তরের অননুমোদিত ক্রয় বা ব্যয়ের আবরণী মঞ্জুরি প্রদান; ডাক অধিদপ্তরের ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল ব্যবস্থাপনা; ডাক অধিদপ্তরের আদায় বা নিষ্পত্তির অযোগ্য সরকারি অর্থ ও উপকরণসমূহের অবলোপন; ডাক অধিদপ্তরের সাধারণ সেবামূলক কার্যাবলি (মহাপরিচালকের ক্ষমতা বহির্ভূত); যানবাহন অকেজো ঘোষণা, ক্রয়, মেরামত, নিবন্ধন চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকরণ, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সিএনজিকরণ; ডাক অধিদপ্তরের ভবন ও অন্যান্য সম্পদ নিলামে বিক্রয়; ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার চালুকরণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(জ) টেলিকম

- টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত আইন, বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন ও সংশোধন; টেলিযোগাযোগ খাতে বিভিন্ন লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল, শেয়ার হস্তান্তর বিষয়ক কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন শুল্ক, কর, ট্যারিফ, রেভিনিউ শেয়ারিং; টেলিযোগাযোগ সেবার বেসরকারিকরণ; রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি খাতে টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপন, স্থানান্তর ও বন্ধকরণ; টেলিযোগাযোগ স্থাপনা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা (কেপিআই) নিশ্চিতকরণ; টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতে সমন্বয় ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ খাতে নিয়োজিত বেসরকারি কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ বিষয়াদি; তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা, ব্রডব্যান্ড নীতিমালাসহ টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি বিষয়ক নীতিমালায় নির্দেশনা অনুযায়ী বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- বিটিআরসি'র সাংগঠনিক কাঠামো, প্রশাসন ও সেবা, বার্ষিক প্রতিবেদন ও ব্যবস্থাপনা; ইন্টারন্যাশনাল টেলিকম ইউনিয়ন (আইটিইউ), এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি (এপিটি), কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন্স অর্গানাইজেশন (সিটিও) সহ টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও বৈদেশিক টেলিযোগাযোগ প্রশাসনের সাথে চুক্তি, সহযোগিতা ও সমন্বয়সহ অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ; টেলিযোগাযোগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন সার্ক, ডাব্লিউটিও ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সভা ও মতামত প্রদান;
- টেলিযোগাযোগ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, পরিসংখ্যান তৈরি, টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং এতদ্‌বিষয়ে প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ; শাখার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঝ) আইসিটি সেল

- বিভাগের সকল সার্ভার ও ডেস্কটপ কম্পিউটার, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), ই-মেইল সার্ভিস এবং ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থাপনা ও তদারকিকরণ; বিভাগের বিভিন্ন শাখা ও অধিশাখার জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও আনুষঙ্গিক উপকরণসমুহ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সিস্টেমের উন্নয়ন; মন্ত্রণালয়ের সকল কম্পিউটারে সফটওয়্যার ইনস্টল ও হালনাগাদকরণ, ম্যালওয়্যার থেকে কম্পিউটারসমূহের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; নেটওয়ার্ক ও কম্পিউটারসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে 'সিকিউরিটি পলিসি' প্রস্তুতপূর্বক তা প্রয়োগকরণ; বিভাগের ওয়েবসাইটের উন্নয়ন, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ; বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, সার্কুলার ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ; ওয়েবসাইট, মেইল সার্ভিস এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির নিয়মিত ব্যাকআপ সংরক্ষণ;
- সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসরণে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনা ও চিঠিপত্রের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সফটওয়্যার উন্নয়ন এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা; বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থার ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণে পরামর্শ প্রদান; বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও টেকসই করা সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদান এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা বাস্তবায়ন; বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সুপারিশসহ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন; বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার চালনা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার, তথ্য ও সিস্টেমের নিরাপত্তা বিষয়ে করণীয়সহ আইসিটির বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ; আইসিটি সেলের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও স্টেশনারি দ্রব্যাদির স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঞ) কোম্পানি-১

- **প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা:** টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাদের কার্যবিবরণী ও কার্যবণ্টন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং রাজস্ব খাতে পদ সৃজন, সংরক্ষণ, বিলুপ্তিকরণ এবং জনবল উদ্বৃত্তকরণ ও আত্তীকরণ; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর উন্নয়ন প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো ও পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তর এবং রাজস্বখাতে স্থানান্তর না হওয়া পর্যন্ত পদ সংরক্ষণ ও বেতন ভাতা মঞ্জুর; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত নবম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা ও চাকরির তথ্যাবলি প্রণয়ন; ক্যাডার বহির্ভূত নবম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, চলতি দায়িত্ব, অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান; কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (ইঞ্জি.) ও তদূর্ধ্ব পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদস্থাপন এবং পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরি;

- **চাকরির শৃংখলা, বিভাগীয় ব্যবস্থা ও আপীল:** টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা এবং আপিল রিভিউ ও রিভিশন; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও বিটিসিএলসহ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (টেলিকম) ক্যাডার বিষয়ক যাবতীয় আইন, বিধি, ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও সংশোধন; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের দশম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তার চাকরি, পদোন্নতি ও বেতন ভাতা, ব্যক্তিগত আবেদন ও অভিযোগ; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের দশম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং বিভিন্ন আদালত ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলা; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম অনুমোদন; বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০০৯ অনুসারে বিলুপ্ত বিটিটিবি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপশন, পাওনা পরিশোধ, চাকরি স্থানান্তর ও চাকরি সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কার্যক্রম; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব বিবরণী;
- **অন্যান্য দায়িত্বসমূহ:** শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ দান; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও বিটিসিএল'র যাবতীয় মামলা যেমন-দেওয়ানী, ফৌজদারি, রিট মামলা, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বৈদেশিক চাকরি বা লিয়েনের আবেদন মঞ্জুর;

(ট) কোম্পানি-২

- বিটিসিএল, বিএসসিসিএল, বিসিএসএল, টেশিস, বাকেশি এবং টেলিটক কোম্পানির যাবতীয় কার্যাবলি; কোম্পানিসমূহের শেয়ার অফলোড; ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও অভিযোগ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ; জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণের টেলিফোন, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ইত্যাদির বকেয়া ও চলতি বিল বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন; টেলিযোগাযোগ সার্ভিস সম্পর্কিত ব্যক্তিগত আবেদন ও অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ; গ্রাহকদের টেলিফোন বিলের অভিযোগ এবং পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত টেলিযোগাযোগ সার্ভিস সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ; কোম্পানিসমূহ কর্তৃক গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, বিভিন্ন পৌর কর ইত্যাদি ইউটিলিটি সার্ভিস বকেয়া বিল পরিশোধ ও মনিটরিং; কোম্পানিসমূহের দপ্তর ও সংস্থার ক্রয় কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কমিটিতে উপস্থাপন; কোম্পানিসমূহের একীভূতকরণ; কোম্পানিসমূহের অনুমোদিত ক্রয় ও ব্যয়ের আবরণী মঞ্জুরি; কোম্পানিসমূহের আদায় ও নিষ্পত্তির অযোগ্য সরকারি অর্থ ও উপকরণসমূহের মূল্য অবলোপন; কোম্পানিসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল ব্যবস্থাপনা; কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন অফিস ও বাড়ী ভাড়া পরিশোধ ও অনুমোদন; কোম্পানিসমূহের যানবাহন অকেজো ঘোষণা, যানবাহন ক্রয়, মেরামত, নিবন্ধন, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সিএনজিকরণ; কোম্পানিসমূহের ভবন ও অন্যান্য সম্পদ অকেজো ঘোষণা ও নিলামে বিক্রয়; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঠ) পরিকল্পনা-১

- ডাক অধিদপ্তরের জন্য সেক্টর পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি; ডাক অধিদপ্তরের জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়ন; ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন; ডাক অধিদপ্তরের জন্য বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তা এবং অপরাপর বৈদেশিক অনুদানের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ এবং চুক্তি; প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন; জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (এনইসি), জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ (একনেক), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে ডাক বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রতিবেদন প্রেরণ;
- ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ এবং কাউন্সিল কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অনুসরণ এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; ডাক অধিদপ্তরের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুতকরণ; ডাক অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যাবলি; উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রশাসন শাখায় প্রয়োজনীয় নথিপত্র হস্তান্তর; উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ডাক অধিদপ্তরের যাবতীয় ক্রয় কার্যাদি প্রচলিত সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান; ডাক অধিদপ্তরের যে কোন পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যাবলি; উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প সম্পর্কিত সমস্ত যোগাযোগ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে হুকুমদখল ব্যবস্থাপনা; ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পের অধীনে পদসৃজন প্রক্রিয়াকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন যন্ত্রপাতি, যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল অবমুক্তি; দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ড) পরিকল্পনা-২

- ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিষ্পত্তিকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত বৈদেশিক সাহায্য; জেলাওয়ারী ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প; ডাক অধিদপ্তরের যে কোন পরিসংখ্যান; উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প সম্পর্কিত সমস্ত যোগাযোগ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে হুকুমদখল ব্যবস্থাপনা; ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পের অধীনে পদসৃজন প্রক্রিয়াকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন যন্ত্রপাতি, যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল অবমুক্তকরণ; দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঢ) পরিকল্পনা-৩

- বিটিসিএল'র সেক্টর পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি; বিটিসিএল'র জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়ন, প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন; বিটিসিএল'র জন্য বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তা এবং অপরাপর বৈদেশিক অনুদানের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ এবং চুক্তিসমূহ; বিটিসিএল'র চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন; জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (এনইসি), জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ(একনেক), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে বিটিসিএল এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রতিবেদন প্রেরণ; বিটিসিএল'র উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ এবং কাউন্সিল কমিটির সিদ্ধান্তবলি বাস্তবায়ন অনুসরণ এবং এ সম্পর্কীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; বিটিসিএল'র সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুতকরণ; বিটিসিএল'র পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যাবলি; উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রশাসন শাখায় প্রয়োজনীয় নথিপত্র হস্তান্তর; বিটিসিএল'র উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা; উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিটিসিএল'র যাবতীয় ক্রয় কার্যাদি প্রচলিত সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ণ) পরিকল্পনা-৪

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিআরসি, বিএসসিসিএল, বিসিএসসিএল, টেলিটক বাংলাদেশ লি:, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লি:, বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লি: এবং সংস্থা ও বিভাগের নিজস্ব প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ; বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও চুক্তিসমূহ; প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণ; প্রকল্পের অধীনে পদ সৃজন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ; অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন; উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ; এমডিজি এবং এসডিজি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন; দাতা সংস্থাসমূহের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ; প্রকল্পের বিবিধ বিষয়াবলি নিষ্পত্তিকরণ;

(ত) আইন

- বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থার মামলা বিষয়ক কার্যাবলির সমন্বয়; বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সমন্বয় সাধন; এটর্নি জেনারেল অফিসের সাথে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক যোগাযোগ; আইন, বিধি; অধ্যাদেশ ও নীতিমালার উপর মতামত প্রদান; আইন সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাবলি; বিভাগ ও বিভাগের অধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান অর্ডিন্যান্স আইনে রূপান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি;

(থ) হিসাব সেল

- আয়ন ও ব্যয়ন কার্যাবলি; চেকের মাধ্যমে বেতন ভাতা, অন্যান্য অর্থ প্রদান, ব্যাংকের একাউন্ট পরিচালনা ও সিএও অফিসের সাথে হিসাবের সঙ্গতিসাধন; হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিবরণী প্রণয়ন; অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ; বাজেট প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি; বেতন নির্ধারণ, যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত রেজিস্টারসমূহ হালনাগাদকরণ; নন-ট্যাক্স রেভিনিউ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব কার্য সম্পাদন;

১.৬ বিভাগের জনবল

ক্রমিক	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	সর্বমোট
১	সচিব	১	৩৪
২	অতিরিক্ত সচিব	১	
৩	যুগ্মসচিব	১	
৪	যুগ্মপ্রধান	১	
৫	উপসচিব	৫	
৬	পরিচালক	২	
৭	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৪	
৮	সিস্টেম এনালিস্ট	১	
৯	সিনিয়র সহকারী প্রধান	২	
১০	সহকারী প্রধান	২	
১১	প্রোগ্রামার	১	
১২	সহকারী প্রোগ্রামার	১	
১৩	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	১	
১৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	
উপমোট		**৩৪**	
১৫	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৬	২৮
১৬	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১১	
১৭	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	
উপমোট		**২৮**	
১৮	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৯	৩৩
১৯	কম্পিউটার অপারেটর	৪	
২০	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৮	
২১	হিসাবরক্ষক	১	
২২	ক্যাশিয়ার	১	
উপমোট		**৩৩**	
২৩	ক্যাশ সরকার	১	৩৪
২৪	ফটোকপিয়ার মেশিন অপারেটর	১	
২৫	অফিস সহায়ক	৩২	
উপমোট		**৩৪**	
সর্বমোট		**১২৯**	**১২৯**

১.৭ বিভাগের অধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

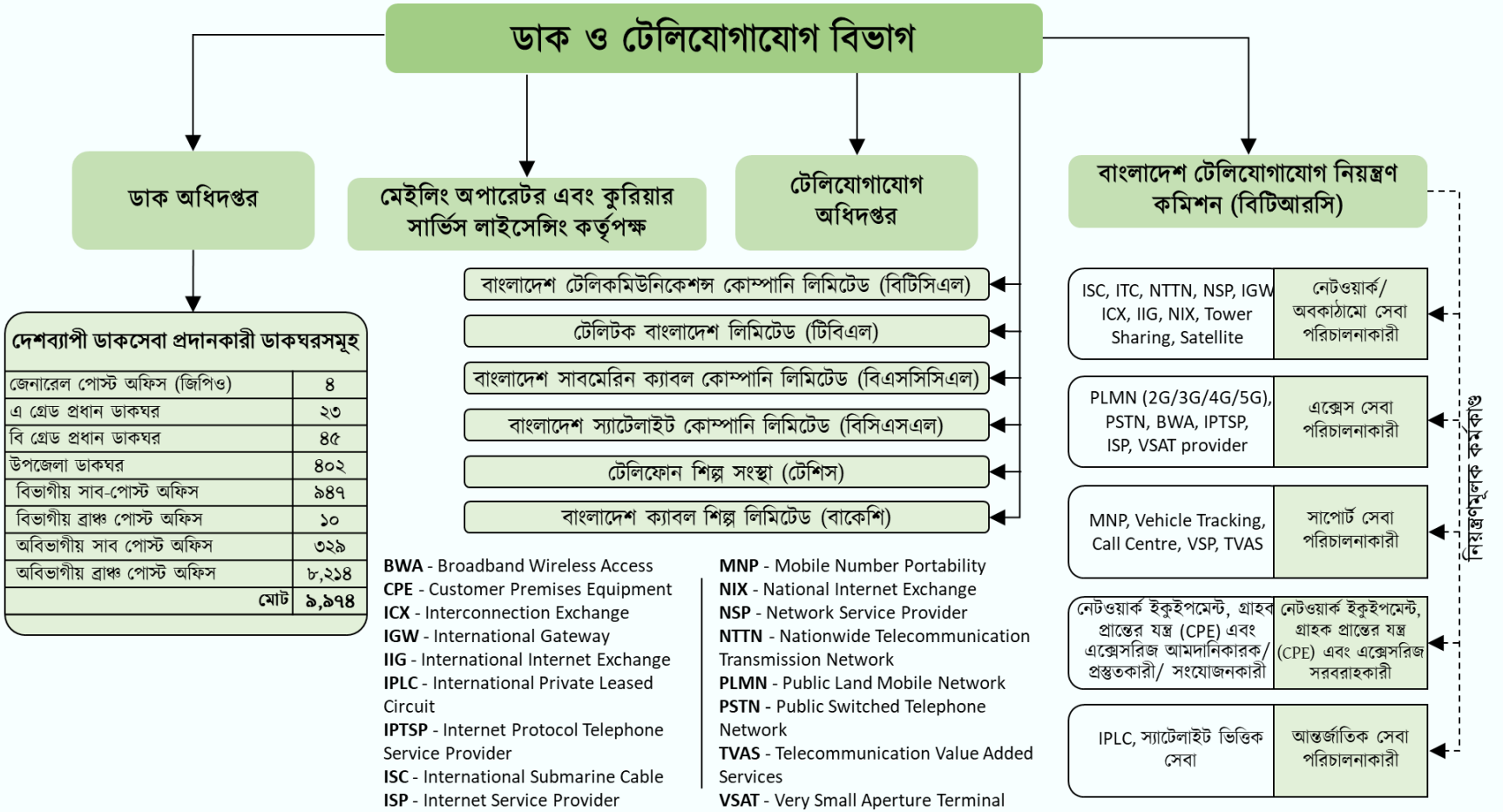

দেশব্যাপী ডাকসেবা প্রদানকারী ডাকঘরসমূহ

জেনারেল পোস্ট অফিস (জিপিও)	৪
এ গ্রেড প্রধান ডাকঘর	২৩
বি গ্রেড প্রধান ডাকঘর	৪৫
উপজেলা ডাকঘর	৪০২
বিভাগীয় সাব-পোস্ট অফিস	৯৪৭
বিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস	১০
অবিভাগীয় সাব পোস্ট অফিস	৩২৯
অবিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস	৮,২১৪
মোট	৯,৯৭৪

BWA - Broadband Wireless Access
CPE - Customer Premises Equipment
ICX - Interconnection Exchange
IGW - International Gateway
IIG - International Internet Exchange
IPLC - International Private Leased Circuit
IPTSP - Internet Protocol Telephone Service Provider
ISC - International Submarine Cable
ISP - Internet Service Provider
ITC - International Terrestrial Cable
MNP - Mobile Number Portability
NIX - National Internet Exchange
NSP - Network Service Provider
NTTN - Nationwide Telecommunication Transmission Network
PLMN - Public Land Mobile Network
PSTN - Public Switched Telephone Network
TVAS - Telecommunication Value Added Services
VSAT - Very Small Aperture Terminal
VSP - VoIP Service Provider

১.৮ বিভাগের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংস্থা

- International Telecommunication Union (ITU)
- Universal Postal Union (UPU)
- Asia Pacific Telecommunity (APT)
- Commonwealth Telecommunication Organization (CTO)
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
- Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)
- GSM Association (GSMA)
- Asian-Pacific Postal Union (APPU)
- International Electrotechnical Commission
- International Organization for Standardization (ISO)
- United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
- Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO)
- United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)
- International Telecommunications Satellite Organization (ITSO)
- International Telecommunications Satellites (INTELSAT)
- International Maritime Satellites (INMARSAT)
- 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
- European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO)
- South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)
- South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC)

১.৯ টেলিযোগাযোগ খাতের সার্বিক অগ্রগতির চিত্র

বিষয়	ডিসেম্বর ২০০৮	জুন ২০২২	জুন ২০২৩
টেলিডেনসিটি (মোবাইল+পিএসটিএন)	৩২%	১০৮.৯১% (বিবিএস এর সংশোধিত জনশুমারি তথ্য অনুযায়ী)	১০৮.৬৫%
সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগ সংখ্যা (2G/ 3G/4G)	৪.৪৬ কোটি	১৮.৪৫ কোটি	১৮.৬১ কোটি
ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা	০.৪০ কোটি	১২.৬২ কোটি	১২.৯৪ কোটি
ফিক্সড ব্রডব্যান্ড	১.৪ লক্ষ	১.১১ কোটি	১.২১ কোটি
মোবাইল ইন্টারনেট	৩৮.৬ লক্ষ	১১.৫১ কোটি	১১.৭৩ কোটি
ইন্টারনেট ঘনত্ব	২.৭০%	৭৪.৩৩% (বিবিএস এর সংশোধিত জনশুমারি তথ্য অনুযায়ী)	৭৫.৩৬%
ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মাসিক সর্বনিম্ন মূল্য (প্রতি Mbps)	২৭,০০০ টাকা (IIG পর্যায়ে)	২৪৭ টাকা (IIG পর্যায়ে)	২৪৭ টাকা (IIG পর্যায়ে) ৬০ টাকা (গ্রাহক পর্যায়ে ১:৮ কনটেনশন রেশিও)
আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার	৭.৫ Gbps	৪,০০০ Gbps	৪,৮৬৫ Gbps
2G সংযোগ সংখ্যা	৪.৪৬ কোটি	৭.৪৭ কোটি	৬.৬৫ কোটি
3G সংযোগ সংখ্যা	--	৩.০৭ কোটি	২.৫৮ কোটি
4G সংযোগ সংখ্যা	--	৭.৯১ কোটি	৯.৩৯ কোটি
5G সংযোগ সংখ্যা	--	গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাণিজ্যিক পরীক্ষামূলক সেবা চালু হয়েছে।	
মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদন	০	৯৬% (১৫টি উৎপাদনকারী)	৯৭% (১৫টি উৎপাদনকারী)

(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাসভিত্তিক সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগ সংখ্যা

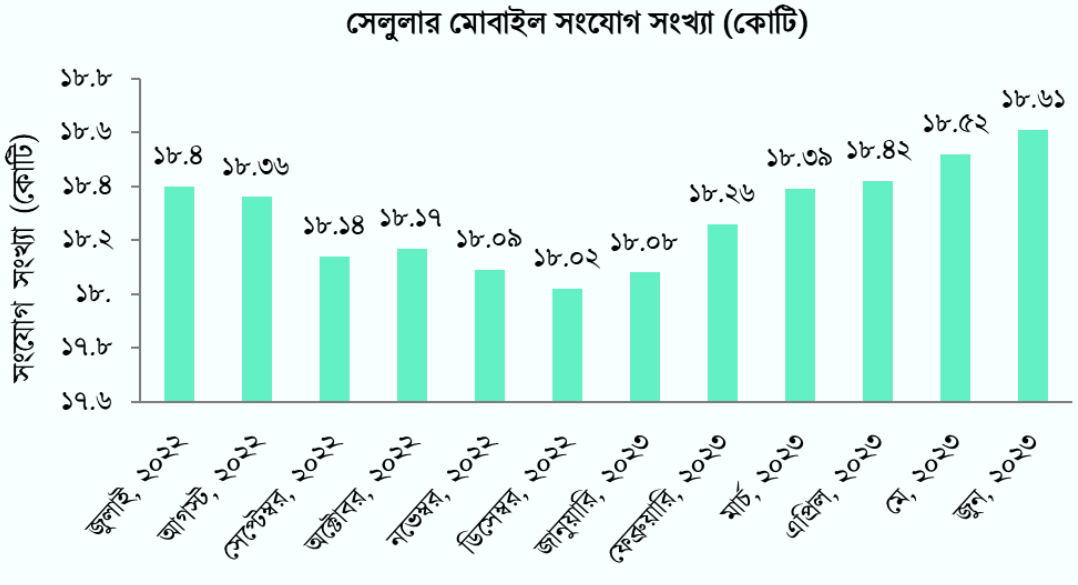

(খ) ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাসভিত্তিক সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগ সংখ্যা পরিবর্তনের হার

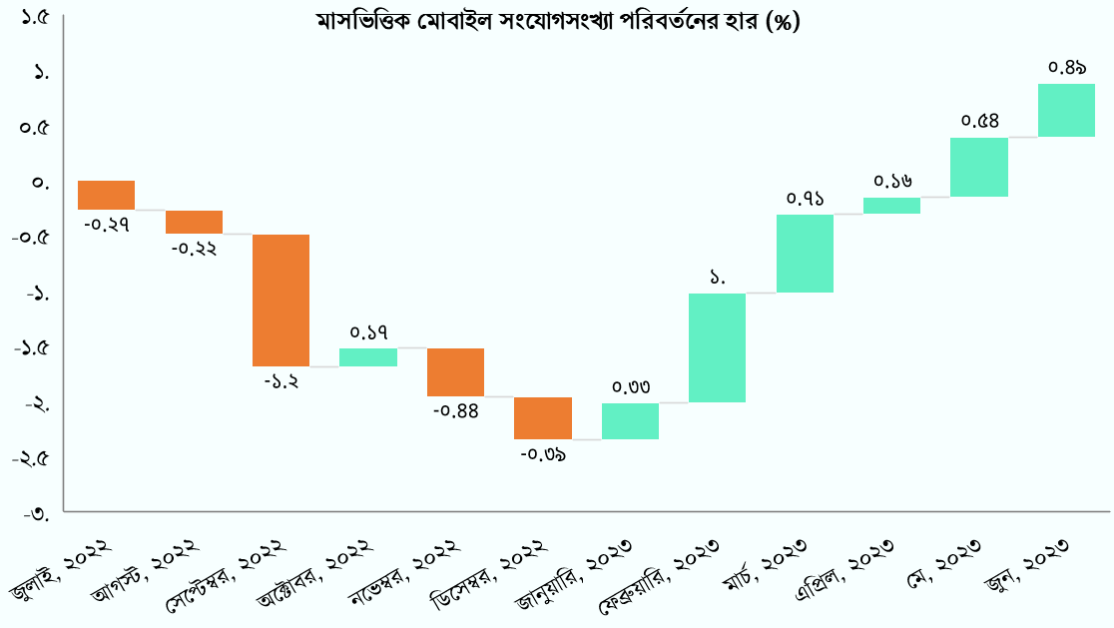

(গ) সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগের অপারেটরভিত্তিক বিন্যাস (জুন ২০২৩)

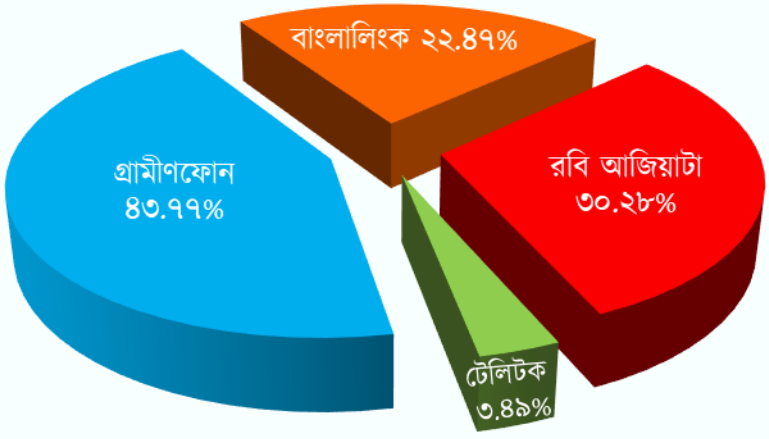

(ঘ) ইন্টারনেট সংযোগের বিন্যাস (জুন ২০২৩)

সংযোগের প্রকৃতি	সংযোগ সংখ্যা	মার্কেট শেয়ার
সেলুলার মোবাইল (2.5G/ 3G/4G)	১১.৭৩ কোটি	৯০.৬১%
ISP ও PSTN	১.২১ কোটি	৯.৩৯%
Wimax (BWA)	০	০%
মোট	১২.৯৪ কোটি	--

(ঙ) ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাসভিত্তিক ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা

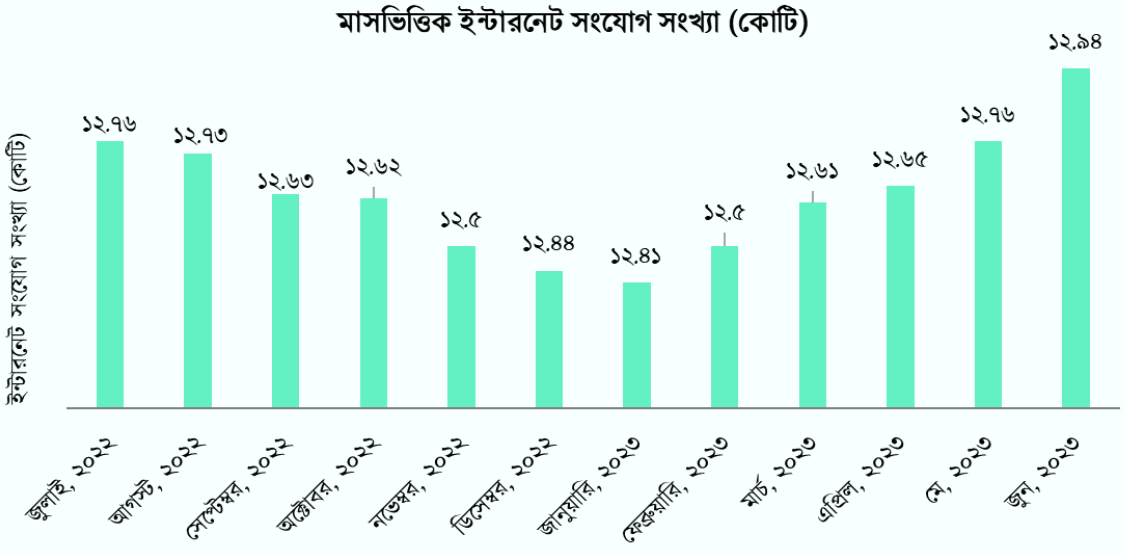

(চ) ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাসভিত্তিক ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা পরিবর্তনের হার

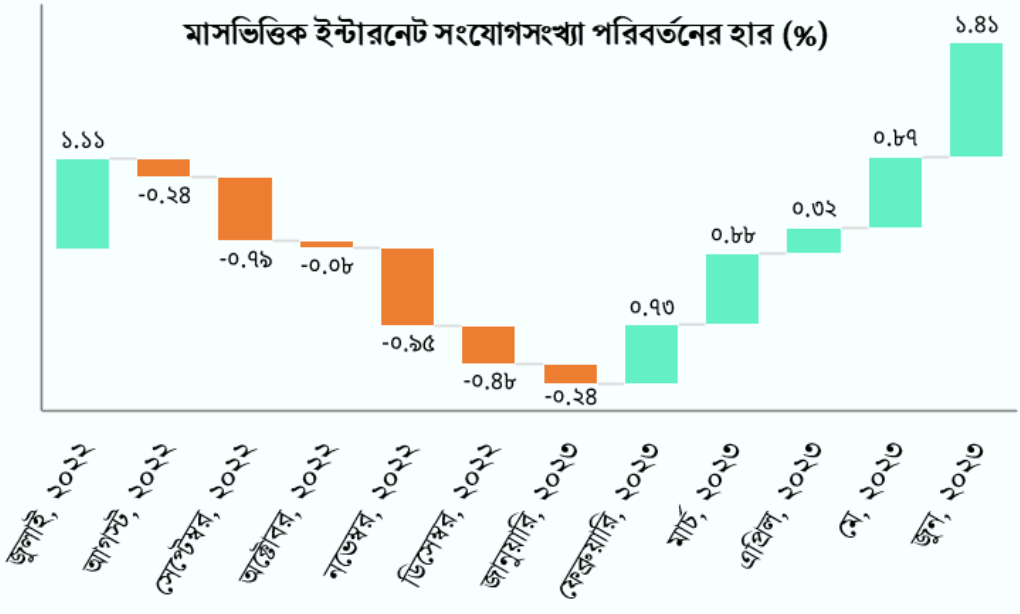

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

১.১০ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিশেষ অর্জন

(ক) জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (ইজিডিআই)-এ অগ্রগতি

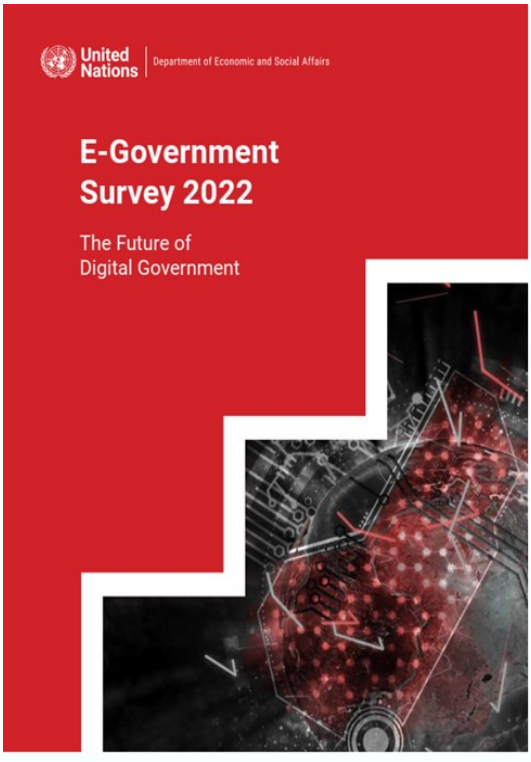

- জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় বিভাগ (UN DESA) দুই বছর অন্তর জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের ই-গভর্নমেন্ট ও ডিজিটাল ডিভাইড এর বিদ্যমান অবস্থা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত জরিপ পরিচালনা করে E-Government Development Index (EGDI) প্রকাশ করে থাকে। এ সংক্রান্ত রিপোর্টে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশসমূহের সক্ষমতা, চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগসমূহ যাচাই ও পরীক্ষাপূর্বক নীতি ও কৌশল অবহিত করা হয়।
- EGDI-এ অবস্থান নির্ধারণে Online Service, Human Capital এবং Telecommunication Infrastructure-কে সমান গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে-

$$EGDI = \frac{1}{3}\left(OSI_{normalized} + TII_{normalized} + HCI_{normalized}\right)$$

OSI (Online Service Index), Telecommunication Infrastructure Index (TII), Human Capital Index (HCI)

- ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (ইজিডিআই)-এর ২০২২ সংস্করণে বাংলাদেশ ২০২০ সংস্করণের তুলনায় ০৮ ধাপ এগিয়ে ১১১তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। অনলাইন সার্ভিস, হিউম্যান ক্যাপিটাল এবং টেলিকমিউনিকেশন ইনফ্রাস্টাকচার এই তিন উপ-সূচকেই দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে।
- সাম্প্রতিক বছরসমূহে এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান নিম্নরূপ-

সন	অবস্থান
২০১২	১৫০
২০১৪	১৪৮
২০১৬	১২৪
২০১৮	১১৫
২০২০	১১৯
২০২২	১১১

- E-Government Development Index, 2018 -এ বাংলাদেশের Telecommunication Infrastructure Index (TII) মান ছিল ০.১৯৭৬। যা ২০২০ সালে ০.৩৭১৭ এবং ২০২২ সালে ০.৪৪৬৯ এ উন্নীত হয়। E-Government Development Index, 2022 -এ বিভিন্ন উপসূচকসহ বাংলাদেশের প্রাপ্ত মান নিম্নরূপ-

Country	Rating class	EGDI rank	Subregion	OSI value	HCI value	TII value	EGDI (2022)	EGDI (2020)
Bangladesh	H2	111	Southern Asia	0.6521	0.5900	0.4469	0.5630	0.5189

(খ) নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্স (এনআরআই)-এ অগ্রগতি

- Network Readiness Index (NRI) প্রথম প্রকাশিত হয় 2002 সালে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগকে কাজে লাগাতে দেশগুলির প্রস্তুতির মাত্রা পরিমাপ করার লক্ষ্যে সূচকটি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম দ্বারা কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় ও INSEAD-এর সহযোগিতায় তাদের বার্ষিক বৈশ্বিক তথ্য প্রযুক্তি রিপোর্টের অংশ হিসাবে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর প্রকাশিত হয়ে আসছিল।

- ২০১৯ সালে সূচকটি নতুনভাবে মডেলিং করা হয়। সমসাময়িক বিষয়সমূহ, গভর্নেন্স, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের উপর প্রভাব এ সূচকের মডেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তমূলক উন্নয়নে অর্থনীতিসমূহ কিভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তিসমূহের ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে এ সূচকের ফ্রেমওয়ার্ক একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে থাকে।

- Network Readiness Index -এর নতুন মডেলের চতুর্থ সংস্করণ ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ১৩১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮তম। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সবল দিক হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার, সাশ্রয়ী মূল্য, টেলিযোগাযোগ সেবায় বিনিয়োগ, ডিজিটাল লেনদেনে শহর ও গ্রামের বৈষম্য কমিয়ে আনা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। উপ-স্তম্ভ 'অ্যাক্সেস'-এ বাংলাদেশের অবস্থান ৫৮ তম।

- Network Readiness Index, 2022-এর বিভিন্ন উপস্তম্ভে বাংলাদেশের অবস্থান নিম্নরূপ-

	Rank (Out of 131)	Score
Network Readiness Index	88	42.74
Pillar/sub-pillar	**Rank**	**Score**
A. Technology pillar	81	41.24
1st sub-pillar: Access	58	67.49
2nd sub-pillar: Content	82	32.18
3rd sub-pillar: Future Technologies	99	24.05
B. People pillar	92	35.72
1st sub-pillar: Individuals	100	34.41
2nd sub-pillar: Businesses	79	37.15
3rd sub-pillar: Governments	88	35.59
C. Governance pillar	101	44.79
1st sub-pillar: Trust	88	34.48
2nd sub-pillar: Regulation	117	44.48
3rd sub-pillar: Inclusion	85	55.40
D. Impact pillar	88	49.23
1st sub-pillar: Economy	77	28.83
2nd sub-pillar: Quality of Life	72	66.88
3rd sub-pillar: SDG Contribution	110	51.97

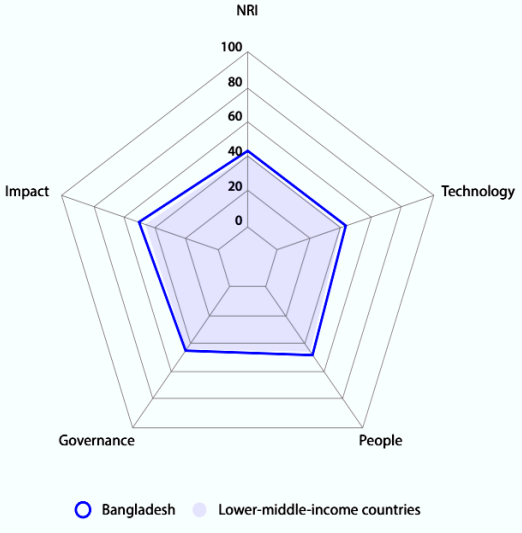

Indicator	Rank	Score	
A. Technology pillar	81	41.24	
1st sub-pillar: Access	58	67.49	
1.1.1 Mobile tariffs	53	68.17	•
1.1.2 Handset prices	109	35.99	
1.1.3 FTTH/building Internet subscriptions	2	73.51	•
1.1.4 Population covered by at least a 3G mobile network	73	99.38	
1.1.5 International Internet bandwidth	29	78.61	•
1.1.6 Internet access in schools	49	49.30	

দ্বিতীয় অধ্যায়

দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম

বিটিআরসি'র Emergency Response Control Room

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

বিটিআরসি'র নবনির্মিত ভবন

২.১ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর অধীনে ৩১ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়;

২.১.১ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন

(ক) বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবার লাইসেন্স ইস্যুকরণ

দেশে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে বিটিআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের শ্রেণি	লাইসেন্সের সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরে ইস্যুকৃত	প্রদানের প্রক্রিয়া
১	সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স	০৪	০৩	বিডিং
২	ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) লাইসেন্স	২৪	--	বিডিং
৩	ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স) লাইসেন্স	২৬	--	বিডিং
৪	ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) লাইসেন্স	৩৪	--	বিডিং
৫	মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি (এমএনপি) লাইসেন্স	০১	--	বিডিং
৬	ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস (বিডব্লিউএ) লাইসেন্স	০১	--	বিডিং
৭	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর লাইসেন্স	০৪	--	বিডিং/নিলাম
৮	3G সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসেস অপারেটর লাইসেন্স	০৪	--	বিডিং
৯	4G/এলটিই সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসেস অপারেটর লাইসেন্স	০৪	--	বিডিং/নিলাম
১০	ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল (আইটিসি) লাইসেন্স	০৭	--	বিডিং
১১	টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স	০৪	--	বিডিং
১২	পাবলিক সুইচড টেলিফোন নেটওয়ার্ক অপারেটর (পিএসটিএন) লাইসেন্স [ন্যাশনাল - ০৪, জোনাল - ০৬, রুরাল - ০১]	১১	--	বিডিং
১৩	ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন) লাইসেন্স	০৬	--	বিডিং
১৪	ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (এনআইএক্স) লাইসেন্স	১০	--	উন্মুক্ত
১৫	ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস (ভিটিএস) লাইসেন্স [সার্ভিস লাইসেন্স: ৪৮, সার্ভিস অনুমোদন - ৩]	৫১	--	উন্মুক্ত
১৬	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিসেস প্রোভাইডার-ন্যাশনওয়াইড লাইসেন্স	৪২	০৩	উন্মুক্ত
১৭	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিসেস প্রোভাইডার - সেন্ট্রাল জোন লাইসেন্স	০৩	--	উন্মুক্ত
১৮	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিসেস প্রোভাইডার - জোনাল লাইসেন্স	০৩	--	উন্মুক্ত
১৯	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ন্যাশনাল লাইসেন্স	১১৮	--	উন্মুক্ত
২০	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার - বিভাগীয় লাইসেন্স	৩৪১	০৬	উন্মুক্ত
২১	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার - জেলা লাইসেন্স	১৪৯	৩০	উন্মুক্ত
২২	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- উপজেলা/থানা লাইসেন্স	২,২৮৯	৮৭	উন্মুক্ত
২৩	ভিস্যাট ইউজার লাইসেন্স	১৪	০১	উন্মুক্ত
২৪	ভিস্যাট প্রোভাইডার লাইসেন্স	০১	--	উন্মুক্ত
২৫	ভিস্যাট হাব লাইসেন্স	০৩	--	উন্মুক্ত
২৬	টেলিকমিউনিকেশন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (টিভ্যাস) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	১৩২	--	উন্মুক্ত
২৭	কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	১৮৭	১৮	উন্মুক্ত
	মোট	**৩,৪৭৩**	**১৪৮**	

(খ) লাইসেন্স নবায়ন

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী এবং নির্ধারিত চার্জ বা ফি প্রদান সাপেক্ষে ইতোপূর্বে প্রদত্ত সেবার বিষয় বিবেচনাপূর্বক কমিশনের মতামত ও সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিটিআরসি হতে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৩১টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ-

ক্রমিক	লাইসেন্স/ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের নাম/ধরন	নবায়নকৃত লাইসেন্স সংখ্যা
১	ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) লাইসেন্স	০৪
২	ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) লাইসেন্স	০২
৩	ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স) লাইসেন্স	০৩
৪	ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস (ভিটিএস) লাইসেন্স	০২
৫	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি)- জাতীয় লাইসেন্স	২২
৬	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি)- বিভাগীয় লাইসেন্স	২১
৭	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি)- উপজেলা/থানা লাইসেন্স	৫১
৮	ভিস্যাট ইউজার লাইসেন্স	০৩
৯	ভিস্যাট- হাব লাইসেন্স	০২
১০	ভিস্যাট লাইসেন্স	০২
১১	কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	১৯
	সর্বমোট	**১৩১**

(গ) 5G বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি

- 5G'র ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অ্যাকসেস তরঙ্গের প্রাপ্যতা ও ব্যাকহল ফাইবারের পাশাপাশি পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহারের অনুমতি, অফশোর ক্লাউড সুবিধা, রোল আউট বাধ্যবাধকতা, নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা, প্রভৃতির বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এবং ইন্ডাস্ট্রির সাথে মত বিনিময় করে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন ও লাইসেন্সের খসড়া করা হয়েছে, যা সরকারের অনুমোদনের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণের পূর্বে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে;
- বাংলাদেশ 5G সেবা প্রদানের জন্য ইতিমধ্যে ২.৩ GHz, ২.৬ GHz ও ৩.৫ GHz ব্যান্ড ৩টি নির্বাচন করেছে। গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে ২.৩ GHz ব্যান্ড হতে ৭০.০০ MHz তরঙ্গ এবং ২.৬ GHz ব্যান্ড হতে ১২০.০০ MHz তরঙ্গ ৪টি মোবাইল অপারেটর এর অনুকূলে নিলামের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তরঙ্গ নিলাম নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে সকল মোবাইল অপারেটর 5G সাইট স্থাপন ও ট্রায়াল কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতঃপূর্বে, ৩.৫ GHz ব্যান্ড হতে ৬০ MHz তরঙ্গ টেলিটকের অনুকূলে পরীক্ষামূলক বরাদ্দ দেওয়া হয়। টেলিটক ইতোমধ্যে দেশের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 5G নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। বাণিজ্যিকভাবে আংশিক 5G সেবা অতিশীঘ্রই চালু করা সম্ভব, তবে, 5G'র পুর্ণাঙ্গ সেবা পেতে ভার্টিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলোর রেডিনেস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় 5G প্রযুক্তির ইকোসিস্টেম ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সেক্টর নির্বাচন করার বিষয়ে বিটিআরসি হতে তদারকি করা হচ্ছে। একইসাথে, ২.৩ ও ২.৬ GHz ব্যান্ডে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ উন্নততর 4G সেবা প্রদানে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সেক্টরসমূহের রেডিনেসের পাশাপাশি 4G সেবার মান উন্নয়নের পর, আগামী ২০২৪-২০২৫ সালের মধ্যে 5G সেবা বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হবে।

(ঘ) টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন

- কার্যকর রেগুলেটরি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য Telecom Monitoring System (TMS) স্থাপিত হয়েছে। এই রেগুলেটরি মনিটরিং ব্যবস্থার ফলে তথ্য সংগ্রহ এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় হয়েছে। এতে করে লাইসেন্সধারীদের (প্রাথমিকভাবে মোবাইল অপারেটরদের) প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বাস্তব সময়ে (real time) পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে। ফলে ভয়েস ও ডাটা ট্রাফিক, নেটওয়ার্ক ব্যবহার এবং মান সম্পর্কিত তাৎক্ষণিক তথ্যপ্রাপ্তি এবং প্রাপ্য রাজস্ব সম্পর্কে নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রাপ্তি সম্ভবপর হবে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নেটওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(ঙ) বেসরকারি সাবমেরিন কেবল সিস্টেমস এবং সার্ভিসেস এর লাইসেন্স প্রদান

- সরকারের পক্ষ থেকে বিডিং পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১০ মে ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ছয়টি প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স গ্রহণের জন্য আবেদন করে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিগরি এবং অন্যান্য সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক মোট তিনটি প্রতিষ্ঠানকে সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;
- টেলিযোগাযোগ আইন ও সংশোধিত সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস লাইসেন্স গাইডলাইনের ক্লজ ৪.৫ অনুসারে গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে সামিট কমিউনিকেশন্স লিমিটেড ও সিডিনেট কমিউনিকেশন্স লিমিটেড এবং গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মেটাকোর সাবকম লিমিটেড-এর অনুকূলে সাবমেরিন কেবল স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বিটিআরসি চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার নিজ কার্যালয়ে মেটাকোর সাবকম লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর নিকট সাবমেরিন কেবল সিস্টেমস এবং সার্ভিসেস লাইসেন্সের কপি হস্তান্তর করেন।

(চ) টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানিসমূহের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা নির্ধারণ

- টেলিযোগাযোগ স্থাপনার সর্বোত্তম ব্যবহার, পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, পরিচালন ব্যয় হ্রাস এবং সর্বোপরি নতুন প্রবেশকারীদের ব্যয় হ্রাসের জন্য এপ্রিল ২০১৮ সালে Tower Sharing এর জন্য Regulatory and Licensing Guidelines প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী এযাবৎ ৪ টি প্রতিষ্ঠানকে Tower Sharing লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে যা নিম্নরূপ-

  ১) ইডটকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড

  ২) সামিট টাওয়ার্স লিমিটেড

  ৩) কীর্তনখোলা টাওয়ার বাংলাদেশ লিমিটেড

  ৪) ফ্রন্টিয়ার টাওয়ার্স বাংলাদেশ লিমিটেড (পূর্বতন এবি হাইটেক কনসোর্টিয়াম লিমিটেড)

- লাইসেন্স প্রাপ্তির পর মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর ও টাওয়ারকো অপারেটরদের মধ্যকার Service Level Agreement (SLA) চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত জটিলতার জন্য প্রায় বেশ কিছুদিন টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বিস্তারে স্থবিরাবস্থার সৃষ্টি হয়। টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বিস্তারের ক্ষেত্রে স্থবিরতা নিরসনে বিটিআরসি হতে একটি চুক্তির ফরম্যাট নির্ধারিত করে দেয়া হয়। যার আদলে সম্পাদিত বিভিন্ন টাওয়ারকো অপারেটর ও মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের মধ্যকার খসড়া চুক্তি বিটিআরসি হতে ভেটিং প্রদানপূর্বক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৩ (তের)টি SLA ভেটিং প্রদানপূর্বক কমিশন হতে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সকল টাওয়ারকো অপারেটর অপারেশনাল রয়েছে এবং টাওয়ারকো ও মোবাইল অপারেটরদের মালিকানাধীন টাওয়ারের সংখ্যা প্রায় ৪৩,০৩১ টি।

- গত ০২ জুন ২০২১ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্সধারী অপারেটর edotco Bangladesh Ltd. মার্কেট শেয়ার বেশি থাকায় প্রতিষ্ঠানটিকে Significant Market Power (SMP) হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কমিশনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে কমিশন হতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮- এর প্রবিধান ৭(১২) এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতার নির্ণায়ক এবং শতকরা হার অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে গত ১৩ জুলাই ২০২২ তারিখে 'ইডটকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড'-কে টাওয়ার শেয়ারিং সেবা সংশ্লিষ্ট বাজারের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা সম্পন্ন পরিচালনাকারী (SMP Operator) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও ইডটকো লিঃ এর বক্তব্যে পর্যালোচনা করে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা পরিচালনাকারী হিসেবে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ইডটকো লিমিটেডের প্রতি করণীয় ও বর্জনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- নির্দেশিকা বাস্তবায়নের ফলে ২০২৩ সালের প্রথম অর্ধবার্ষিকে এসএমপি অপারেটরের টাওয়ার সংখ্যার মার্কেট শেয়ার হ্রাস পেয়েছে যা নিম্নরূপ-

টাওয়ার-কো অপারেটরের নাম	তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনাকারী (SMP)			
	ঘোষণার পূর্বে		ঘোষণার পরে (জুন ২০২৩)	
	টাওয়ার সংখ্যা	মার্কেট শেয়ার	টাওয়ার সংখ্যা	মার্কেট শেয়ার
ইডটকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড	১১,৮৭১	৯৫.৪১%	১৫,৬৯৪	৮৫.১২%
সামিট টাওয়ারস লিমিটেড	৩৮১	৩.০৬%	১,৯৬৫	১০.৬৫%
কীর্তনখোলা টাওয়ার বাংলাদেশ লিমিটেড	৪৬	০.৩৬%	৫২৭	২.৮৫%
ফ্রন্টিয়ার টাওয়ার্স বাংলাদেশ লিমিটেড	১৪৩	১.১৪%	২৫০	১.৩৫%
মোট টাওয়ার সংখ্যা	**১২,৪৪১**	**১০০.০০%**	**১৮,৪৩৬**	**১০০.০০%**

(ছ) মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে মেয়াদবিহীন এবং নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ডাটা প্যাকেজ চালু

- দেশের মোবাইল ফোন গ্রাহকদের স্বার্থ বিবেচনায় বেসরকারি মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোন লিমিটেড এবং সরকারি মোবাইল ফোন অপারেটর টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে নতুন আনলিমিটেড মেয়াদের ০৪টি ডাটা প্যাকেজ চালু করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন লিমিটেডের মাধ্যমে চালুকৃত প্যাকেজগুলো যথাক্রমে- ১,১৯৯ টাকায় ৪০ জিবি এবং ৫৪৯ টাকায় ১৫ জিবি ডাটা। এছাড়াও গ্রামীণফোন লিমিটেড ২৩ টাকায় ২ ঘণ্টা, ৩৪ টাকায় ৩ ঘণ্টা, ৫৮ টাকায় ৩ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ১ জিবি পর্যন্ত), ১২৮ টাকায় ৭ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ১ জিবি পর্যন্ত), ৪৯৮ টাকায় ৩০ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ১.৫ জিবি পর্যন্ত) এবং ৭৪৯ টাকায় ৩০ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ৩ জিবি পর্যন্ত) নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট প্যাকেজে চালু করেছে;
- টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডে ১২৭ টাকায় ০৬ জিবি এবং ৩০৯ টাকায় ২৬ জিবি ডাটা প্যাকেজ চালু করেছে পরবর্তীতে, রবি আজিয়াটা লিমিটেড সীমাহীন মেয়াদের প্যাকেজ এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাহীন ডাটা ব্যবহার করতে আগ্রহী গ্রাহকদের জন্য সীমাহীন ভলিউমের প্যাকেজ এনেছে। ১০, ২০ ও ৫০ জিবির সীমাহীন মেয়াদের ডাটা প্যাকেজগুলোর মূল্য যথাক্রমে ৪৪৪, ৭৭৭ এবং ১,৪৪৪ টাকা। এছাড়াও, রবি ২৩ টাকায় ২ ঘণ্টা এবং ৩৪ টাকায় ৩ ঘণ্টা সীমাহীন ডাটা প্যাকেজ চালু করেছে;
- বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড ৫৪৭ টাকায় ১৫ জিবি এবং ১,১৯৯ টাকায় ৪০ জিবি সীমাহীন মেয়াদের মাসিক ইন্টারনেট প্যাকেজ চালু করেছে। বাংলালিংকের নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট প্যাকেজসমূহ হলো ২২ টাকায় ২ ঘণ্টা, ৩৩ তাকায় ৩ ঘণ্টা, ৫৪ টাকায় ৩ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ১ জিবি পর্যন্ত), ৩৮৯ টাকায় ৩০ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ১ জিবি পর্যন্ত), ৬১৯ টাকায় ৩০ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ২ জিবি পর্যন্ত);
- উল্লেখ্য, গত ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বিটিআরসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের মোবাইল অপারেটরসমূহ বাজারে প্রথম আনলিমিটেড মেয়াদের ডাটা প্যাকেজ প্রদান করে। আনলিমিটেড মেয়াদের ডাটা প্যাকেজ উপভোগকারী গ্রাহকদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান সিম রিসাইকেল প্রক্রিয়া এবং নির্দেশিকা অনুসরণ করা হবে।

(জ) QoS উন্নতিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ

- মোবাইল অপারেটরদের সেবার মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পরিদর্শন দল মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্কের সেবার মান সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকরণের নিমিত্তে দেশব্যাপী সকল জেলা, উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন পর্যায়ের সড়ক ও মহাসড়কের পাশাপাশি সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন দপ্তরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং জনবহুল স্থানসমূহে ড্রাইভ টেস্ট পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে ঢাকা শহর (উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন), চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের মোট ২৬৭টি উপজেলায় ১৪,০৮৫ কিলোমিটার ড্রাইভ-টেস্ট পরিচালনা করা হয়েছে। ফলাফল পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, অপারেটরদের সেবার মান কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নয়। ঢাকা মহানগরী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের QoS ড্রাইভ-টেস্টে প্রাপ্ত ফলাফল অপারেটরদের নিকট প্রেরণ করে টেস্টে চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ দূর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পাশাপাশি, QoS রেগুলেশন যুগোপযোগী করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিটিআরসিতে সংযোজিত নতুন ও অত্যাধুনিক কোয়ালিটি অব সার্ভিস বেঞ্চমার্কিং সিস্টেম

(ঝ) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার

- সাবমেরিন ক্যাবল ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের দ্রুত প্রসার ঘটেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক দেশের অন্যতম প্রধান অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অপরদিকে, আইটিসি অপারেটরসমূহ কম মূল্যে ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ করার কারণে বিএসসিসিএল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থা যেমন: ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি), ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ), মোবাইল অপারেটর এর সুবিধা ভোগ করে আসছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৮৬৫ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে।

(ঞ) EMF Radiation পরিবীক্ষণ

- বিটিআরসি নিয়মিতভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত টাওয়ার হতে নিঃসৃত EMF Radiation এর মাত্রা পরিবীক্ষণ করে থাকে। পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), World Health Organization (WHO) এবং International Telecommunication Union (ITU) এর Standard অনুসরণ করে EMF Radiation এর মাত্রা পরীক্ষা করা হয়। মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত ফলাফল গাইডলাইনের নির্ধারিত মানদণ্ডের থেকেও অনেক কম পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এ সকল স্থানে রেডিয়েশনের মাত্রা মানবদেহ কিংবা পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে না। রেডিয়েশনের মাত্রা পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সারাদেশে ২০০ এর অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে EMF পরিমাপ করা হয়েছে, এতে সব ক্ষেত্রেই অনুমোদিত মানদণ্ডের অনেক নিচে Radiation এর মাত্রা পাওয়া গিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে 5G সহ আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তনকে সামনে রেখে যন্ত্রাংশের উন্নত সংস্করণ এবং রেডিয়েশনের মাত্রা পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃতকরণের উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তির এবং দ্রুত পরিমাপে সক্ষম Fixed Broadband Measurement Device এবং Area Monitoring Device ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ট) স্পেকট্রাম মনিটরিং কার্যক্রম

- তরঙ্গ একটি অতি মূল্যবান ও সীমিত জাতীয় সম্পদ হওয়ায় এর সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার খুবই জরুরি। তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সুষ্ঠু তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা এবং সময়োপযোগী তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিটিআরসি কর্তৃক তরঙ্গ পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। স্পেকট্রাম মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী ও ব্যবহারকারীর অনুকূলে বিটিআরসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। এছাড়া, বিভিন্ন সংস্থা যেমন: মোবাইল ফোন অপারেটর, এফএম অপারেটর, বিডব্লিউএ অপারেটর, এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি, সরকারি সংস্থা ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যাসমূহ সমাধান করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি তরঙ্গ বরাদ্দকরণ পরবর্তী তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমসমূহ কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। স্পেকট্রাম মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিটিআরসি'তে ০৩ (তিন) টি ভেন্ডরের যন্ত্রপাতি রয়েছে, যা নিম্নরূপ-
- TCI International Inc. নামক যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ২০০৯ সালে ০৬টি ফিক্সড মনিটরিং স্টেশন, ০৫টি মোবাইল মনিটরিং ষ্টেশন এবং ০১টি পোর্টেবল মনিটরিং স্টেশন ক্রয় করা হয়। এ সকল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ২০ GHz হতে ৩ GHz পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করা যায়।
- স্পেকট্রাম মনিটরিং সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১৭ সালে Narda Safety Test Solutions GmbH নামক জার্মানি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে IDA2 মডেলের ১০ (দশ)টি হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস ক্রয় করা হয়। ঢাকা স্টেশনে ০৫টি এবং চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রংপুর ও বগুড়া স্টেশনে ০১টি করে এই হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস রয়েছে। এ সকল মনিটরিং যন্ত্রের মাধ্যমে ৯ GHz থেকে ৬ GHz পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও দিক নির্ণয় (Direction Finding) করা যায়।
- Ministry of Science and ICT, Republic of Korea এর আওতাধীন Central Radio Management Service (CRMS) নামক সরকারি সংস্থার সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় Onpoom Co. Ltd. নামক ভেন্ডরের মাধ্যমে বিটিআরসি'র অনুকূলে ২০১৯ সালে ০১টি ফিক্সড মনিটরিং স্টেশন এবং ০২টি পোর্টেবল মনিটরিং স্টেশন প্রদান করা হয়। এ সকল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ২০ MHz হতে ৬ GHz পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করা যায়।

TCI International Inc. USA

Narda Safety Test Solutions GmbH, Germany

Central Radio Management Service (CRMS), Ministry of ICT, Korea

- তরঙ্গ ব্যবহারকারী বিভিন্ন টেলিকম লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগ, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং সাপ্তাহিক তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ব্যান্ডে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও অবৈধ ট্রান্সমিটার সনাক্তকরণ একটি নিয়মিত কার্যক্রম। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সফলভাবে এরূপ বেশ কিছু তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

(১) বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী বিলোনিয়া স্থলবন্দর এলাকায় সার্বক্ষণিক মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে গত ২৪-২৫ জুলাই ২০২২ তারিখ বিটিআরসি কর্তৃক তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তরঙ্গ পরিবীক্ষণকালীন হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস Narda IDA-2 হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায়, বর্ণিত এলাকায় মোবাইল অপারেটরের কভারেজ ও সিগন্যাল Strength দুর্বল থাকায় স্থলবন্দরে নিরাপত্তা কার্যক্রমে জড়িত বিভিন্ন সরকারি সংস্থাসমূহের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে ও স্থানীয় জনসাধারণের জরুরি মোবাইল যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটছে। সাধারণত: সীমান্ত এলাকায় বিটিএস স্থাপনের ক্ষেত্রে বিটিএস এর ন্যূনতম টাওয়ারের উচ্চতা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় এলাকা কভার করার মত Antenna Angle, Antenna Tilt করা হয় এবং Transmission Power Output নিশ্চিত ও TA (Time in Advance) Technology'র মান সীমিত করে যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের সীমান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। পরর্ববর্তীতে উক্ত এলাকায় মোবাইল অপারেটর কর্তৃক Pico cell/Small cell BTS স্থাপনের মাধ্যমে বর্ণিত সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

(২) পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া ও লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারি স্থলবন্দর সীমান্ত এলাকায় গ্রামীণফোন লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিমিটেড ও বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেডের অনুকূলে বিটিআরসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতার উৎস সনাক্তকরণ ও নিরসনে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ দল কর্তৃক গত ২২-২৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরীবিক্ষণকালীন স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং আগত সিগন্যাল এর ক্রস পয়েন্ট অনুযায়ী ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত টাওয়ার হতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তরঙ্গ পরিচালনার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যা গ্রামীণফোন লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিমিটেড ও বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেডের মোবাইল নেটওয়ার্কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বর্ণিত এলাকা দুইটিতে ক্রসবর্ডার ইন্টারফেয়ারেন্স সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এবং ভারতের সমস্ত মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়ে ভারতের টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি ও ভারতের টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়ক তৎপরতা চলমান রয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশবিশেষ।

(৩) ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)-এর অনুকূলে বিটিআরসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত ইউএইচএফ ব্যান্ড (৪১০.৪২৫ MHz ও ৪২০.৪২৫ MHz) তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতা নিরসনের নিমিত্তে বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম বিভাগ কর্তৃক গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৩, ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ এবং ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে এনটিএমসি'র অনুকূলে বরাদ্দকৃত বর্ণিত তরঙ্গ ব্যান্ডে অপ্রত্যাশিত নয়েজের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। বর্ণিত তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা নিরসনে এনটিএমসি কর্তৃক ব্যবহৃত ইউএইচএফ রিপিটার, ওয়াকি-টকি'র চ্যানেল ও তরঙ্গ নতুন করে টিউনিং করা হয়। পরবর্তীতে বর্ণিত তরঙ্গে আর কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপ্রত্যাশিত নয়েজের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।

(৩) বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বরিশাল রাডার ইউনিট-এ আকাশ প্রতিরক্ষার সার্বিক কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত লং-রেঞ্জের আকাশ প্রতিরক্ষা রাডারের মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সির (১২৫০-১৪০০ মেঃ হাঃ) ইন্টারফিয়ারেন্সের উৎস সনাক্তকরণ ও দূরীকরণের জন্য উক্ত এলাকায় ১১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ১৩ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তরঙ্গ পরিবীক্ষণকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী (বরিশাল রাডার ইউনিট) কর্তৃক স্থাপিত আকাশ প্রতিরক্ষা রাডার চালু ও বন্ধ অবস্থায় TCI মনিটরিং সিস্টেম ও Narda IDA-2 হ্যান্ডহেল্ড মনিটরিং ডিভাইস দ্বারা তরঙ্গ পরিবীক্ষণকালীন কোনও অপ্রত্যাশিত তরঙ্গের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। পরবর্তীতে বিটিআরসির তরঙ্গ পরীবিক্ষণ দল ও রাডারটির প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইতালির Leonardo কোম্পানীর বিশেষজ্ঞ দলের মতামত অনুযায়ী রাডারটি পুনরায় টিউনিংপূর্বক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

(ঠ) অবৈধ, অননুমোদিত বেতারযন্ত্র বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ রোধকল্পে পরিচালিত পরিদর্শন

- অবৈধ/অনুমোদনবিহীন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বেতারযন্ত্র, মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট, ওয়াকিটকি, বেইস রিপিটার এবং ফিক্সড ওয়ারলেস ফোন এবং মডেমসহ বিভিন্ন বেতার যন্ত্রপাতি বাজারজাত, বিক্রয়, বিপনন ও বিতরণ বন্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, র‍্যাব এবং ভ্রাম্যমান আদালতের সহায়তায় কমিশনের এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেটের পরিদর্শকগণ ঢাকা ও ঢাকার বাইরে দেশব্যপী সফলভাবে যৌথ অভিযান পরিচালনা করে আসছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বিভিন্ন সময়ে এ সংক্রান্ত পরিচালিত অভিযানের তথ্য নিম্নরূপ-

ক্রমিক	অভিযানের বিবরণ	অভিযানের সংখ্যা	অভিযানে জব্দকৃত মালামালের বিবরণ	মামলা ও অভিযানে ধৃত আসামী
১	অবৈধ মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট	৫৪টি	২৯১৬টি মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট এবং ৩১১টি সিম বেইজ টেলিফোন সেট	-
২	অবৈধ ওয়াকিটকি	১১টি	১০১টি ওয়াকিটকি	৯টি মামলা ও ১০ জন আটক
৩	অবৈধ ডিটিএইচ	৩টি	০৬টি এন্টেনা, ৮৮টির সেটটপ বক্স, ৪৯টি এলএনবি, ০২টি রাউটারে ও ০৪টি OLT রিসিভার	০৩টি মামলা ও ০৪ জন আটক
৪	অবৈধ জ্যামার/ বুষ্টার/রিপিটার	০৩টি	০৫টি বুষ্টার, ১০টি বুষ্টার এন্টেনা(আউটডোর), ২৪০টি বুষ্টার এন্টেনা (ইনডোর)	০২টি মামলা ও ০৩ জন আটক

(ড) টেলিযোগাযোগ সেবার মান নিয়ন্ত্রণকরণে পরিদর্শন

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১-এর ধারা ৫৪ মোতাবেক টেলিযোগাযোগ সেবার মান যাচাইয়ের নিমিত্ত '**টেলিযোগাযোগ স্থাপনা, পরিদর্শন, পরীক্ষণ, সনাক্তকরণ ও অনুসন্ধান কমিটি**' নামক কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটির আওতায় পরিদর্শকগণ কর্তৃক টেলিকম লাইসেন্সধারীদের বিভিন্ন স্থাপনা প্রতিনিয়ত পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন সোর্স থেকে প্রাপ্ত গোপন তথ্য, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিম্নরূপ বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্সধারী, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটধারী ও তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে-

Telecom Value Added Service (TVAS)

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সরেজমিনে মোট ১৩টি TVAS লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত পরিদর্শনে TVAS গাইডলাইন ও TVAS রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের ব্যত্যয়জনিত কারণ ও রাজস্ব বকেয়া থাকায় ১১টি প্রতিষ্ঠানকে ১,১১,৩৪,৮৮০ (এক কোটি এগারো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আটশত আশি) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা করা হয়। TVAS গাইডলাইন ও TVAS রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের শর্তের ব্যত্যয়সহ বিলম্বে সরকারের রাজস্ব জমাদান দূর করার জন্য এবং TVAS প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য জটিলতা ও সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ডিরেক্টরেট/শাখার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশনের চেয়ারম্যানের নির্দেশক্রমে TVAS প্রতিষ্ঠানসমূহকে সতর্কতা নোটিশ প্রদানসহ রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্নের নিমিত্ত কমিশনের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যার কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

Internet Service Provider (ISP)

বিটিআরসি'র নিজস্ব উদ্যোগে ও বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অবৈধ ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পরিদর্শনপূর্বক সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ মামলা দায়ের করা হয় এবং বৈধ ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পরিদর্শন করে লাইসেন্সের শর্তের ব্যত্যয়জনিত কারণে জরিমানা আরোপ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরেজমিনে মোট ৪৯টি আইএসপি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। লাইসেন্স এবং গাইডলাইনের শর্তের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ায় পরিদর্শনকৃত ৪৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে ০৮টি প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান লঙ্ঘনের দায়ে মোট ১১,০০,০০০.০০ (এগারো লক্ষ) টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

Call Center

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সরেজমিনে মোট ১২টি Call Center প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত পরিদর্শনে অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা পাওয়ায় ০১টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা করা হয়।

Application to Person (A2P) SMS Aggregator

A2P SMS Aggregator তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শন কার্যক্রমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক বিটিআরসির জারিকৃত নির্দেশিকাসহ অবৈধ SMS টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়। পরিদর্শনকৃত ০১টি প্রতিষ্ঠানকে বিটিআরসির জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যত্যয়জনিত কারণে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা করা হয়।

International Internet Gateway (IIG)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরেজমিনে মোট ২৪টি IIG লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বিটিআরসির জারিকৃত গাইডলাইন, রেগুলেশন ও ডিরেক্টিভস অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা বা অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয় এবং কতিপয় ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে ৪৯,০০,০০০.০০ (ঊনপঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা করা হয়।

Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN)

সমগ্র দেশকে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের আওতায় আনার লক্ষ্যে ক্যাবল স্থাপন কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরেজমিনে বিভাগীয় শহর বরিশাল হতে পটুয়াখালী ও বরগুনা (আমতলী) হয়ে কুয়াকাটা সাবমেরিন ক্যাবল স্টেশন পর্যন্ত এনটিটিএন অপারেটর কর্তৃক ভূগর্ভস্থ নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া, গত ২০-২২ মার্চ ২০২৩ তারিখ মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক অবৈধভাবে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল/Wired Transmission Network স্থাপনের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বিটিআরসি'র পরিদর্শক দল সিরাজগঞ্জ-বগুড়া মহাসড়ক পার্শ্বস্থ বিভিন্ন স্থানে সংশ্লিষ্ট মোবাইল ফোন অপারেটর এবং NTTN প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে তদন্ত পরিচালনা করে। তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে, কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে উক্ত স্থানে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের অনুমতি গ্রহণ না করে কোন অবস্থাতেই মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের অজুহাতে বিদ্যমান নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল/Wired Transmission Network অন্যত্র স্থাপন অথবা প্রতিস্থাপন করা যাবে না মর্মে বিটিআরসি হতে জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

কুমিল্লায় আইএসপি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন।

National Internet Exchange (NIX)

National Internet Exchange (NIX) প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম বিটিআরসির জারিকৃত গাইডলাইন, রেগুলেশন, ডিরেক্টিভস অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা, অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়।

Internet Protocol Telephony Service Provider (IPTSP)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরেজমিনে মোট ০৬টি IPTSP লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বিটিআরসির জারিকৃত গাইডলাইন, রেগুলেশন, ডিরেক্টিভস অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, পরিদর্শনকৃত ০৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা পাওয়ায় ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা করা হয়।

অনুমোদনহীন, নকল ও রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা অবৈধ মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সরবরাহ/বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান।

(ঢ) প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন

টেলিযোগাযোগ সেবা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেবাদাতা বা গ্রহীতার অসুবিধা বা অভিযোগ, বিভিন্ন সোর্স হতে প্রাপ্ত তথ্য, বিভিন্ন সময়ের পত্র-পত্রিকার টেলিযোগাযোগ সেবা সম্পর্কিত রিপোর্টের ভিত্তিতে বিটিআরসি'র পরিদর্শকগণ কর্তৃক ০৩-০৫ কার্যদিবসের মধ্যে ঘটনাস্থলে অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সকল অভিযানে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের ব্যত্যয় বা অবৈধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হলে আর্থিক জরিমানাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অনুমোদনহীন, নকল ও রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা অবৈধ ডিটিএইচ সরবরাহ/বিক্রয়ের বিরুদ্ধে খুলনায় পরিচালিত অভিযান।

অভিযানে জব্দকৃত অবৈধ ওয়াকিটকি ও সরঞ্জাম।

(ণ) অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

বিটিআরসি হতে জারিকৃত বিভিন্ন গাইডলাইন এবং বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালন করে বৈধ পথে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কল টার্মিনেশনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী বিটিআরসি নির্ধারিত নিয়মনীতি ভঙ্গ করে অবৈধ পথে কল টার্মিনেশনে জড়িত রয়েছে। ফলে সরকার প্রতিনিয়ত রাজস্ব হারাচ্ছে। এক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং সরকারের রাজস্ব নিশ্চিতকরণে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ-

(১) অভিযান পরিচালনা

- অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে বিটিআরসি কর্তৃক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিটিআরসিসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মনোনীত কর্মকর্তাগণ এই কমিটির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। টেলিকম সেক্টরে অবৈধ কার্যক্রম রোধের লক্ষ্যে এই কমিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সোর্স হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত অভিযানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে চ্যানেল বক্স, গেটওয়ে, সার্ভার এবং অসত্য, ত্রুটিপূর্ণ ও ভুল তথ্য দিয়ে নিবন্ধিত সিম, কল টার্মিনেশনে ব্যবহৃত কম্পিউটার, ল্যাপটপসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মালামাল হতে সিমসমূহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে সাময়িক সময়ের জন্য বিটিআরসির হেফাজতে নেয়া হয় এবং জব্দকৃত অবশিষ্ট সকল মালামাল ও আসামীকে (যদি থাকে) তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ থানায় সোপর্দ করে মামলা দায়ের করা হয়। মামলা করার পর সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুকূলে জব্দকৃত আলামত ন্যস্ত থাকে এবং বিটিআরসি থেকে সিমসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে ফেরত প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ০২টি অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনায় অভিযান পরিচালনাপূর্বক ০১টি মামলা দায়ের করা হয়।

(২) Self-Regulation Process (SRP)

- Self-Regulation Process হচ্ছে বিটিআরসি নির্ধারিত কিছু Logic-এর সমন্বয়ে একটি প্রোগ্রামিং স্ক্রিপ্ট যা প্রতিটি মোবাইল অপারেটর সুনির্দিষ্ট সময় পরপর চালনা করে। প্রতিটি মোবাইল অপারেটর তার নেটওয়ার্কে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উক্ত লজিকসমূহ বারংবার প্রয়োগ করে অবৈধ কল টার্মিনেশনে ব্যবহৃত সিমসমূহ শনাক্ত করে থাকে।

বিটিআরসি'র নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি মোবাইল অপারেটরের সিম শনাক্তের সাথে সাথে তাৎক্ষণিক বন্ধসহ ই-মেইলের মাধ্যমে বিটিআরসি-কে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আরোপিত লজিকসমূহ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিটিআরসি সময়ে সময়ে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে Self-Regulation Process (SRP)-এর মাধ্যমে বন্ধকৃত সিমের মোট সংখ্যা ২৫,৪০৩টি। এ সময়ে অপারেটর অনুযায়ী বন্ধকৃত সিমের সংখ্যা নিম্নরূপ-

ক্রমিক	অপারেটর	সিম এর সংখ্যা
১	গ্রামীণফোন লিমিটেড	২,৬২০
২	রবি আজিয়াটা লিমিটেড (এয়ারটেলসহ)	৫,৭০২
৩	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড	১৫,৯৭৮
৪	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	১,১০৩
	মোট	**২৫,৪০৩**

(৩) Self-Regulation (SR)

- অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রমে ব্যবহৃত সিম শনাক্তকরণ এবং তা বন্ধ করার জন্য মোবাইল অপারেটরগণ তাদের নিজস্ব প্রান্তে Self-Regulation কার্যক্রম পরিচালনা করে। কমিশন কর্তৃক SRP এর নির্ধারিত Logic এর পাশাপাশি মোবাইল অপারেটর তাদের অতিরিক্ত Logic যুক্ত করে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও 3G ও 4G লাইসেন্সিং গাইডলাইনের শর্ত অনুযায়ী মোবাইল অপারেটর কর্তৃক তাদের নেটওয়ার্কে Self-Grey Traffic Protection and Monitoring করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মোবাইল অপারেটর প্রতি দুই ঘণ্টা পরপর Logic সমূহ পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি'তে ব্যবহৃত সিম শনাক্তপূর্বক বন্ধ করে সংশ্লিষ্ট তথ্য কমিশনকে সরবরাহ করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে Self-Regulation (SR)-এর মাধ্যমে বন্ধকৃত সিমের মোট সংখ্যা ২,৩৩,৩৭৬টি।

এ পদ্ধতিতে অপারেটর অনুযায়ী বন্ধকৃত সিমের সংখ্যা নিম্নরূপ-

ক্রমিক	অপারেটর	সিম এর সংখ্যা
১	গ্রামীণফোন লিমিটেড	২৪,০৩৮
২	রবি আজিয়াটা লিমিটেড (এয়ারটেলসহ)	৬২,৪৫৮
৩	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড	১,২৩,২০৮
৪	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	২৩,৬৭২
	মোট	**২,৩৩,৩৭৬**

- মোবাইল অপারেটরদের অর্থায়নে স্থাপিত সিম-বক্স ডিটেকশন সিস্টেমের পাশাপাশি আইওএফ-এর অর্থায়নে 3VI নামক ভেন্ডর এবং LATRO Services Inc.-এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় গত ০৩ মার্চ ২০১৮ হতে ১৩ এপ্রিল ২০১৯ এবং ১৪ জুলাই ২০১৯ হতে ০১ আগস্ট ২০১৯ সময়কালে পরিচালিত অভিযানের মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনা শনাক্তসহ মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন লিমিটেডের ২,৩৫৬টি সিম, রবি ও এয়ারটেলের ১৬,৩৯০টি সিম, বাংলালিংকের ৭৫৩টি সিম এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ৩২,৮৪৫টি সিমসহ সর্বমোট ৫২,৩৪৪টি সিম জব্দ করা হয়। উক্ত সিমগুলোর বিপরীতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৬৫ অনুসরণপূর্বক মোবাইল অপারেটরদের সাথে গত ০৬ এপ্রিল ২০২২ এবং ১০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে দুই ধাপে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশন দাখিলকৃত সকল তথ্য-উপাত্ত, বিটিআরসি'র এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট এর বক্তব্য, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর বিধান, মোবাইল অপারেটর লাইসেন্সিং গাইডলাইনের বাধ্যবাধকতার সার্বিক বিশ্লেষণ বিবেচনায় নিয়ে গ্রামীণফোন লিমিটেডকে ৫০,০০,০০০.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা, রবি আজিয়াটা লিমিটেডকে ২,০০,০০,০০০.০০ (দুই কোটি) টাকা, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেডকে ১৫,০০,০০০.০০ (পনের লক্ষ) টাকা এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডকে ৫,০০,০০,০০০.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করে। এ বিষয়ে গত ০৭ জুলাই ২০২২ তারিখে কমিশন হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিঃ, রবি আজিয়াটা লিঃ এবং গ্রামীণফোন লিঃ কমিশন কর্তৃক আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা পরিশোধ করেছে। টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ ৫০,০০,০০০.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করেছে এবং জরিমানার অপরিশোধিত অর্থ আদায়ের কার্যক্রম চলমান।

(ত) অনলাইন জুয়া সাইট প্রতিরোধকরণ

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/অনলাইন মাধ্যমে অনলাইন জুয়া সম্পর্কিত ১০৪৬ টির অধিক ওয়েবসাইট বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া ১৬৯৭ টি অনলাইন জুয়া খেলা প্রচার, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ সোশ্যাল মিডিয়া লিংক অপসারণ করা হয়েছে।

(থ) কনটেন্ট রিপোর্টিং মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/অনলাইন মাধ্যমে আপত্তিকর/ক্ষতিকর কনটেন্টসমূহ অপসারণের নিমিত্ত আইন-প্রয়োগকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থাসহ সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাসমূহ হতে যে সকল তথ্য প্রেরণ করা হয় তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বিটিআরসি'তে কনটেন্ট মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

(দ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের সাথে ওয়ার্কশপ ও সভা আয়োজন

- **TikTok:** সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম TikTok-এর কনটেন্ট রিপোর্টিং এন্ড ম্যানেজমেন্টের বিষয়ে গত ০৩ আগস্ট ২০২২ তারিখে বিটিআরসি'র প্রধান সভাকক্ষে বিটিআরসির চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে বিটিআরসি, TikTok, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় TikTok-এর কমিউনিটি গাইডলাইন, রিপোর্টিং প্রক্রিয়া, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তদন্তের জন্য তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়;

বিটিআরসি, TikTok, আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ।

- **Twitter (বর্তমান X):** গত ১১ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিটিআরসির সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও দক্ষিণ-এশিয়া'র Public Policy প্রতিনিধি দলের সাথে প্রথমবারের মতো সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিটিআরসি ও Twitter-এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধির বিষয়ে উভয়পক্ষ একমত প্রকাশ করে। এছাড়া সভায় Twitter-এর বিভিন্ন রুলস ও পলিসি, কনটেন্ট অপসারণ প্রক্রিয়া, যোগাযোগের জন্য কন্টাক্ট পয়েন্ট, নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়;
- **Google (YouTube):** গত ১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম Zoom-এ বিটিআরসির চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও গুগল (ইউটিউব)-এর দক্ষিণ-এশিয়া Public Policy প্রতিনিধি দলের মধ্যে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউটিউবে সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছড়ানো বিভিন্ন ধরণের গুজব সম্বলিত কনটেন্ট প্রতিরোধের বিষয়ে গুগল প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশের Regulations for digital and social media platform, 2021 এর বিষয়ে গুগলের মতামত প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়। একই সাথে গুগলের নতুন কন্টাক্ট পয়েন্ট, কার্যকরী কনটেন্ট অপসারণ প্রক্রিয়া, একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান-প্রদান এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়;

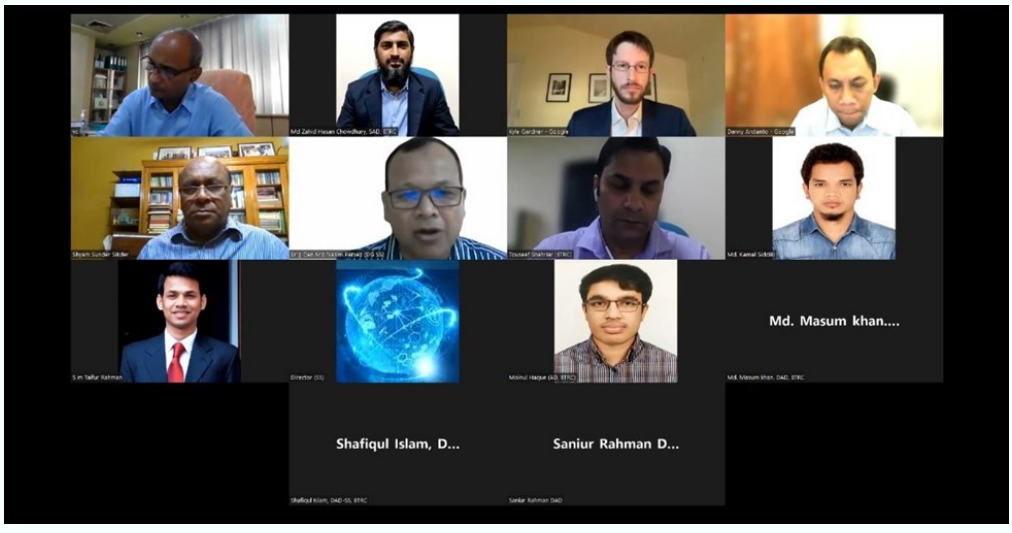

বিটিআরসি এবং ইউটিউবের মধ্যে অনুষ্ঠিত অনালাইন সভা।

- **Facebook (META):** গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বিটিআরসি'র প্রধান সভাকক্ষে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে মেটা (ফেইসবুক)-এর দক্ষিণ-এশিয়া Public Policy প্রতিনিধি দলের সাথে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সোশ্যাল মিডিয়াতে তথা ফেইসবুকের কনটেন্ট রিপোর্টিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া, কনটেন্ট অপসারণ হার বৃদ্ধির পদ্ধতি, একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান-প্রদান, এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়;

বিটিআরসি এবং ফেসবুকের মধ্যে অনুষ্ঠিত হাইব্রিড সভা।

- **BIGO:** গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও বিগো-এর দক্ষিণ-এশিয়া Public Policy প্রতিনিধি দলের মধ্যে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিগো'র কনটেন্ট অপসারণ প্রক্রিয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া, বিগো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দেশের সাধারণ জনগণ প্রতারণার শিকার হওয়ার বিষয়ে বিগো প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বিগো ও লাইকি হতে আপত্তিকর কনটেন্টসমূহ অপসারণের নিমিত্ত ২০২২ সালের আগস্ট মাসে বিটিআরসি'কে কনটেন্ট রিপোর্টিং প্যানেল প্রদান করে এবং এ বিষয়ে বিটিআরসি'র কর্মকর্তাদের ট্রেনিং প্রদান করা হয়। এযাবৎ বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে এই রিপোর্টিং প্যানেল প্রদান করা হয়েছে।

(ধ) টেলিযোগাযোগ সেবা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রম শীর্ষক গণশুনানি, ২০২২

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৮৭(১)-এ গণশুনানি এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ধারা অনুযায়ী কমিশন প্রয়োজনবোধে গণশুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনায় প্রত্যেক দপ্তর ও সংস্থার অধীনে গণশুনানির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। 'টেলিযোগাযোগ সেবা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রম' শীর্ষক গণশুনানি গত ০৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেডিসন ব্লু বে ভিউ হোটেলে এবং অনলাইন প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণশুনানিতে বিটিআরসি'র লাইসেন্সধারী বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে বিটিআরসির চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের মহাপরিচালকগণ নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন;

গত ০৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেডিসন ব্লু বে ভিউ হোটেলে অনুষ্ঠিত বিটিআরসি'র গণশুনানি।

- গণশুনানি আয়োজনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে ৮৪৮ জন নিবন্ধন করেন, এর মধ্যে সশরীরে ১৮২ জন, অনলাইনে ৯৪ জন এবং অন্যান্য মাধ্যমে ১৭ জন অংশগ্রহণ করেন। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রেরিত প্রশ্নসমূহের মধ্যে মোবাইল অপারেটরদের দুর্বল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেটের গতি, বিভিন্ন প্যাকেজ (ভয়েস, ডাটা বান্ডেল) এবং মূল্য সম্পর্কে অভিযোগ ছাড়াও পে-পার-ইউজ, সাইবার অপরাধ, মোবাইল ফোনে হুমকি, ফেইসবুক ব্যবহারে নিরাপত্তা, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, 5G, অ্যামেচার রেডিও সার্ভিস, মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি, মোবাইল অপারেটরদের কলসেন্টারের মাধ্যমে সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য টেলিকম সেবা প্রদানকারীর সেবা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(ন) Central Biometric Verification Monitoring Platform (CBVMP)-এ সংরক্ষিত তথ্য যাচাই সংক্রান্ত বিষয়ে বিটিআরসি ও অর্থ বিভাগের iBAS++ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের **CBVMP** সল্যুশনের সাথে অর্থ বিভাগ হতে বাস্তবায়নাধীন 'সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ: অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা (পিইএমএস)' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রণীত Integrated Budget and Accounting System (iBAS++) এর ইন্টিগ্রেশনের জন্য গত ২৪ জুলাই ২০২২ তারিখে একটি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। উক্ত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী অর্থ বিভাগের Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPMFS) প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত Government to Person (G2P) পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপকারভোগীর মোবাইল একাউন্টে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে সরাসরি অর্থ

প্রেরণে গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে নিবন্ধনকৃত মোবাইল নম্বর যাচাই করতে বিটিআরসি'র CBVMP সিস্টেমের সাথে iBAS++ এর ইন্টিগ্রেশন করা হবে। এছাড়া, iBAS++ এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উপকারভোগীর (করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত উপকারভোগী, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন, পেনশনারদের পেনশন, সরকারি কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি) নিকট EFT'র মাধ্যমে সরাসরি নির্ভুলভাবে অর্থ প্রেরণের জন্য গ্রাহকের মোবাইল নম্বর CBVMP সিস্টেমে সংরক্ষিত তথ্যের সাথে যাচাই করা হবে। IBAS++ এবং CBVMP সিস্টেমের মাঝে টেকনিক্যাল পার্টনারশিপের উদ্যোগটি ফলপ্রসূ হলে তথ্যসমৃদ্ধ একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল সিস্টেম তৈরি হবে মর্মে আশা করা যায়।

বিটিআরসির প্রধান সম্মেলন কক্ষে বিটিআরসির চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব নাজমা মোবারক এবং বিটিআরসির সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: নাসিম পারভেজ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

(প) বিটিআরসি ও বিসিসি এর মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

- বিটিআরসি'র Central Biometric Verification Monitoring Platform (CBVMP) সল্যুশন এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-এর মধ্যে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে 'বায়োমেট্রিক রেজিস্টার্ড মোবাইল ফোন নম্বর যাচাই সংক্রান্ত নির্দেশিকা' অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত যাচাইয়ের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে কোন গ্রাহকের তথ্য-উপাত্ত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে CBVMP সার্ভারে প্রেরিত মোবাইল ফোন নম্বর বায়োমেট্রিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে রেজিস্টার্ড হলে যে জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুকূলে ফোন নম্বরটি নিবন্ধিত হয়েছে সেই পরিচয়পত্রের নম্বর এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্মতারিখ জানা যাবে। এর মাধ্যমে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে গ্রাহকের পরিচয় শনাক্ত করাসহ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন নাগরিক সেবা বা অন্য কোনো সেবা জনগণকে সহজে প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিটিআরসি ও বিসিসি-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

'সাশ্রয়ী মূল্যে স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে করণীয়' শীর্ষক জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০২২ বিষয়ক কর্মশালা।

(ফ) জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- গত ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে বিটিআরসি-তে দেশের ব্রডব্যান্ড সেবায় মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সাশ্রয়ে স্মার্ট ডিভাইস প্রাপ্তি তথা স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, কম্পিউটার এবং অন্যান্য ইন্টারনেট সক্ষম পরিষেবার বিষয়ে একটি পরামর্শমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিটিআরসির প্রধান সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। বিটিআরসির চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে এতে বিশেষে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ। উল্লেখ্য, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বিটিআরসি, এসপায়ার টু ইনোভেট (a2i) এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় বাংলাদেশের জন্য সময়োপযোগী জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ব) Bangladesh Internet Governance Forum (BIGF) ও বিটিআরসি'র যৌথ উদ্যোগে 2nd Bangladesh Youth Internet Governance Forum আয়োজন-

- Bangladesh Internet Governance Forum (BIGF) এবং বিটিআরসি'র যৌথ উদ্যোগে গত ২৬-২৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে ২য় বারের মতো ইন্টারনেট সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে 2nd Bangladesh Youth Internet Governance Forum আয়োজিত হয়। ফোরামের প্রথম দিনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং BIGF চেয়ারম্যান হাসানুল হক ইনু এমপি'র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।

- BIGF ইন্টারনেট সেবা, সেবা সংক্রান্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। সংস্থাটি Internet Governance Forum (IGF) সহ APNIC, SENF ও ICANN-এর সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। IGF/BIGF সংগঠনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য bdSIG, যুব সমাজের জন্য Youth IGF সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও, BIGF ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের সাথেও কাজ করে থাকে।

CIRDAP মিলনায়তনে দুই দিনব্যাপী আয়োজিত 2nd Bangladesh Youth Internet Governance Forum-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং BIGF চেয়ারম্যান হাসানুল হক ইনু এমপি'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।

- ঢাকার CIRDAP International Conference Centre (CICC)-এ দুই দিনব্যাপী আয়োজিত এবারের 2nd Bangladesh Youth Internet Governance Forum-এ বিটিআরসি'র বিভিন্ন বিভাগের মোট ২২জন কর্মকর্তাসহ প্রায় ১৮০ (একশত আশি) জন ফেলো অংশগ্রহণ করেন। বর্ণিত আয়োজনে সর্বস্তরের তরুণদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আইওটি, ব্লকচেইন, ডাটা মাইনিং ও ডাটা গভর্নেন্স এর মতো ইমার্জিং টেকনোলোজি ব্যবহার করে গুড গভর্নেন্স, স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট ইকোনমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রায়ে এসকল প্রযুক্তি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপিত হয়।

(ভ) National Emergency Telecommunication System (NETS) সংক্রান্ত কার্যক্রম

- গত ০৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে দুর্যোগকালীন দুর্গত এলাকায় টেলিযোগাযোগ সেবা সচল রাখতে জাতীয় জরুরি টেলিযোগাযোগ সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যে National Emergency Telecommunication System (NETS) বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিটিআরসির প্রধান সম্মেলন কক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মো: খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব কে এন ওয়াদুদ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হোসেন মোহাম্মদ মশিউর রহমান। কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এনজিও সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

(ম) বিটিআরসি'র Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) পুরস্কার লাভ

- গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)'র 'এক দেশ, এক রেট' উদ্যোগটি এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল এন্ড গভর্নেন্স ক্যাটাগরিতে ASOCIO-২০২২ পুরস্কার লাভ করে। ASOCIO কমিটির মতে, এই উদ্যোগ বাংলাদেশে প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগে অসামান্য অবদান রাখবে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনে নেতৃত্ব দেয়াসহ এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের অর্থনীতির জন্য এটি একটি চমৎকার উদাহরণ হবে।

ASOCIO
Reimagining the Digital Era

দুর্যোগকালীন টেলিযোগাযোগ সেবা সচল রাখতে জাতীয় জরুরি টেলিযোগাযোগ সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যে National Emergency Telecommunication System (NETS) বিষয়ক কর্মশালা।

২.১.২ বিটিআরসি কর্তৃক রাজস্ব আদায়

গত ১৪ অর্থবছরে বিটিআরসি'র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের চিত্র নিম্নরূপ-

ক্রমিক	অর্থবছর	রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	প্রকৃত আদায় (কোটি টাকা)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার (কোটি টাকা)
১	২০০৯-১০	২,১৩৫.৩৫	২,৩৭০.৯৮	১১১.০৩%
২	২০১০-১১	২,৫৫৬.৭৪	৩,০৪৭.২৮	১১৯.১৯%
৩	২০১১-১২	৬,৩০২.৫৭	৬,৯৫৭.৭০	১১০.৩৯%
৪	২০১২-১৩	৫,১৫৯.৩২	৫,৪০৪.৬৯	১০৪.৭৬%
৫	২০১৩-১৪	৯,৪৯৭.০০	১০,০৮৫.৩৫	১০৬.২০%
৬	২০১৪-১৫	৭,০০০.০০	৪,২১৯.১৯	৬০.২৭%
৭	২০১৫-১৬	৪,১৮১.১০	৪,২০৭.৯৪	১০০.৬৪%
৮	২০১৬-১৭	৪,০৬০.০০	৪,০৬৬.৪৮	১০০.১৬%
৯	২০১৭-১৮	৬,৪৪৪.৮৬	৬,৪৪৫.৩৬	১০০.০১%
১০	২০১৮-১৯	৩,০২৫.০০	৩,০৫৮.৮৮	১০১.১২%
১১	২০১৯-২০	৩,১০০.০০	৪,৭১৯.৮২	১৫২.২৫%
১২	২০২০-২১	২,৯৭৫.০০	৩৮০১.৭৩	১২৭.৭৭%
১৩	২০২১-২২	৩,৩৯০.০০	৪,৩৬৮.৯৬	১২৮.৮৮%
১৪	২০২২-২৩	৩,৪৩০.০০	৪,১৪৯.৪৯	১২০.৯৮%
	মোট	**৬৩,২৫৬.৯৪**	**৬৬,৯০৩.৮৫**	

[তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন]

বিটিসিএল-এর সকল সেবা অনলাইনে একই প্ল্যাটফর্মে প্রদান ও ২৪ x ৭ মনিটরিং এর জন্য স্থাপিত নেটওয়ার্ক মনিটরিং সেন্টার (এনএমসি)।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত ডিজিটাল সংযুক্তি ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিটিসিএল ডাক ও টেলিযোগাযোগ পদক ২০২২ এ ভূষিত হয়েছে। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার জুরি বোর্ড মনোনীত ১৮ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ পদক বিতরণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান।

গত ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে বিটিসিএল এবং বাংলালিংকের মধ্যে টাওয়ার শেয়ারিং সংক্রান্ত সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার।

২.২ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

গত ০১ জুলাই ২০০৮ তারিখে তৎকালীন তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) থেকে কোম্পানিতে রূপান্তরিত বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) বর্তমানে পিএসটিএন, আইজিডব্লিউ, আইসিএক্স, আইএসপি, আইআইজি, বিডব্লিউএ, আইটিসি, এনটিটিএন, আইপিটিএসপি, এনআইএক্স লাইসেন্সের আওতায় ভয়েসসহ অন্যান্য মূল্য সংযোজন সেবা, আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদান, আন্তঃসংযোগ সেবা, লিজড লাইন, ভিপিএন, .bd ও .বাংলা নিবন্ধন, আইপি কলিং, ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা, জাতীয় পর্যায়ে ট্রান্সমিশন সেবা এবং টেলিকম অবকাঠামো ইজারা বা ভাড়া প্রদান করে যাচ্ছে। বিটিসিএল কর্তৃক দেশের সকল বিভাগ, জেলা, ৪৭৪ টি উপজেলাসহ ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সারাদেশব্যপী ৩৮,০০০ কিলোমিটারের অধিক নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপিত হয়েছে। বিটিসিএল ঢাকা-কক্সবাজার SMW-4 রুট, ঢাকা-কুয়াকাটা SMW-5 রুট, ঢাকা-বেনাপোল ITC রুট এবং ঢাকা-আখাউড়া এক্সপোর্ট রুট এর মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ত রয়েছে। বিটিসিএল ৪.৫২ লক্ষ পিএসটিএন ল্যান্ডফোন গ্রাহক, ৭১ হাজার ADSL/GPON ইন্টারনেট (১০০ Mbps পর্যন্ত) গ্রাহক, সাধারণ/ISP/IIG পর্যায়ের গ্রাহককে ৫৪৬.৫৯ Gbps লিজড লাইন ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ এবং ৩৫৬ Gbps ভিপিএন ব্যান্ডউইডথ (লোকাল কন্টেন্টসহ) নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

২.২.১ বিটিসিএল এর সেবা

সেবার ধরন	সেবা	গ্রাহক সংখ্যা/ পরিমাণ (৩০ জুন ২০২৩)	মন্তব্য
ভয়েস	পিএসটিএন টেলিফোন	৪.৫২ লক্ষ	সারাদেশে উপজেলা ও বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত বিস্তৃত
	আন্তঃঅপারেটর ভয়েস কল		
	আন্তর্জাতিক ভয়েস কল		
	সম্পূরক সেবা (কল ফরওয়ার্ডিং, হট লাইন, কনফারেন্স কল, এলার্ম, হান্টিং নাম্বার, ভার্চুয়াল নাম্বার ইত্যাদি)		
	রেড টেলিফোন		ভিআইপিগণের জন্য
	আইসিএক্স		
	আন্তর্জাতিক গেটওয়ে		
	'আলাপ'- অ্যাপভিত্তিক আইপি কলিং সেবা	১২.২১ লক্ষ	ফ্রি অননেট কল, সাশ্রয়ী অফনেট কল ও এইচডি ভিডিও কল সুবিধাসহ
ডাটা ও ইন্টারনেট	এডিএসএল (১ এমবিপিএস ২০ এমবিপিএস)	১১,০৫২ টি	সকল জেলাসদর ও উপজেলা
	জিপন GPON- Gigabit Passive Optical Network) (৫-১০০ এমবিপিএস)	৫৯,৬৫৪ টি	৬৪ টি জেলা সদর
	লিজড ইন্টারনেট	৫৪৬.৫৯ জিবিপিএস	
	ভিপিএন (লোকাল কন্টেন্টসহ)	৩৫৬ জিবিপিএস	
	ডোমেইন (.bd)	২৯,৯৫০	
	ডোমেইন (.বাংলা)	৪০১	
ট্রান্সমিশন	অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক	৩৮,০০০ কিলোমিটার	৬৪ জেলা, ৪৭৪ উপজেলা, ১২১৬ ইউনিয়ন
অবকাঠামো	যন্ত্রপাতি বসানোর স্থান, কক্ষ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, পাওয়ার ইত্যাদি ভাড়া		সারাদেশ
	এন্টেনা টাওয়ার, ডার্ক অপটিক্যাল ফাইবার, ফাইবার ডাক্ট ভাড়া		সারাদেশ
কল সেন্টার	টেলিফোন সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ (কল সেন্টার- ১৬৪০২)		২৪/৭ গ্রাহকসেবা

২.২.২ টেলিফোন চার্জ

সেবা	কল রেট	কলচার্জ
পোস্টপেইড	বিটিসিএল থেকে বিটিসিএল, সারাদেশে আনলিমিটেড	*১৫০ টাকা/মাস
	বিটিসিএল থেকে মুঠোফোন বা অন্য লোকাল অপারেটর	৪৮ পয়সা/মিনিট
প্রিপেইড	বিটিসিএল থেকে বিটিসিএল, সারাদেশে আনলিমিটেড	১৫০ টাকা/মাস
	বিটিসিএল থেকে মুঠোফোন বা অন্য লোকাল অপারেটর	৫২ পয়সা/মিনিট
*ভ্যাটসহ		

২.২.৩ ইন্টারনেট সেবা চার্জ

সেবা	ডাটার গতি (সীমাহীন ডাটা)	*টেলিফোনসহ রেট	টেলিফোন ছাড়া রেট
অপটিক্যাল ফাইবারভিত্তিক ইন্টারনেট (জিপন-শেয়ারড)	৫ মেগাবিট/সেকেন্ড	৫০০ টাকা/মাস	৫০০ টাকা/মাস
	১০ মেগাবিট/সেকেন্ড	৭৫০ টাকা/মাস	৮০০ টাকা/মাস
	১৫ মেগাবিট/সেকেন্ড	১০০০ টাকা/মাস	১০৫০ টাকা/মাস
	২০ মেগাবিট/সেকেন্ড	১২০০ টাকা/মাস	১২৫০ টাকা/মাস
	২৫ মেগাবিট/সেকেন্ড	১৪০০ টাকা/মাস	১৪৫০ টাকা/মাস
	৩০ মেগাবিট/সেকেন্ড	১৬০০ টাকা/মাস	১৬৫০ টাকা/মাস
	৪০ মেগাবিট/সেকেন্ড	২০০০ টাকা/মাস	২০৫০ টাকা/মাস
	৫০ মেগাবিট/সেকেন্ড	২৪০০ টাকা/মাস	২৪৫০ টাকা/মাস
	৬০ মেগাবিট/সেকেন্ড	২৭৫০ টাকা/মাস	২৮০০ টাকা/মাস
	৭৫ মেগাবিট/সেকেন্ড	৩২৭৫ টাকা/মাস	৩৩২৫ টাকা/মাস
	১০০ মেগাবিট/সেকেন্ড	৪১৫০ টাকা/মাস	৪২০০ টাকা/মাস
	*রেটসমূহ ভ্যাটসহ		
	*টেলিফোনের জন্য ১৫০ টাকা যোগ করা হবে		
	*শেয়ারড ব্যান্ডউইডথ		

সেবা	ডাটার গতি (সীমাহীন ডাটা)	টেলিফোনসহ চার্জ
কপার-ক্যাবলভিত্তিক ইন্টারনেট (এডিএসএল-শেয়ারড)	১ মেগাবিট/সেকেন্ড	২৫০ টাকা/মাস
	১.৫ মেগাবিট/সেকেন্ড	৩২৫ টাকা/মাস
	৫ মেগাবিট/সেকেন্ড	৫০০ টাকা/মাস
	১০ মেগাবিট/সেকেন্ড	৭৫০ টাকা/মাস

২.২.৪ লিজড লাইন ইন্টারনেট (এলএলআই) ও ডোমেইন সেবা

সেবা	ডাটার গতি (সীমাহীন ডাটা)	টেলিফোনসহ চার্জ
এলএলআই ব্যান্ডউইডথ (ডেডিকেটেড)	মেগা-গিগা: যেকোন গতি	১৮০ টাকা/এমবিপিএস থেকে শুরু
কান্ট্রিকোড টপ লেভেল ডোমেইন (.bd)	প্রযোজ্য নয়	৫০০ টাকা/ বছর থেকে শুরু
কান্ট্রিকোড টপ লেভেল ডোমেইন (.বাংলা)	প্রযোজ্য নয়	৪০০ টাকা/ বছর

২.২.৫ অ্যাপভিত্তিক আইপি কলিং (আলাপ) চার্জ

কল রেট	কলচার্জ
আলাপ থেকে আলাপ বা অন্য আইপিটিএসপি অপারেটর	ফ্রি
আলাপ থেকে অন্য লোকাল অপারেটর	৪০ পয়সা/মিনিট

২.২.৬ মিশন/ভিশন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অগ্রসরমান টেলিকম ও তথ্য প্রযুক্তির অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। দেশের অন্যতম টেলিকম সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিটিসিএল তার সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধুনিক টেলিকম সেবা প্রদানে সচেষ্ট। রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি অর্জন তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিটিসিএল ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় নিরলস কাজ করে চলেছে।

- দেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবার ব্যাকবোন নির্মাণে বিটিসিএল-এর ভূ-গর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি ৩৮,০০০ কি.মি.-এ উন্নীত হয়েছে, যা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিটিসিএল দেশের সকল মোবাইল অপারেটর ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংস্থায় অবকাঠামোভিত্তিক সেবা প্রদান করছে, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- সকল উপজেলা নির্বাচন কমিশনে অপটিক্যাল ফাইবার কানেক্টিভিটি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতায় দেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কমিউনিটি ভিশন সেন্টারে ই-হেলথ ও টেলিমেডিসিন সেবা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কানেক্টিভিটি ও ব্যান্ডউইডথ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কার্যালয়ের মধ্যে সংযুক্তি, সকল ই-পাসপোর্ট অফিসে ফাইবার ও ইন্টারনেট, বাংলাদেশ পুলিশ-এর হাইওয়ে সিসিটিভি ক্যামেরার জন্য প্রয়োজনীয় কানেক্টিভিটি, সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সুরক্ষিত নেটওয়ার্ক প্রভৃতি;
- দেশের সকল জেলা, উপজেলা এবং ১,২১৬ টি ইউনিয়নে বিস্তৃত আইপি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিটিসিএল আইএসপি, আইআইজিসহ বিভিন্ন সংস্থায় Leased Line Internet (LLI) সেবা প্রদান করছে। উন্নত গ্রাহকসেবার মাধ্যমে ও ডিজিটাল বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সাথে বিটিসিএল-এর ব্যান্ডউইডথ চাহিদা বিগত বছরসমূহে প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ব্যবহৃত ব্যান্ডউইডথের পরিমাণ ৫৪৬.৫৯ জিবিপিএস;
- বিটিসিএল-এর Backhaul আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-4, SEA-ME-WE-5 এর সাথে সংযুক্ত আছে। এছাড়া, বিটিসিএল International Terrestrial Cable (ITC) এর মাধ্যমে ভারতের মধ্য দিয়ে বহির্বিশ্বে যুক্ত হয়েছে। বিটিসিএল-এর ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি ইতোমধ্যে ভারতের আগরতলায় ব্যান্ডউইডথ রপ্তানি করছে;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সসহ অন্যান্য সকল জনগুরুত্বপূর্ণ ভিডিও কনফারেন্সে বিটিসিএল প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা করছে;
- অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবার বিপুল চাহিদা মেটাতে এবং 5G রেডিনেস এর জন্য 'বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে IP Accessories যন্ত্রপাতি স্থাপন, IIG Gateway স্থাপন এবং Hosting Platform স্থাপন করা হচ্ছে;
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও স্মার্ট বাংলাদেশের বিনির্মাণে দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ও উচ্চগতির ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করতে ট্রান্সমিশন ব্যাকবোনের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ও Resilient করার লক্ষ্যে '5G'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল-এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- 'হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wifi) সম্প্রসারণ (Breaking Digital Divide)' শীর্ষক একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। বিটিআরসি'র সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থায়নের প্রকল্পটির আওতায় দেশব্যাপী হাওর-বাওরসহ দ্বীপ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় ইত্যাদি স্থানে প্রায় ১২,৮০০ ব্রডব্যান্ড ওয়াইফাই জোন স্থাপনের মাধ্যমে সেসকল স্থানের জনগণের জন্য সাশ্রয়ী/বিনামূল্যে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হবে।
- 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এক্সটারনাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাস্তবায়নাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য অত্যাধুনিক ও উচ্চগতির ডেডিকেটেড এক্সটার্নাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দৈনন্দিন ও দুর্যোগকালীন সময়েও জরুরি টেলিযোগাযোগ সেবা অব্যাহত রাখার জন্য বিটিসিএল প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করছে;
- ফ্রি অননেট কল, এইচডি কোয়ালিটি ভিডিও কল ও সাশ্রয়ী মূল্যে অফনেট কল সুবিধাসম্পন্ন আইপি কলিং অ্যাপ- 'আলাপ' চালু করা হয়েছে। অ্যাপটি গ্রাহকের বিপুল সাড়া পেয়েছে এবং ইতোমধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ ২১ হাজার গ্রাহক দেশিয় প্রযুক্তির সেবাটি গ্রহণ করছেন। 'আলাপ' অ্যাপটি LI Compliant, বিধায় তা প্রচলিত অন্যান্য আইপি কলিং অ্যাপ্লিকেশনের তুলনায় সুরক্ষিত এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যথাযথ মনিটরিং নিশ্চিত করতে অ্যাপটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) দীর্ঘ ১৫ বছরের একটানা লোকসান কাটিয়ে উঠে ২০২১-২২ অর্থবছরে লাভ জনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ২০০৭ -০৮ অর্থবছরে বিটিসিএল-এর লোকসান ছিলো প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা, সর্বশেষ ২০২০-২১ অর্থবছরেও বিটিসিএল-এর লোকসান ছিল ২৪৭ কোটি টাকা। অব্যাহত এই লোকসান কাটিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ২০২১-২২ অর্থবছরে লাভ করেছে ৬ কোটি ৭২ লাখ টাকা। গত ২৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার উপস্থিত থেকে এ অর্জনের জন্য বিটিসিএল পরিচালনা পর্ষদকে অভিনন্দন জানান।

- দেশের ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটাল নাগরিক সেবাসমূহ প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য বিটিসিএল ১,২১৬ টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কভিত্তিক ইন্টারনেট প্রদান করছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রোথ সেন্টারসমূহে বিনামূল্যে ৫ এমবিপিএস করে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ প্রদান করা হচ্ছে, যা ডিজিটাল নাগরিক সেবার পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে;
- গ্রাহক পর্যায়ে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ (এমওটিএন)' প্রকল্পের আওতায় ২০২২ সালে ২২টি জেলায় জিপন (GPON- Gigabit Passive Optical Network) ইন্টারনেট সেবা বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্ক বিস্তৃতির কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে দেশের সকল জেলায় জিপন সেবা বিস্তৃত হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই প্রায় ৬০,০০০ গ্রাহক এ সেবা গ্রহণ করছেন;
- জাতীয় পরিচয়মূলক ডোমেইন '.bd' ও '.বাংলা' ডোমেইন এর রেজিস্ট্রার হিসেবে বিটিসিএল প্রায় ৩০,৩৫১টি ডোমেইন বরাদ্দ ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে;
- অ্যাপভিত্তিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অ্যাপ- 'টেলিসেবা' সহ দাপ্তরিক সকল কার্যক্রমে অটোমেশন আনা হয়েছে, যার ফলে গ্রাহকের দোরগোড়ায় বিটিসিএল-এর সেবা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও, কন্ট্যাক্টলেস বিল বিতরণ নিশ্চিত করতে রেজিস্টার্ড গ্রাহকগণের বিল ইমেইলে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং গ্রাহক মোবাইল ফিন্যান্সিং সার্ভিস-নগদ/বিকাশ ও ক্রেডিট-ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ঘরে বসেই পরিশোধ করার সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে আদায়কৃত বিলের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- 'দেশের সকল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৫৯১ টি সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে এ সংযোগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে;
- চট্টগ্রামের মিরেরসরাই-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে 5G রেডি টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনে 'চট্টগ্রামের মিরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়াও, নাফ, সাবরাং, মহেশখালীর সোনাদিয়া, জামালপুর ও শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে 'অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন' (১ম পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো স্থাপন করা হচ্ছে।

২.২.৭ চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

(ক) Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity প্রকল্প

ব্রডব্যান্ড এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য উচ্চমানের Transmission and Access Network-এর প্রসারের উদ্দেশে চলমান 'Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের তিনটি স্থানে IMS (IP Multi Media Subsystem) Platform সহ বিটিসিএল এর বিদ্যমান IP/Transmission Network উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানের NOC ও BOSS (Business Operation and Support System) স্থাপন করা হবে। এছাড়া দেশের ৬৪টি জেলায় GPON নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং সার্ভিস প্রদান করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৭ থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত । প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩১,৪৯৩.৫৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪৯,৭৬৫.৬১ লক্ষ টাকা + প্রকল্প ঋণ ১৮১,৭২৭.৯৪ লক্ষ টাকা)।

(খ) Switching and Transmission Network Development for Strengthening Digital Connectivity) প্রকল্প

'Switching and Transmission Network Development for Strengthening Digital Connectivity)' শীর্ষক প্রকল্পের কাজের আওতায় ANS (Access Network System) Gateway, IGW (International Gateway), IOS (Inter-operator Switch), ICX (Inter Connecting Exchange), Billing Platform যন্ত্রপাতি এবং বিলিং সিস্টেম স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫,৩৮৫.৪৯ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪। প্রকল্পের আওতায় IGW এবং IOS স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ANS এবং Billing কাজের বৈদেশিক ও স্থানীয় ঋণপত্র (L/C) খোলা হয়েছে এবং মালামাল আমদানির কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অর্থছাড় পাওয়া মাত্রই ICX System যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে।

(গ) Installation of Telecommunications Network at Mirsharai Economic zone in Chittagong প্রকল্প

'Installation of Telecommunications Network at Mirsharai Economic zone in Chittagong' শীর্ষক প্রকল্পটি ১৬ জুলাই, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় টেলিকম যন্ত্রপাতির জন্য ভবন, DWDM যন্ত্রপাতি, GPON Network স্থাপন করা হবে। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬,১৯০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩। পূর্ত ও OSP কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। DWDM Equipment বসানোর জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(ঘ) হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wifi) সম্প্রসারণ প্রকল্প (Breaking Digital Divide) প্রকল্প

'হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wifi) সম্প্রসারণ প্রকল্প'-এর লক্ষ্য টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর ও দ্বীপাঞ্চলসমূহে স্থাপিত BTS হতে প্রয়োজনীয় স্থাপনা/যন্ত্রাংশের সহায়তা নিয়ে উক্ত হাওর ও দ্বীপাঞ্চলসমূহে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও হাটবাজারে বিটিসিএল কর্তৃক Wifi নেটওয়ার্ক স্থাপন করার মাধ্যমে সেসকল স্থানের জনগণের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা দেয়া। সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৪,৯৯১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০২০ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। টেলিযোগাযোগ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ কাজের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। 'আরসিসি পোল সংগ্রহ ও স্থাপন, ওভারহেড ওএফসি স্থাপন এবং অন্যান্য স্থাপনা সংক্রান্ত কাজ' শীর্ষক প্যাকেজটি সেনাবাহিনীর আইটি পরিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

(ঙ) বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প

'বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে IP Accessories যন্ত্রপাতি স্থাপন, IIG Gateway স্থাপন এবং Hosting Platform স্থাপন করা হবে। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৪,৫৯০ লক্ষ টাকা (জিওবি, ইক্যুইটি) এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আইপি যন্ত্রপাতি ক্রয় কাজের L/C খোলা হয়েছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে যন্ত্রপাতি আপগ্রেডেশন কাজের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি Standard Platform স্থাপন কাজের টেন্ডার দলিল প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ বিটিসিএল-এর জেলা পর্যায়ের কার্যালয় পরিদর্শনকালে ২৪ x ৭ সেবা প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

(চ) 5G-র উপযোগীকরণে বিটিসিএল-এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প

'5G-র উপযোগীকরণে বিটিসিএল-এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ব্যয় ১০৫,৯১০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল এপ্রিল ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের 'প্রকল্প পরিচালক' নিয়োগ করা হয়েছে। ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি ক্রয়কাজের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

(ছ) 'তেজগাঁও-এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ' প্রকল্প

'তেজগাঁও-এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ব্যয় ১০৭,২১৬ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুন ২০২২ থেকে মে ২০২৭ পর্যন্ত। প্রকল্পের 'প্রকল্প পরিচালক' নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(জ) 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এক্সটারনাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন' প্রকল্প

'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এক্সটারনাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ব্যয় ৩৭,৮৮৪ লক্ষ টাকা মেয়াদকাল এপ্রিল ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য অত্যাধুনিক ও উচ্চগতির ডেডিকেটেড এক্সটার্নাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের টেলিকম সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য বিনির্দেশ প্রস্তুত করা হচ্ছে।

২.২.৮ বিটিসিএল কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা

উদ্ভাবনী উদ্যোগ	উদ্ভাবনের ফলে জনগণ/দাপ্তরিক সুবিধা
এসএমএস ও ইমেইল এর মাধ্যমে গ্রাহকের বিল সরবরাহ	▸ বিটিসিএল-এর গ্রাহকগণ বিল প্রাপ্তিতে বিভিন্ন সময়ে বিলম্বের সম্মুখীন হন। একই সাথে অনেক সময় বিল সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের হাতে পৌছায় না। এর ফলে গ্রাহক বিল সম্পর্কে অবগত থাকেন না এবং একই সাথে বিটিসিএল এর রাজস্ব আদায় কার্যক্রমে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ▸ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় বিলিং সার্ভারে বিল প্রস্তুত হবার পর সংশ্লিষ্ট টেলিফোন/ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে এসএমএস-এর মাধ্যমে বিলের পরিমাণ ও ইনভয়েস আইডি প্রেরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৬৫,০০০ গ্রাহক তাদের রেজিস্টার্ড মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে বিল পাচ্ছেন।

২.২.৯ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহে ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট সেবা প্রদান (২য় পর্যায়);
- গাজীপুরে অবস্থিত টেলিযোগাযোগ স্টাফ কলেজকে 'টেলিযোগাযোগ ইনস্টিটিউট' হিসেবে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা;
- পূর্বাচল স্মার্ট সিটি তৈরির জন্য টেলিযোগাযোগ ও আইটি অবকাঠামো স্থাপন;
- চট্টগ্রাম এর হাটহাজারী এলাকায় বিটিসিএল এর জায়গায় সৌর পার্ক স্থাপন/নির্মাণ।

স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবায় প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত টেলিমেডিসিন ও ই-হেলথ সেবা পৌঁছে দিতে দেশের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ভিশন সেন্টারসমূহে অপটিক্যাল ফাইবার ও প্রয়োজনীয় ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের জন্য বিটিসিএল ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মধ্যে গত ০৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

[তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড]

দেশব্যাপী টেলিটকের 2G, 3G ও 4G কভারেজ

2G কভারেজ

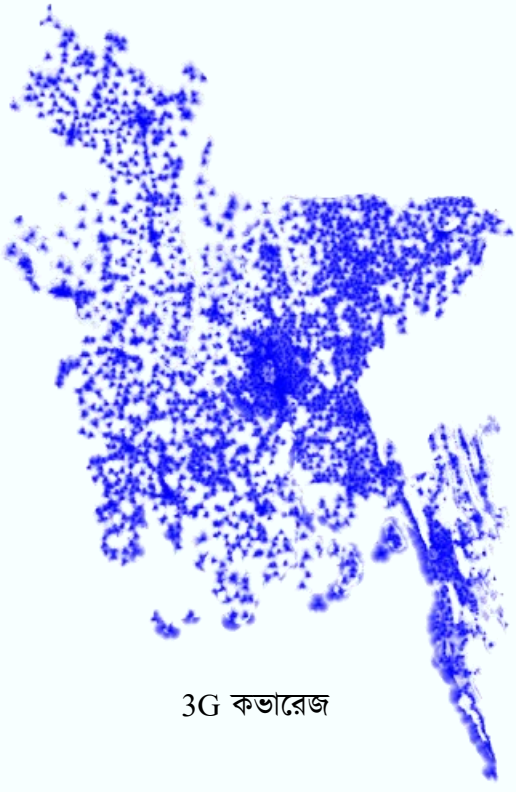

3G কভারেজ

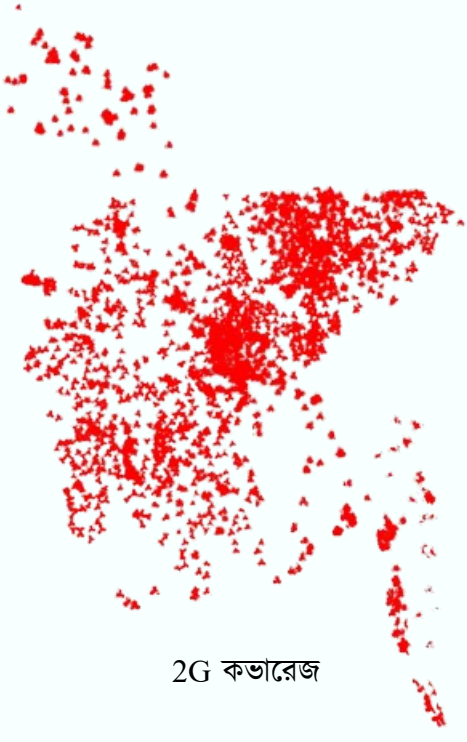

2G কভারেজ

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ-এর উপস্থিতেতে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে যৌথভাবে টেলিকম অবকাঠামো ব্যবহারের লক্ষ্যে টেলিটক, বাংলালিংক ও সামিট টাওয়ার্স লিমিটেডের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

২.৩ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টিবিএল)

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত একটি শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন সেলুলার মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ এ যাত্রা শুরু করে ৩১ মার্চ ২০০৫ থেকে বাণিজ্যিকভাবে সেবা প্রদান করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশী জনবল দ্বারা পরিচালিত।

২.৩.১ টেলিটক এর রূপকল্প (Vision)

বাংলাদেশের সকল প্রান্তে বসবাসরত প্রত্যেক নাগরিকের জন্য মোবাইল ভয়েস, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল সেবা সাশ্রয়ীমূল্যে প্রদান করা।

২.৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

সারা দেশে নেটওয়ার্ক কভারেজ প্রদান ও উল্লেখযোগ্য মার্কেট শেয়ার অর্জনের মাধ্যমে টেলিটক বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের মধ্যে অন্যতম হবে।

২.৩.৩ টেলিটকের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মোবাইল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন; 3G/4G সেবা; প্রোডাক্ট ইনোভেশন ও ডিজিটাল সেবায় টেলিটকের মার্কেট লিডার হওয়া; দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন; আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন; তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।

২.৩.৪ টেলিটকের কার্যাবলি (Functions)

- সারা দেশে মোবাইল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা;
- দেশব্যাপী অত্যাধুনিক মোবাইল ভয়েস ও ইন্টারনেট (ডাটা) সেবা প্রদান;
- ইনোভেটিভ ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসের মাধ্যমে সারা দেশে ডিজিটাল-সেবা প্রদান।

২.৩.৫ একনজরে টেলিটকের নেটওয়ার্ক ও গ্রাহকের তথ্য

সংযোগ সংখ্যা : ৬৭.৪ লক্ষ

সাইট/টাওয়ার সংখ্যা: ৫,৬৬২টি

সাইটে স্থাপিত প্রযুক্তি	সংখ্যা	মন্তব্য
2G, 3G ও 4G	৩,৩২৬	চলতি অর্থবছরে 3G বন্ধ করে 4G-তে স্পেকট্রাম স্থানান্তর করা হবে
2G ও 4G	১৯৭	--
3G ও 4G	১১	চলতি অর্থবছরে 3G বন্ধ করে 4G-তে স্পেকট্রাম স্থানান্তর করা হবে
2G ও 3G	১৫১৭	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থবছরে 4G সংযোজন করা হবে
শুধু 2G	৫৯৭	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থবছরে 4G সংযোজন করা হবে

২.৩.৬ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- টেলিটকই প্রথম ২০০৯ সালে দেশের অবহেলিত ৩(তিন) দুর্গম পার্বত্য জেলায় নেটওয়ার্ক স্থাপন করে। এছাড়াও টেলিটক প্রথমবারের মত প্রত্যন্ত হাওর-বাওর অঞ্চলসমূহে মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে;
- টেলিটকই প্রথম এবং একমাত্র মোবাইল কোম্পানি যারা ২০১৫ সালে সুন্দরবনে নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে;
- 'উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয়, পার্বত্য, অন্যান্য দুর্গম ও অনগ্রসর এলাকায় সর্বাধুনিক মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে নতুন ৪২০টি 4G সাইট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে;

- টেলিটকই প্রথম ২০১২ সালে বাংলাদেশে 3G প্রযুক্তি চালু করে। নেটওয়ার্ক কভারেজ ও ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রমের আওতায় টেলিটক বিগত ৪ বছরে দেশব্যাপী ৩৫৩৮টি 4G ই-নোড-বি এবং বিগত বছরগুলোতে ৪৮৫৭টি 3G নোড-বি ও ৫৬৩১টি 2G বিটিএস স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে। টেলিটকের নিজস্ব অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে;
- ২০০৫ সাল থেকে অদ্যাবধি ১০টি শিক্ষা বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল প্রকাশ ও ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ করছে;
- টেলিটক ডিজিটাল সেবা প্রদানের মাধ্যমে অনলাইন ও এসএমএস এ চাকুরীর দরখাস্তকরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি -আবেদন, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা, জেলা ই-সেবা, ই-পুর্জি, পল্লী বিদ্যুৎ বিল গ্রহণসহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করছে;
- দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় মোবাইল কোম্পানি হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাকুরীর তথ্য সম্বলিত ওয়েবসাইট **https://alljobs.teletalk.com.bd** ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে;
- সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)-এর অংশ হিসেবে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত দেশের সেরা মেধাবীদের টেলিটক বিনামূল্যে 'আগামী' সিম প্রদান করে থাকে। আগামী সিমে নামমাত্র মূল্যে কল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হয়;
- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের টেলিটক 'বর্ণমালা' সিম প্রদান করে থাকে। এই সিমে কল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ দেশের সর্বনিম্ন;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে 'শতবর্ষ' নামে একটি আকর্ষণীয় ও সাশ্রয়ী প্যাকেজ সকল স্তরের জনসাধারণের জন্য বাজারজাত ও বিতরণ করা হয়েছে;
- Interactive voice response (IVR) সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রচারিত ঘূর্ণিঝড় 'ফণী' বিষয়ক আগাম সতর্কবার্তাসমূহ দেশের সকল প্রান্তের গ্রাহকগণ নির্বিঘ্নে সকল অপারেটরের সকল ধরণের ফোনের মাধ্যমে শুনতে পেরেছেন। এই প্ল্যাটফর্ম হতে এক সাথে সর্বোচ্চ প্রায় ৭০০০ গ্রাহক এই সেবা গ্রহণ করেছেন এবং সর্বমোট প্রায় ৩১ লক্ষ গ্রাহক এই সেবা গ্রহণ করে প্রায় ৬০ লক্ষ মিনিট ঘূর্ণিঝড় 'ফণী' বিষয়ক আগাম সতর্কবার্তা শুনছেন এবং ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'-এ প্রায় ৮৫ লক্ষ গ্রাহক এই সেবা গ্রহণ করে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ মিনিট ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক আগাম সতর্কবার্তা শুনছেন;
- টেলিটকই প্রথম অপারেটর যা গত ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ হতে গ্রাহকদের জন্য মেয়াদবিহীন দুটি ডাটা প্যাকেজ প্রদান করে আসছে;
- ২০২২ অর্থবছরের বন্যায় সিলেট ও সুনামগঞ্জ এলাকায় দুর্গত জনসাধারণের জন্য ফ্রি মিনিট ও ডাটা প্রদান করেছে;
- টেলিটকের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১০ লক্ষ সিম সংগ্রহ করে সারাদেশে বিক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- টেলিটকের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের সুবিধার্থে ই-সিম চালুর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- ডিলার/রিটেইলার-এর কাছ থেকে অবিক্রীত সিমসমূহ ফেরত এনে পুনরায় আকর্ষণীয় প্যাকেজ অফারপূর্বক গ্রাহকদের কাছে বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে;
- কক্সবাজার জেলাস্থ রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহে টেলিটকের নেটওয়ার্ক অধিকতর শক্তিশালীকরণসহ সকল সাইটে 4G প্রযুক্তি সেবা সংযুক্ত করা হয়েছে;
- গ্রাহকসেবা সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিটিএস-এর লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটির ট্র্যাফিক সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে মাইক্রোওয়েভ লিংকসমূহের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, এনটিটিএন ফাইবার সংযোগ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- হাওর ও প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকায় মাঠ পর্যায়ে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- অনলাইন/ই-কমার্সের মাধ্যমে টেলিটকের সিম বিক্রয় ও বিতরণ প্রক্রিয়া চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- টেলিটকের বিটিএসসমূহে স্থাপিত ব্যাটারিসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় স্থানান্তরের মাধ্যমে গ্রাম ও প্রান্তিক পর্যায়ের বিটিএস সাইটসমূহের পাওয়ার ব্যাক-আপ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- বাংলালিংক-এর সাথে সাইট/টাওয়ার শেয়ারিং, ন্যাশনাল রোমিং, ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি ও বাণিজ্যিক বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনা চলমান রয়েছে;
- চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্রাহকদের অধিকতর মানসম্পন্ন মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আইআইজি সংযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে;

- টেলিটকের নেটওয়ার্কে ও সংরক্ষণাগারে অকেজো ব্যাটারির বিপরীতে প্রায় ৪০০টি বিটিএস সাইটের নতুন ব্যাটারি সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে;
- নওগাঁ, জয়পুরহাট ও নাটোর এলাকায় ২৫টি সাইটে 4G প্রযুক্তি সেবা সংযুক্ত করা হয়েছে;
- ওয়েব, এসএমএস ও ইমেইলের মাধ্যমে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা চলমান রয়েছে;
- স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব ও এসএমএস ভিত্তিক ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন কমিশন, এনটিআরসি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংস্থার নিয়োগ ও নিবন্ধন কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে;
- ইউসিবি, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ডাক বিভাগ, বাংলা একাডেমি, হোমিওপ্যাথিক বোর্ডসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে টেলিটকের কর্পোরেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকাশক/লেখকদের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অনলাইনভিত্তিক বইয়ের **ISBN** ও **Barcode** সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

২.৩.৭ উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল সেবাসমূহ

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম তথা দেশের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে (রাঙামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি) ও সুন্দরবনসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ও এসএমএস এ ভর্তি কার্যক্রম, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, চাকুরীর দরখাস্তকরণ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা, দুর্যোগকালীন সেবা-১০৯০), জেলা ই-সেবা, ই-পুর্জি, পল্লী বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি) বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দেশের আপামর জনসাধারণ সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয়ের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। এতে কৌশলগতভাবে সরকারের দক্ষতা, গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা প্রদান এবং গ্রামীণ অঞ্চলের জনজীবনকে সহজ করে তোলা হচ্ছে।

ক্রমিক	প্রদত্ত ডিজিটাল সেবা	উপকারভোগীর সংখ্যা	ই-সেবার লিংক
০১	সকল শিক্ষাবোর্ড (১০টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ড)-এর জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি এবং সমমান পরীক্ষার রেজাল্টের ডাইনামিক ডাটাবেজ আর্কাইভ তৈরি;	১.৬ কোটি (প্রায়)	www.educationboardresults.gov.bd
০২	বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এর সকল ধরনের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত কার্যক্রম Automation System Software এর মাধ্যমে সম্পন্নকরণ;	২২ লক্ষ (প্রায়)	bpsc.teletalk.com.bd
০৩	চাকরির দরখাস্ত গ্রহণের সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন;	১.২ কোটি (প্রায়)	vas.teletalk.com.bd
০৪	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ISBN ও Barcode সেবা অটোমেশন;	৭ লক্ষ (প্রায়)	isbn.teletalk.com.bd
০৫	টেলিটকের কারিগরি সহায়তায় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর অধীনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে SMS-এর মাধ্যমে সম্পন্নকরণ;	১.৬৭কোটি (প্রায়)	ntrca.teletalk.com.bd

ক্রমিক	প্রদত্ত ডিজিটাল সেবা	উপকারভোগীর সংখ্যা	ই-সেবার লিংক
০৬	টেলিটকের কারিগরি সহায়তায় ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৩৯০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির লক্ষ্যে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে ফলাফল প্রস্তুতকরণ।	৭.৫ লক্ষ (প্রায়)	gsa.teletalk.com.bd
০৭	প্রাইভেট ও পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকরি-বিজ্ঞপ্তি ও এ সংক্রান্ত সেবা প্রদানের নিমিত্ত টেলিটকের নিজস্ব জবসাইট তৈরির প্রাথমিক কাজ সম্পন্নকরণ।	৪.১৯ লক্ষ (প্রায়)। এছাড়া বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় ১০,০০০ জন এ সেবা গ্রহণ করছেন।	alljobs.teletalk.com.bd
০৮	টেলিটকের সেবার মান উন্নয়ন এবং সহজীকরণের লক্ষ্যে My Teletalk App মোবাইল এপ্লিকেশন চালুকরণ;	২৭ লক্ষ (প্রায়)	https://play.google.com/store/apps/details?id=teletalk.teletalkcustomerapp

২.৩.৮ নারীবান্ধব ডিজিটাল সেবা

ক্রমিক	নারীবান্ধব ডিজিটাল সেবার নাম	সেবার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	এ সেবার ফলে নারীরা যে ধরণের সুফল পাচ্ছে
০১	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি-প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মা - দেরকে 'মায়ের হাসি' নামের সিম প্রদান	শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি-প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মায়েদেরকে প্রদানের জন্য উক্ত সিম প্রস্তুত করা হয়েছে । এ পর্যন্ত নারীদের বিনামূল্যে ২০৬৫৩৮৫ (বিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত পঁচাশি) টি মায়ের হাসি সিম বিতরণ করা হয়েছে।	এটি টেলিটকের Corporate Social Responsibility (CSR)-এর একটি অংশ, যার মাধ্যমে বর্ণিত শিক্ষার্থীদের মায়েরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই সিম পেয়েছেন, যার সাথে স্বল্প মূল্যের রিচার্জে ফ্রি হিসেবে ভয়েস ও ইন্টারনেট প্যাকেজ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী ভয়েস, এসএমএস ও ইন্টারনেট চালনার খরচও অত্যন্ত কম।
০২	নারীদের জন্য বিশেষায়িত প্যাকেজ 'অপরাজিতা' ।	এটি দেশের সকল নারীর জন্য উদ্দেশ্য করে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত নারীদের বিনামূল্যে ১৫,২৮,৭৯৫ (পনেরো লক্ষ আটাশ হাজার সাতশত পঁচানব্বই)টি অপরাজিতা সিম বিতরণ করা হয়েছে।	নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য টেলিটক মহিলাদের মাঝে 'অপরাজিতা' সিম সারা দেশে বিতরণ করা হয়েছে। 'অপরাজিতা' সিমে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে কল ও ইন্টারনেট সেবা পাওয়া যায়। এর ফলে ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকারে (এক্সেস টু ইন্টারনেট) জেন্ডার বৈষম্য বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা-৫ "জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন করা" বাংলাদেশের অর্জন ত্বরান্বিত হবে। এসডিজি এর মূল-মন্ত্র 'Leave no one Behind'-এর সাথে টেলিটক একাত্মতা প্রকাশ করে কাজ করছে।

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গত ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলায় টেলিটকের স্টলে 5G নেটওয়ার্কে ভার্চুয়াল রিয়ালিটির অভিজ্ঞতা নিচ্ছেন দর্শনার্থীরা।

২.৩.৯ টেলিটকের চলমান প্রকল্পসমূহ

(ক) সৌর বেজ স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক নেটওয়ার্ক কভারেজ শক্তিশালীকরণ

বাস্তবায়নকাল : ০১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩১ অক্টোবর, ২০২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) : ৪০,৬১৭.৬৮ (জিওবি: ১২,৫২৪.৭৭,
3rd Indian LOC- ২৫,৫০০.০০,
টেলিটকের নিজস্ব অর্থ: ২৫৯২.৯১

উদ্দেশ্য

- দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ।
- সফট সুইচেস (এনজিএন), মিডিয়া গেটওয়ে, এইচআরএলএস, এসজিএনএস এবং জিজিএসএন সম্প্রসারণের মাধ্যমে 2.5G 'র ২০ লক্ষ এবং 4G 'র ৫ লক্ষ গ্রাহকের সুবিধা প্রদান।
- রেডিও একসেস নেটওয়ার্ক স্থাপন (৪০০টি বিটিএস, ৪০০টি ই-নোড-বি ইত্যাদি।
- শর্টহল ট্রান্সমিশন এবং লংহল ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং
- এসডিএইচ মাল্টিপ্লেক্স স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা।

প্রধান কার্যক্রম

এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৪০০টি নতুন 2.5G এবং 4G মোবাইল বিটিএস সাইট স্থাপন করা ।

২০২২-২৩ এর বরাদ্দ

৫ কোটি টাকা; ২০২২-২৩ এর ব্যয়: ৭০.০০%

ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি

- আর্থিক অগ্রগতি: ৬.০%
- বাস্তব অগ্রগতি: ৯.৮০%
- প্রকল্পটি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অসম্পূর্ণ অবস্থায় সমাপ্ত হয়েছে।

(খ) উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ।

বাস্তবায়নকাল : ০১ ডিসেম্বর, ২০২১ হতে ৩০ নভেম্বর, ২০২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫১৯.৯৩ কোটি টাকা

উদ্দেশ্য

উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকার জনগণকে সুলভ মূল্যে টেলিটকের দ্রুতগতির 4G প্রযুক্তি নির্ভর ইন্টারনেট ও অন্যান্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান।

প্রধান কার্যক্রম

- উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় ৪০০টি নতুন বিটিএস (2G/3G/4G) সাইট ও ২০টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রেডিও ট্রান্সমিশন হাব (বিটিএস যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ) সাইট স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় অতিরিক্ত ১০ লক্ষ গ্রাহক ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- ৫০০টি শর্টহল মাইক্রোওয়েভ লিংক, ২৫টি আই পি লং হল মাইক্রোওয়েভ লিংক, ২০ আইপি এমপিএলএস রাউটার, ও ৪৫০টি সাইট রাউটার স্থাপন; এবং
- প্রায় ২০০টি সরকারি দপ্তর, হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সিপিই স্থাপনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা প্রদান।

জুন ২০২৩ পর্যন্ত অর্থছাড় : ১.২৪ কোটি টাকা

ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি:

আর্থিক : ০.২১%

বাস্তব : ১২.৪৩%

(গ) গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং 5G সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন।

বাস্তবায়নকাল : ১লা জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৫।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২,২০৪.৩৯ কোটি টাকা।

উদ্দেশ্য

গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণকে 4G প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা সুলভ মূল্যে প্রদানের লক্ষ্যে নেটওয়ার্কের গুনগতমান উন্নয়ন এবং সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য অনুসারে ২০২১-২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশে 5G প্রযুক্তি নির্ভর মোবাইল সেবা প্রদান এর পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে বিদ্যমান কোর ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক এর প্রয়োজনীয় আধুনিকায়ন।

প্রধান কার্যক্রম

- ৩০০০টি নতুন বিটিএস স্থাপন (নিজস্ব-৫০০টি এবং শেয়ার-২৫০০টি)
- বিদ্যমান ১০০০টি সাইটে 4G সংযোজন
- বিদ্যমান ২০০টি মোবাইল বিটিএস প্রতিস্থাপন
- বিদ্যমান ২০০০টি 3G/4G মোবাইল বিটিএস সাইটের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি
- ৫০০টি বহুতল ভবন/মার্কেট/প্রতিষ্ঠান এর অভ্যন্তরে আভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক সেবা প্রদান এবং
- ৫০০০টি Fixed Wireless Access (FWA) ডিভাইস স্থাপন।

২০২২-২৩ এর বরাদ্দ : ৪১২ কোটি টাকা

২০২২-২৩ এর ব্যয় : ৮৪.৭৭%

ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি:

ক) আর্থিক : ৩০%

খ) বাস্তব : ১৬%

২.৩.১০ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	নির্বাচনী ইশতেহার - ২০১৮ এর ইশতেহার নং এবং বিষয়	সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	ই ৩.২১.১ 5G সেবা চালুকরণ ও দেশের সর্বত্র (প্রত্যন্ত, দুর্গম ও হাওড় অঞ্চলসমূহ সহ) 4G সেবা সম্প্রসারণ	**'ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় টেলিটক নেটওয়ার্কে বাণিজ্যিক পরীক্ষামূলকভাবে 5G প্রযুক্তি চালুকরণ' প্রকল্প।** **লক্ষ্যমাত্রা:** ঢাকা শহরের ২০০ টি 5G মোবাইল বিটিএস স্থাপনের মাধ্যমে টেলিটকের বিদ্যমান নেটওয়ার্কে 5G সেবা চালুকরণ এবং গ্রাহক পর্যায়ে ন্যূনতম ১০০ এমবিপিএস মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদান করা।	প্রস্তাবিত প্রকল্পটির বিষয়ে একনেক সভায় বৈদেশিক অর্থায়নের সংস্থান রেখে নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে পরীক্ষামূলকভাবে ০৬টি সাইটে 5G প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে।
		ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরে 5G সেবা প্রদানের লক্ষ্যে **'টেলিটক নেটওয়ার্কে 5G প্রযুক্তি চালুকরণ'** শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। **লক্ষ্যমাত্রা:** গ্রাহক পর্যায়ে ন্যূনতম ১০০ এমবিপিএস মোবাইল ব্রডব্যান্ড পরিষেবা প্রদানের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকা, প্রধান শহর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইত্যাদি) ১৬৪০টি 5G মোবাইল BTS (বেজ ট্রান্সসিভার স্টেশন) স্থাপন করে টেলিটকের বিদ্যমান নেটওয়ার্কে 5G নেটওয়ার্ক পরিষেবার প্রবর্তন করা।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
		'গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং 5G সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্প **লক্ষ্যমাত্রা:** ৩০০০টি নতুন বিটিএস (2G+4G) স্থাপন (নিজস্ব-৫০০টি এবং শেয়ার-২৫০০টি)	**ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি:** ক) আর্থিক অগ্রগতি: ৩০% খ) বাস্তব অগ্রগতি: ১৬%
		'সৌর বেজ স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক নেটওয়ার্ক কভারেজ শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্প **লক্ষ্যমাত্রা:** প্রকল্পের আওতায় (2G+4G)সুবিধা সহ ৪০০টি বিটিএস সাইট স্থাপন এবং কোর (ডেটা) নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ।	প্রকল্পটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় শুধু কোর (ডেটা) নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যমান ডেটা ব্যান্ডউইডথ ২০ জিবিপিএস বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ জিবিপিএস -এ উন্নীত হয়েছে।
		'হাওর ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন' প্রকল্প **লক্ষ্যমাত্রা:** প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৮টি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মাইক্রোওয়েভ লিঙ্ক এবং ৪৪১টি পিডিএইচ মাইক্রোওয়েভ লিঙ্কসহ ৪৪২টি (2G+4G) ক্ষমতাসম্পন্ন সাইট স্থাপন করা হয়েছে।	প্রকল্পটির কার্যক্রম গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।
		'উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প **লক্ষ্যমাত্রা:** প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয়, বনাঞ্চল, পার্বত্য ও অনগ্রসর এলাকায় ৪২০ টি নতুন মোবাইল বিটিএস (2G+4G) এবং প্রত্যন্ত/গ্রাম অঞ্চলে বিদ্যমান ১৫০০ টি সাইটে 4G প্রযুক্তি সংযোজন করা হবে। প্রকল্পটির প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকাল ০১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৩।	**ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি:** আর্থিক: ০.২১% বাস্তব: ১২.৪৩%

২.৩.৯ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	নির্বাচনী ইশতেহার - ২০১৮ এর ইশতেহার নং এবং বিষয়	সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০২	ই ৩.২১.৩ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর	▸ সকল শিক্ষাবোর্ড (১০টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ড) এর জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি এবং সমমান পরীক্ষার রেজাল্ট এর ডাইনামিক ডাটাবেজ আর্কাইভিং করা হয়েছে; ▸ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এর সকল ধরনের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত কার্যক্রম Automation System Software এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে; ▸ চাকুরীর দরখাস্ত গ্রহণের সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে; ▸ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ISBN ও Barcode সেবা Automation করা হয়েছে; ▸ টেলিটকের কারিগরি সহায়তায় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর অধীনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন এবং ২য় চক্রের (2nd Phase) নিয়োগ প্রক্রিয়া করা হয়েছে; ▸ বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ দুর্যোগকালীন সময়ে BdREN প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে অনলাইনে টেলিটক বিনামূল্যে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করেছে। এছাড়া করোনাকালীন সময়ে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থী যেন সাশ্রয়ীমূল্যে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এই লক্ষ্যে টেলিটক নামমাত্র মূল্যে নতুন ডাটা প্যাক চালু করে; ▸ টেলিটকের কারিগরি সহায়তায় ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৩৯০ টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির লক্ষ্যে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে ফলাফল প্রস্তুত করা হয়; ▸ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলকে সার্ভিস অটোমেশন সংক্রান্ত সেবা প্রদানের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু করা হবে; ▸ প্রাইভেট ও পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরী-বিজ্ঞপ্তি ও এতৎসংক্রান্ত সমস্ত সেবা প্রদানের নিমিত্ত টেলিটকের নিজস্ব জবসাইট তৈরির প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও এসংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	প্রায় ৮৫% এর অধিক অর্জিত হয়েছে। গৃহীত কর্মপরিকল্পনাসমূহের মাঝে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলকে সার্ভিস অটোমেশন সংক্রান্ত সেবা প্রদানের কাজ এবং টেলিটকের নিজস্ব জবসাইট তৈরির কার্যক্রম এখনো চলমান/ প্রক্রিয়াধীন আছে, এছাড়া অন্যান্য সকল কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রমিক	নির্বাচনী ইশতেহার -২০১৮ এর ইশতেহার নং এবং বিষয়	সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০৩	ই ৩.২১.৪ আর্থিক খাতের লেনদেনকে ডিজিটাল করণ	▸ টেলিটক পল্লী বিদ্যুৎ এর বিল ডিজিটাল উপায়ে পরিশোধের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করেছে। টেলিটক মোবাইল সেবার পাশাপাশি বিকাশ ও রকেট-এর মাধ্যমেও পল্লী বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ কার্যক্রম চালু করেছে। এখন বাৎসরিক প্রায় পৌনে ৩ কোটি গ্রাহক ডিজিটাল উপায়ে পল্লী বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার সুযোগ পাচ্ছেন। ▸ পল্লী বিদ্যুৎ এর গ্রাহকেরা যাতে SMS এবং USSD এর মাধ্যম ছাড়াই খুব সহজে মোবাইল এপ্লিকেশন ব্যবহার করে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারে সেই লক্ষ্যে Telepay app সেবা চালু করা হয়েছে।	শতভাগ অর্জিত হয়েছে।
০৪	ই ৩.২১.৮ ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহারের মূল্য যুক্তিসংগত পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং গ্রাহক সেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	▸ টেলিটকের কল রেট ও 3G/4G ইন্টারনেট সেবার মূল্য দেশে সর্বনিম্ন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ▸ জিপিএ ৫ প্রাপ্ত দেশের সেরা মেধাবীদের টেলিটক বিনামূল্যে 'আগামী' সিম প্রদান করে থাকে। 'আগামী' সিমে নামমাত্র মূল্যে কল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হয়। ▸ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের টেলিটক 'বর্ণমালা' সিম প্রদান করে থাকে। এই সিমে কল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ দেশের সর্বনিম্ন। ▸ নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে টেলিটক বাংলাদেশের সকল নারীদের বিনা মূল্যে 'অপরাজিতা' সিম প্রদান করেছে। অপরাজিতা সিমে কলরেট ও ডাটারেট সর্বনিম্ন। ▸ টেলিটকের সেবার মান উন্নয়ন এবং সহজীকরণের লক্ষ্যে My Teletalk App মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে এবং টেলিটকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.teletalk.com.bd কে আরও আধুনিক এবং ব্যবহারবান্ধব করা হয়েছে। ▸ গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গ্রাহকের ইন্টারনেট ডাটা এবং ফোনকল ব্যবহার বিশ্লেষণ করার জন্য Business Intelligence (BI) বিশ্লেষণী টুলস প্রবর্তন করা হয়েছে। ▸ মুজিব শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিনামূল্যে শতবর্ষ সিম প্রদান করা হচ্ছে। শতবর্ষ সিমে আকর্ষণীয় মূল্যে কল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা হয়।	শতভাগ অর্জিত হয়েছে।
০৫	ই ৩.৩ দক্ষ, সেবামূখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন	▸ প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে ডি-নথি, ই-জিপি, অনলাইন ভর্তি ও এমপিও ভিডিও কনফারেন্সিং, সিটিজেন চার্টার, বায়োমেট্রিক হাজিরা, স্বচ্ছ অভিযোগ বাক্স স্থাপনসহ সংস্থাপন বিষয়ক কার্যাদি। ▸ দক্ষতা, সেবা ও সততার ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিসরূপ 'শুদ্ধাচার পুরস্কার' প্রদান। ▸ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) প্রণয়ন, স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন।	শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

২.৩.১১ জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

- টেলিটক বাংলাদেশে লিমিটেডে ৬০ লক্ষ গ্রাহকের জন্য অনুমোদিত জনবল ৬২৮ জন এর বিপরীতে বর্তমানে ৪৮৯ জন নিয়োজিত আছে। এর মধ্যে ১৪ জন প্রেষণে এবং বাকী ৪৭৫ জন নিয়মিত জনবল হিসেবে কর্মরত। এছাড়া, ৫৩৩ জন কর্মচারী আউটসোর্সিং ভিত্তিতে নিয়োজিত আছে;
- টেলিটক কর্তৃক মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত চাকুরী এবং সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় প্রশিক্ষণে ৪৫০ জন এবং সেমিনার ও ওয়ার্কশপে ৭৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন;

২.৩.১২ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- বর্তমানে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের 5G নেটওয়ার্ক চালু ;
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের উচ্চগতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এ রূপান্তর ;
- বাংলাদেশের যে সকল এলাকা (যেমন- উপকূল ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল) এখনও সম্পূর্ণরূপে মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক আওতায় আসেনি, সে সকল অঞ্চলে মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- বিভাগীয় শহরগুলোকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তরের জন্যে ২০৩০ সাল হতে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় মোবাইল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ;
- সরকারি উন্নয়ন সহযোগী ও বিদেশি বিনিয়োগে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
- এছাড়া ইনোভেটিভ ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর অব্যাহত রাখা।

২.৩.১২ চলমান প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
১	Expansion of Tele-talk's 4G Mobile Broadband Network up to Rural Areas	জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৫	চীনা নমনীয় ঋণ (সিজিএল) ও জিওবি	১৮৯৭.৭৩ কোটি টাকা (১৬১.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রকল্প ঋণ)	চীনা এক্সিম ব্যাংক কর্তৃক প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে জি-টু-জি নমনীয় ঋণভুক্ত করা হয়েছে। চীনা ঋণের আওতায় ক্রয়ের উদ্দেশ্যে টেলিকম যন্ত্রাদি ও অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজের ডিপিপিসহ দরপত্র দলিলাদি প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
২	টেলিটক নেটওয়ার্কে বিটিএস সাইটের ডিসি পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেমের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নেটওয়ার্ক সেবার মান উন্নতকরণ	০১ জুলাই, ২০২৩ হতে ৩০ জুন, ২০২৪	জিওবি	৩৯.১৭ কোটি টাকা	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের উপর যাচাই বাছাই সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে বিভাগে প্রেরণ করা হবে।
৩	টেলিটক নেটওয়ার্কে 5G প্রযুক্তি চালুকরণ	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৬	বৈদেশিক ঋণ ও জিওবি	২০২৮.২৯ কোটি টাকা	প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিষয়ে ভৌত অবকাঠামো বিভাগে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

[তথ্যসূত্র: টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড]

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

SMW5 সাবমেরিন ক্যাবলের বাংলাদেশস্থ ল্যান্ডিং স্টেশন কুয়াকাটায় স্থাপিত Light Up #3 এর যন্ত্রপাতির একাংশ। Light Up #3 Upgradation এর মাধ্যমে SMW5 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিসিএল এর ইকুইপড ক্যাপাসিটি আরো ৯০০ জিবিপিএস বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৪ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, যা জুলাই ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে বাংলাদেশে সাবমেরিন ক্যাবল এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে এবং বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি মহাসড়কে সংযুক্ত রেখেছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে অতি দ্রুততার সাথে এবং সহজ পদ্ধতিতে দেশের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। দেশে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি ব্যাপক বৃদ্ধি, সারা দেশে ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি এবং দেশে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য হ্রাসের জন্য বিএসসিসিএল ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় আস্থার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২.৪.১ বিএসসিসিএল এর লক্ষ্য

দেশের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ব্যান্ডউইডথের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।

২.৪.২ উদ্দেশ্য

সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত তথ্য-মহাসড়কে বাংলাদেশের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত করা। দেশের মানুষকে উন্নত মানের ইন্টারনেট ও ভয়েস সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প মূল্যে সর্বোত্তম মানের ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ করা। দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সাবমেরিন ক্যাবল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ।

২.৪.৩ বিএসসিসিএল এর সেবাসমূহ

- IIG ও IGW লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে IPLC (International Private Lease Circuit) সার্ভিস প্রদান করা।
- IIG লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে IP Transit Service প্রদান করা।
- বিএসসিসিএল এর IIG লাইসেন্স এর অধীনে ISP পর্যায়ে IP Bandwidth প্রদান করা।
- বিভিন্ন কর্পোরেট গ্রাহকদের বিটিআরসি'র অনুমোদন সাপেক্ষে IPLC লিজ লাইন প্রদান করা।
- বিএসসিসিএল এর স্থাপনাসমূহে কো-লোকেশন সার্ভিস প্রদান।

২.৪.৪ জনবল

অনুমোদিত পদ	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদের সংখ্যা
১৮৭ টি	১৩৭ জন	৫০ টি

২.৪.৫ বিএসসিসিএল এর অধীনে পরিচালিত অবকাঠামো

(ক) SEA-ME-WE-4 (SMW-4) কনসোর্টিয়াম বিষয়ক তথ্য

বাংলাদেশ SEA-ME-WE-4 (SMW4) নামক কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হয়েছিল ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ মহাদেশের ১৪টি দেশের (সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদিআরব, মিশর, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, ইতালী ও ফ্রান্স) ১৬টি কোম্পানি SMW4 কনসোর্টিয়াম গঠন করে। সিঙ্গাপুর হতে ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত এই সাবমেরিন ক্যাবলের দৈর্ঘ্য (ব্রাঞ্চ ক্যাবল সহ) প্রায় ২০,০০০ কিলোমিটার। এই ক্যাবল সিস্টেমের বর্তমান ক্যাপাসিটি অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রায় ৮৫০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ লাভ করেছে।

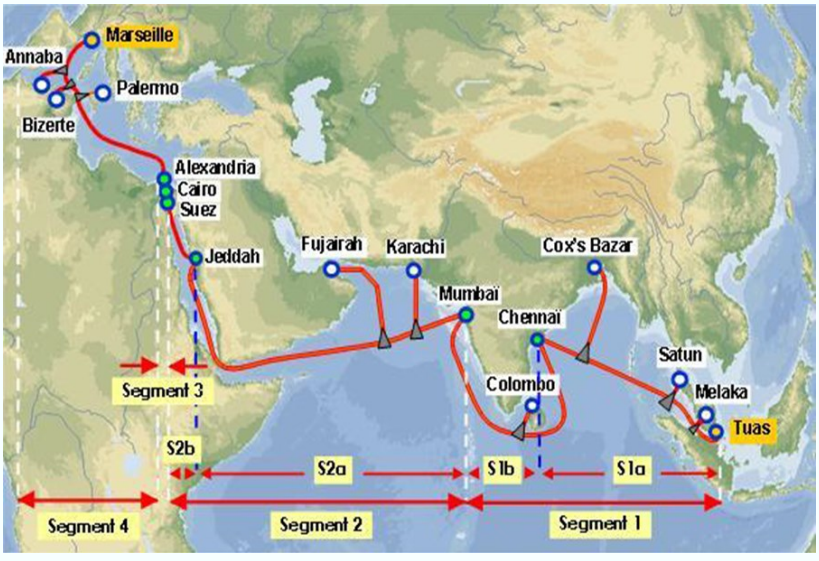

SEA-ME-WE-4 (SMW4) ক্যাবল রুট Diagram

(খ) SEA-ME-WE-5 (SMW-5) কনসোর্টিয়াম বিষয়ক তথ্য

২০১৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম SEA-ME-WE-5 এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করে। SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমে ১৭টি দেশের মোট ১৯টি টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত রয়েছে। ২০,০০০ কি:মি: দীর্ঘ এই সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্যাবল হতে সিস্টেমের বর্তমান ক্যাপাসিটি অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রায় ২৫৭০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ লাভ করেছে। যা প্রযুক্তির উৎকর্ষতার ফলে ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। এই ক্যাবলের প্রত্যাশিত স্থায়িত্বকাল ২৫ বছর।

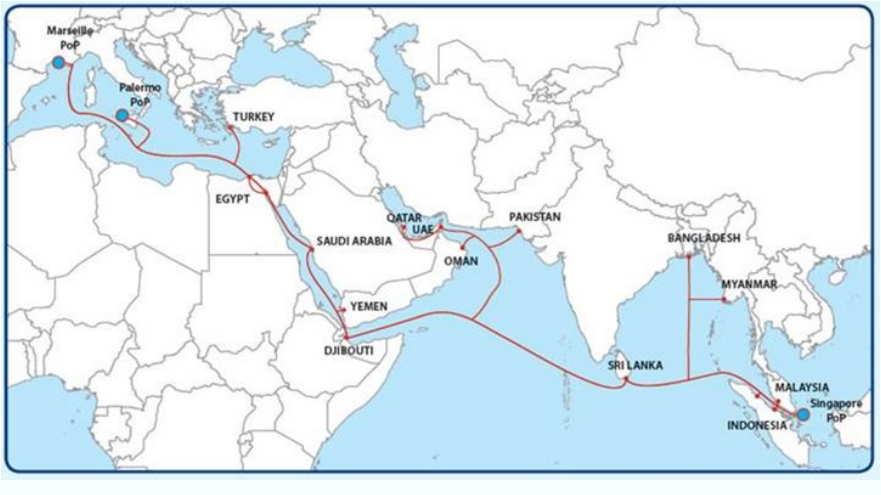

SEA-ME-WE-5 (SMW5) ক্যাবল রুট Diagram

(গ) ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নামিয়ে আনা

স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৩ মাস থেকে বিএসসিসিএল-এর ইন্টারনেট গেটওয়ে সার্ভিস প্রদান শুরু হয়। বর্তমানে বিএসসিসিএল-এর ঢাকায় ৩টি ছাড়াও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও কুয়াকাটা-এ PoP (Point of Presence) রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে সাবমেরিন ক্যাবল সার্ভিসের আওতায় স্বল্পমূল্যে মানসম্পন্ন আইপি ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ করা হচ্ছে।

২.৪.৬ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য

(ক) দেশে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন

- বাংলাদেশে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ SEA-ME-WE 6 (SMW6) কনসোর্টিয়ামের আওতায় করা হচ্ছে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের SubCom-কে Supplier নির্বাচন করা হয়েছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বিএসসিসিএল SMW6 কনসোর্টিয়ামের সকল সদস্যের সাথে Construction & Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর করেছে। একই তারিখে Supplier (কনসোর্টিয়াম কর্তৃক নির্বাচিত) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কনসোর্টিয়াম কর্তৃক Supplier কে চুক্তি মূল্যের ১৫% পরিশোধ করার পর অন্যান্য শর্ত প্রতিপালনপূর্বক ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সরবরাহ চুক্তি ও C&MA কার্যকর (Coming Into Force) হয়েছে। Supplier কর্তৃক সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে মেরিন সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায় ২০২৫ সালের শেষ প্রান্তিকে SMW6 সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬০%;

- প্রাথমিক অবস্থায় বিএসসিসিএল SMW6 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামে 1MIU (Minimum Investment Unit) এর জন্য (1MIU এ প্রাপ্ত ক্যাপাসিটি ৬,৬০০ জিবিপিএস) বিনিয়োগ নিশ্চিত করে। পরবর্তীতে দেশের আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথের বাড়তি চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে এবং বিনিয়োগে কিছু সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ থাকায় বিএসসিসিএল বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে 2MIU-এ উন্নীত করে। বাড়তি বিনিয়োগের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতি প্রাপ্তির পর কনসোর্টিয়ামকে বিএসসিসিএল হতে অতিরিক্ত 1MIU বিনিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 2MIU বিনিয়োগের ফলে SMW6 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিসিএল এর ক্যাপাসিটি হবে ১৩,২০০ জিবিপিএস।

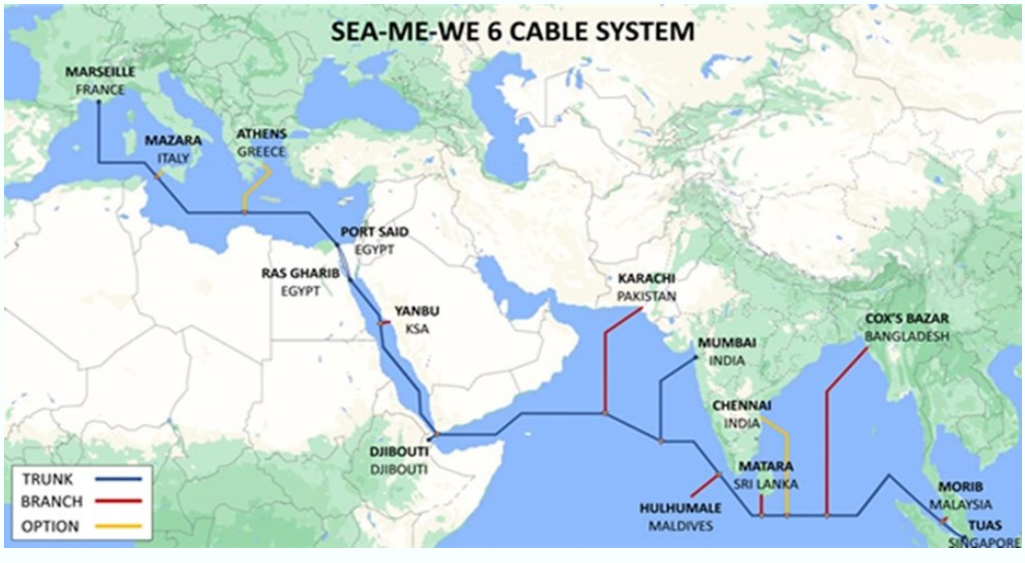

SEA-ME-WE-6 (SMW6) সাবমেরিন ক্যাবলের প্রস্তাবিত ক্যাবল রুট

(খ) ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নামিয়ে আনা

- ইন্টারনেটের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে এবং দেশে ইন্টারনেটের প্রসার, ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাস এবং আইটি ভিত্তিক সেবাসমূহের বিকাশ ও আইটি খাতে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে প্রতি এমবিপিএস (মেগা বিট পার সেকেন্ড) ব্যান্ডউইডথের মূল্য ২০০৯ সালের ২৭০০০ (সাতাশ হাজার) টাকা হতে কমে বর্তমানে ৩০০ (তিনশত) টাকারও নিচে নেমে এসেছে। দেশের সাধারণ জনগণকে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত বিএসসিসিএল কয়েক দফায় তার সেবার মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়েছে।

২.৪.৭ বিএসসিসিএল এর মিশন, ভিশন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

- দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিএসসিসিএল SMW5 সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হয়েছে এবং সফলভাবে SMW5 সাবমেরিন ক্যাবল হতে প্রাপ্ত ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ গ্রাহকদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে;
- বিএসসিসিএল আইপিএলসি ও আইপি ট্রানজিট সার্ভিস এর মূল্য হ্রাসের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে মানসম্পন্ন ইন্টারনেট প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছে;
- সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর আলোকে বিএসসিসিএল তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের জন্য SEA-ME-WE-6 কনসোর্টিয়ামের সাথে যুক্ত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে;
- সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের বিভিন্ন Light Up (Upgradation)-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিএসসিসিএল চাহিদা মাফিক সাবমেরিন ক্যাবলের ইকুইপড ক্যাপাসিটি নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করছে।

২.৪.৮ উন্নয়ন কার্যক্রম (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)

(ক) দেশের অভ্যন্তরে সাবমেরিন ক্যাবল ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার বৃদ্ধি: বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ ও নানামুখী কর্মতৎপরতার কারণে বিগত বছরগুলোতে দেশের ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে, যার সিংহভাগ বর্তমানে বিএসসিসিএল সরবরাহ করছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার প্রায় ৪০৫ জিবিপিএস বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৫৬ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে।

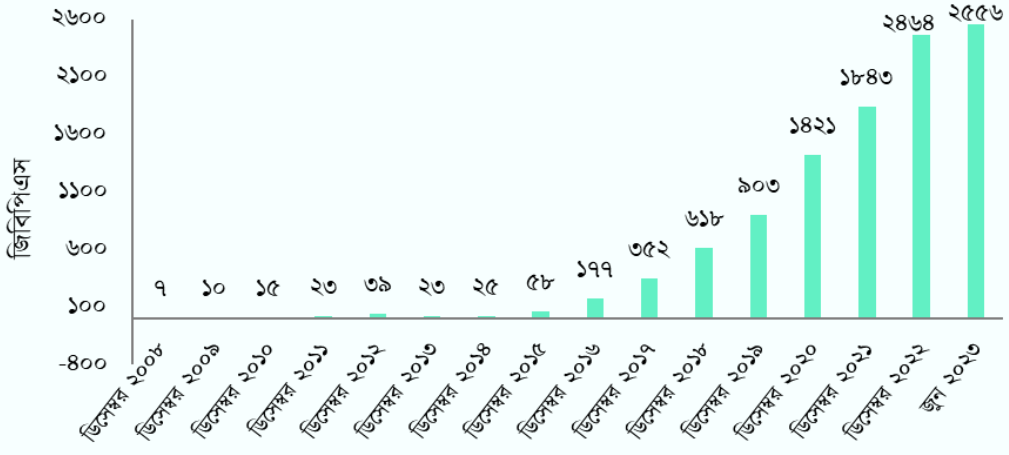

বিএসসিসিএল'র সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের বছরভিত্তিক চিত্র।

কক্সবাজারস্থ সাবমেরিন ক্যাবল (SMW4) ল্যান্ডিং স্টেশন ভবন।

(খ) ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য হ্রাসকরণ: সাধারণ জনগণের জন্য ইন্টারনেটের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে এবং বর্তমানে তা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় এমবিপিএস প্রতি মাসিক মূল্য হার ৩০০ টাকারও নিচে দাঁড়িয়েছে।

(গ) বিএসসিসিএল এর আর্থিক সাফল্য: ২০০৮ সালে যাত্রা শুরুর প্রথম হতেই বিএসসিসিএল একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিএসসিসিএল কর পূর্ব ২৭৯.০৩ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে।

(ঘ) আন্তর্জাতিক বাজারে SMW5 সাবমেরিন ক্যাবলের উদ্বৃত্ত ক্যাপাসিটি বিক্রয়:

- দেশের অভ্যন্তরে বিএসসিসিএল-এর মোট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের প্রায় ৯৫% পূর্ব দিক তথা সিঙ্গাপুর অভিমুখী। এ পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম প্রান্তে অর্থাৎ ইউরোপ অংশের অব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি হতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সংরক্ষিত রেখে উদ্বৃত্ত ক্যাপাসিটি আন্তর্জাতিক বাজারে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের নিকট দীর্ঘমেয়াদি লিজ প্রদান বা ট্রান্সফারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের লক্ষ্যে বিএসসিসিএল সচেষ্ট রয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে বিএসসিসিএল SMW5 সিস্টেমের কোর ক্যাবলের পশ্চিম অংশে সৌদি আরবের Yanbu থেকে ফ্রান্সের Marseille PoP পর্যন্ত ২৫.৩১% ক্যাপাসিটি সৌদি টেলিকম কোম্পানি (STC)-এর নিকট এবং সিঙ্গাপুর-ফ্রান্স রুটে বিএসসিসিএল এর ১৩ জিবিপিএস ক্যাপাসিটি ফ্রান্স ভিত্তিক টেলিকম অপারেটর Orange-কে লিজ প্রদান করে। পরবর্তীতে পশ্চিম প্রান্তে অর্থাৎ ইউরোপ অংশে বিএসসিসিএল-এর অব্যবহৃত ক্যাপাসিটি হতে দীর্ঘমেয়াদি ক্যাপাসিটি লিজ গ্রহণ বা ট্রান্সফারের জন্য বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি SMW5 সাবমেরিন ক্যাবলের জিবুতি থেকে মার্সেই অংশে ২০০ জিবিপিএস লিজ প্রদানের বিষয়ে Telekom Malaysia এর নিকট হতে কার্যাদেশ পাওয়া গেছে। Telekom Malaysia এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ব্যান্ডউইডথ রপ্তানির জন্য বিএসসিসিএল শুরু থেকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে। বিএসসিসিএল আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে ৩ (তিন) বছরের জন্য ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ রপ্তানির জন্য ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (BSNL) এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং ২৬ নভেম্বর ২০২১ হতে ১০ জিবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ রপ্তানি শুরু করেছে। একই চুক্তির অধীনে পরবর্তীতে ব্যান্ডউইডথ রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে ২১ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে মোট ২০ জিবিপিএস হয়েছে। এছাড়াও ভারতের AMTRON নামক প্রতিষ্ঠানটি বিএসসিসিএল হতে ১০০ জিবিপিএস এরও বেশি ব্যান্ডউইডথ লিজ নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া ভুটানে ১০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ রফতানির প্রক্রিয়া চলছে। এক্ষেত্রে ভারত ক্রসিংয়ের ইস্যু থাকায় ভারতের বিএসএনএল, ভুটান এবং বিএসসিসিএল এর সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি করার বিষয়টি ত্বরান্বিত করা যেতে পারে;
- অনুরূপভাবে, নেপালের কাছে ব্যান্ডউইডথ বিক্রয়ের জন্যও নেপালের রাষ্ট্রীয় টেলিকম অপারেটর, বিএসসিসিএল এবং ভারতের বিএসএনএল এর সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। সর্বোপরি বাংলাদেশ যেন এ অঞ্চলের একটি ব্যান্ডউইডথ Hub-এ পরিণত হতে পারে সে লক্ষ্যে বিএসসিসিএল অগ্রণী ভূমিকা পালনে সচেষ্ট রয়েছে।

কুয়াকাটাস্থ সাবমেরিন ক্যাবল (SMW5) ল্যান্ডিং স্টেশন ভবন।

২.৪.৯ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(ক) কনসোর্টিয়ামের আপগ্রেডেশন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ: SMW4 সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের Upgradation#6 প্রক্রিয়ায় বিএসসিসিএল এর ক্যাপাসিটি আরও ৩,৮০০ জিবিপিএস বৃদ্ধি করার নিমিত্ত গত জুন ২০২২ মাসে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Ciena এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুসারে ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ বিএসসিসিএল অংশে উক্ত ক্যাপাসিটি যুক্ত হবে। ফলে SMW4 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিসিএল এর মোট ক্যাপাসিটির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৪৬৫০ জিবিপিএস। এছাড়াও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার মাধ্যমে SMW5 সাবমেরিন ক্যাবলের Upgradation প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যৎ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে SMW6 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিসিএল এর ক্যাপাসিটি আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এরই সাথে ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর পর হতে SMW6 সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে ১৩,২০০ জিবিপিএস ক্যাপাসিটি যুক্ত করা সম্ভব হবে।

(খ) বিএসসিসিএল এর নিজস্ব ভবন ও নিজস্ব গ্রাহকদের জন্য ডাটা সেন্টার নির্মাণ: বিএসসিসিএল বিগত দশ বছরে ব্যবসায়িক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে বিএসসিসিএল এর প্রধান কার্যালয়ের জন্য একটি নিজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা বিএসসিসিএল গ্রহণ করেছে এবং এজন্য প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। অপরদিকে, Content Delivery Network (CDN) সেবা বর্তমানে একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। বিএসসিসিএল এর নিজস্ব ভবনে ডাটা সেন্টার স্থাপন করে ভবিষ্যতে CDN সেবা প্রদান শুরু করার পরিকল্পনা বিএসসিসিএল এর রয়েছে।

(গ) চতুর্থ সাবমেরিন ক্যাবলে সংযোগের উদ্যোগ গ্রহণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৪র্থ সাবমেরিন ক্যাবলে সংযোগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বিএসসিসিএল এর পক্ষ হতে নতুন সাবমেরিন ক্যাবল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে নতুন কোন কনসোর্টিয়াম সাবমেরিন ক্যাবল গঠনের তথ্য আপাতত পাওয়া যায়নি। নতুন কোন কনসোর্টিয়াম সাবমেরিন ক্যাবল গঠনের তথ্য পাওয়া গেলে বিএসসিসিএল উক্ত ক্যাবলে যোগদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(ঘ) আন্তর্জাতিক বাজারে সাবমেরিন ক্যাবলের উদ্বৃত্ত ক্যাপাসিটি বিক্রয়: আন্তর্জাতিক বাজারে সাবমেরিন ক্যাবলের উদ্বৃত্ত আরও কিছু ক্যাপাসিটি বিক্রয়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে SMW5 সাবমেরিন ক্যাবলের পশ্চিম প্রান্তের অব্যবহৃত ক্যাপাসিটি বিক্রয় এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রদেশগুলো ও সেই সাথে ভুটানে ব্যান্ডউইডথ প্রদানের জন্য বিএসসিসিএল নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

[তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড]

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

টেলিফোন শিল্প সংস্থায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার।

লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের হাতে টেলিফোন শিল্প সংস্থা উৎপাদিত ল্যাপটপ তুলে দিচ্ছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।

২.৫ টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন ভাবনায় ১৯৭৩ সালে টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) নামে টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনকে ঢেলে সাজান। এর আগে ১৯৬৭ সালে পশ্চিম জার্মানির মেসার্স সিমেন্স এজি এবং তৎকালীন সরকারের যৌথ উদ্যোগে ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরুতে ইএমডি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, এনালগ পিএবিএক্স, ফ্যাক্স মেশিন, ডিপি ও সিটি বক্স, কেবিনেট, টেলিফোন সেট উৎপাদন এর মধ্য দিয়ে টেশিসের যাত্রা হলেও স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু সরকারের পরিকল্পনায় টেশিস আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, স্টেনো সেট, টেলিফোন সেট, পিএবিএক্স উৎপাদন করে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করছিল। ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সেই অগ্রযাত্রা শুধু ব্যাহতই হয়নি, ধীরে ধীরে টেশিস একটি রুগ্ন শিল্পে পরিণত হতে থাকে;
- ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণ কর্মসূচির অংশীদার করে টেশিসকে রুগ্ন অবস্থা থেকে তুলে এনে ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন, সংযোজন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ২০০৮ সালে টেশিসের সকল শেয়ার সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত হয়, ২০১০ সালে টেশিস রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত হয়ে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দোয়েল ব্রান্ড টেশিস ল্যাপটপের শুভ উদ্বোধন করেন। শুরু হয় দেশের ডিজিটাল সেক্টরে টেশিসের পদার্পণ। একে একে টেশিস এর পণ্যসম্ভারে যোগ হয়েছে দোয়েল ব্রান্ডের ডেস্কটপ, নোটবুক, ট্যাব, বায়োমেট্রিক ডিভাইস, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, সাউন্ড বক্স, স্মার্ট প্রি-পেইড এনার্জি মিটার, SDH MUX, Sattelite Moudulator, IP based PABX প্রভৃতি ডিজিটাল ডিভাইস;
- টেশিস একটি সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি হলেও বর্তমানে সরাসরি সরকারি আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় টেশিস ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের রূপ পেতে যাচ্ছে।

২.৫.১ মিশন

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা, পরিবেশ বান্ধব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা এবং ডিজিটাল ডিভাইস ও স্মার্ট পণ্যসামগ্রীর সুবিধাদি জনগণের কাছে পৌঁছানো।

২.৫.২ ভিশন

বিভিন্ন ধরনের টেলিকম, ICT, ইলেক্ট্রনিক্স ও ইলেক্ট্রিক্যাল পণ্যসামগ্রী উৎপাদন, সংযোজন ও সরবরাহ।

২.৫.৩ উৎপাদিত, সংযোজিত ও বাজারজাতকৃত সামগ্রী

- ডিজিটাল টেলিফোন সেট
- পিএবিএক্স (ডিজিটাল ও আইপি)
- দোয়েল ল্যাপটপ
- স্মার্ট প্রিপেইড মিটার
- ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট
- বায়োমেট্রিক ডিভাইস
- স্মার্ট টিভি
- ডেস্কটপ কম্পিউটার
- ওয়াইফাই রাউটার
- রাউটার ও সুইচ

২.৫.৪ ২০২২-২৩ অর্থবছরে টেশিসের কার্যক্রম

- বিপণন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে স্টারটেক লিমিটেডের সাথে চুক্তি স্থাপন করা হয়েছে;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলায় সফলভাবে যোগদান করা হয়েছে;
- এসএমএস এর মাধ্যমে কাস্টমারকে টেশিস পণ্য ক্রয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড হতে ১০০ টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার, ওয়াইফাই রাউটার, রিমোট সাইট রাউটার এর কার্যাদেশ পাওয়া গিয়েছে। আগামী দুই মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্নের প্রক্রিয়া চলমান;
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এর সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ প্রকল্পের কাজ সফলতার সাথে সমাপ্ত করা হয়েছে;
- টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)- এর ভৌত অবকাঠামো আধুনিকায়ন, নতুন ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন বা সংযোজন প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্ট সমূহের উৎপাদন/সংযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এর সমন্বিত সমীক্ষা যাচাই প্রকল্পের Feasibility Study করার নিমিত্ত Consultant-হিসেবে নিয়োজিত DTCL কর্তৃক Interim report দাখিল করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিপিপি তৈরিসহ feasibility study দাখিল করার সময় সীমা আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২৩;
- ডেসকো হতে ৫০০০০ প্রিপেইড ডিজিটাল বৈদ্যুতিক মিটার এর কার্যাদেশ পাওয়া গিয়েছে। ২৫,০০০ সরবরাহ করা হয়েছে এবং ২৫,০০০ সংযোজনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- বাখরাবাদ গ্যাসফিল্ড, পিটি এন্ড এসটি, অডিট বিভাগ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, দুর্নীতি দমন কমিশন এর পিএবিএক্স স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর খুলনা প্রজেক্টের পিএবিএক্স স্থাপন এর কার্যাদেশ পাওয়া গিয়েছে, কার্যক্রম চলমান।

২.৫.৫ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	সরকারের ইশতেহার	গৃহীত পদক্ষেপ	অগ্রগতি	
			পূর্বের অবস্থা	মে ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
০১	ইশতেহার-৩.২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	(১) বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস সংযোজন ও তৈরি	উৎপাদিত বা সংযোজিত ডিজিটাল মিটার- ৭,০০,০০০ উৎপাদিত বা সংযোজিত ল্যাপটপ -১,৭৫,০০০ সংযোজিত ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট - ১৬ উৎপাদিত বা সংযোজিত পিবিএক্স -২৭ উৎপাদিত বা সংযোজিত টেলিফোন সেট-২৫,০০০	উৎপাদিত বা সংযোজিত ডিজিটাল মিটার- ৬,৫১,৬২৫ উৎপাদিত বা সংযোজিত ল্যাপটপ - ১,৪৫,৭০০ সংযোজিত ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট- ১৪ উৎপাদিত বা সংযোজিত পিবিএক্স-২৬ উৎপাদিত বা সংযোজিত টেলিফোন সেট- ২১,১১০
		(২) টেশিস আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	নিজস্ব আয়ে চলার জন্য লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া।	টেশিস আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প চলমান আছে, যা ১৫ অক্টোবর ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।
		(৩) মোবাইল সেট উৎপাদন বা সংযোজন	এটি টেশিস এর মধ্যমেয়াদি প্রকল্পের অন্তর্গত	আসন্ন প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়ন করা হবে।
		(৪) সকল জেলা শহরে সেলস সেন্টার চালু করা	দেশের ৬৪টি জেলা শহরে স্বয়ংসম্পূর্ণ সেলস সেন্টার চালুকরণ	বর্তমানে ২টি বিভাগীয় জেলা শহর ঢাকা, খুলনায় সেলস সেন্টার চলমান।

ক্রমিক	সরকারের ইশতেহার	গৃহীত পদক্ষেপ	অগ্রগতি	
			পূর্বের অবস্থা	মে ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
০১	ইশতেহার-৩.২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫। নিজস্ব R &D চালুকরণ	টেশিস এর বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস এর মান উন্নয়ন	টেশিস এর বিভিন্ন ডিভাইস এর মান উন্নয়ন এর লক্ষ্যে টেশিস অর্গানোগ্রাম ২০১৯ এ R &D বিভাগ যোগ করা হয়েছে।
		৬। Software, Apps তৈরি ও বাণিজ্যিক ব্যবহার	টেশিস Software, Apps তৈরিতে বাণিজ্যিকভাবে অংশগ্রহণ	"টেশিস পণ্য সেবা" অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে বাণিজ্যিক ভাবে এর ব্যবহার সহসাই চালু হবে।
		৭। মোবাইল, ল্যাপটপের টেস্টিং ল্যাব ও ডাটা সেন্টার স্থাপন	মোবাইল, ল্যাপটপের টেস্টিং ল্যাব ও ডাটা সেন্টার স্থাপন	আসন্ন প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়ন করা হবে।
		৮। স্মার্ট প্রিপেইড এনার্জি মিটার প্লান্ট আধুনিকায়ন ও পরিবর্ধন	দেশে স্মার্ট প্রিপেইড এনার্জি মিটারের চাহিদা পূরণে অবদান রাখছে। ডেসকো,ডিপিডিসি, আরইবি তে প্রায় ২০০,০০০ প্রিপেইড এনার্জি মিটার সরবরাহ করা হয়েছে এবং চলমান।	নতুন প্রোডাকশন লাইন সংযুক্ত করে প্ল্যান্টটি আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা আসন্ন প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়ন করা হবে।
		৯। টেশিস এর পিবিএক্স প্লান্ট আধুনিকায়ন ও পরিবর্ধন	দেশে সরকারি,আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বাণিজ্যিকভবে স্বল্পমূল্যে গুণগতমাণ বোজায় রেখে চাহিদা পূরণে সর্বাত্মক চেষ্টা চলমান।	নতুন প্রোডাকশন লাইন সংযুক্ত করে প্ল্যান্টটি আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা আসন্ন প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়ন করা হবে।
০২	ইশতেহার ৩.১১ তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধিঃ তরুণ যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা	তরুণদেরকে টেশিস এর বিভিন্ন পণ্য সংযোজন ও মেরামত সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান (বছরে ১০০ জন)	—	বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর চাহিদা মোতাবেক শিক্ষার্থীদের ৩-৬ মাসের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়।

২.৫.৬ উন্নয়ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- বৃহত্তর পরিসরে ডিজিটাল ডিভাইস, পিবিএক্স এবং মোবাইল সেট উৎপাদন বা সংযোজন ও বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- যৌথ উদ্যোগে টেশিসে আইপি পিবিএক্স প্লান্ট স্থাপনের সমীক্ষা চলছে;
- কলার আইডি ও আইপি টেলিফোন সেট উৎপাদন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে;
- 'কাইফা, চায়না' এর সাথে যৌথভাবে টেশিস এ বিদ্যমান মিটার প্ল্যান্টটি আরও আধুনিক, স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার প্রকল্প বিবেচনাধীন;
- টেশিসের আরএন্ডডি, সফট্ওয়্যার এন্ড অ্যাপস উইং, আধুনিক ল্যাব, পরীক্ষাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)-এর ভৌত অবকাঠামো আধুনিকায়ন, নতুন ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন বা সংযোজন প্ল্যান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্ল্যান্টসমূহের উৎপাদন বা সংযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)-এর ভৌত অবকাঠামো আধুনিকায়ন, নতুন ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন বা সংযোজন প্ল্যান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্ল্যান্টসমূহের উৎপাদন বা সংযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাথমিক প্রতিবেদন বিষয়ে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং বিশেষ অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ।

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেডের ফ্যাক্টরি ও কার্যালয়।

[তথ্যসূত্র: টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড]

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেডে স্থাপিত সুপার এনামেলড্ কপার ওয়্যার উৎপাদন প্ল্যান্ট কারখানা ভবন।

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেডে স্থাপিত বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল, বেয়ার ও ইনস্যুলেটেড ওয়্যার উৎপাদন প্ল্যান্ট।

২.৬ বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)

- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ নিয়ন্ত্রিত একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৭ সালের তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এবং পশ্চিম জার্মানির মেসার্স সিমেন্স এ.জি-এর যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি খুলনায় স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল উৎপাদন করে দেশের ১০০% চাহিদা পূরণ করে আসছে;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল-এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে অত্র প্রতিষ্ঠানে ২০১০-২০১১ সালে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে আরও মেশিন সংযোজনের মাধ্যমে বর্তমানে এই প্ল্যান্টের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১৫,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে;
- ভূ-গর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংযোগ স্থাপনে ব্যবহৃত HDPE Silicon DUCT-এর ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ২.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে HDPE Silicon DUCT তৈরির প্রথম প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নতুন ২টি ডাক্ট মেশিন সংযোজন করে প্ল্যান্টের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ৬,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে;
- উৎপাদন বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে প্রায় ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৯ সালে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে যার বর্তমানে বাণিজ্যিক উৎপাদন চলছে। দেশের ভেতরে ডিপিডিসি, ডেসকো, নেসকো ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সহ অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পাওয়ার ক্যাবল ও ওভারহেড কন্ডাক্টর সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৯০০ মেট্রিক টন;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সুপার এনামেল কপার ওয়ার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়। এই মেশিন আমদানির জন্য ইতালির একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং শেড নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে মেশিন বসানোর কাজ শুরু হবে। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৩০০ মেট্রিক টন;
- বিটিসিএল-এর GPON এবং FTTH এর জন্য Drop Fiber Cable, Simplex, Duplex Cable, Patch Cable উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিন স্থাপন করা হয়েছে যা বর্তমানে চালু আছে। এছাড়া LAN/ Ethernet Cable উৎপাদনের জন্য মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং আধুনিক প্রযুক্তির মেশিন ২০২৪ সালের শুরুতে এ প্রতিষ্ঠানে পৌঁছাবে এবং এপ্রিল ২০২৪ এর মধ্যে তা স্থাপনপূর্বক চালু করা হবে।

২.৬.১ ভিশন

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আধুনিক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নে সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা;

২.৬.২ মিশন

অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্ল্যান্টের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণসহ ক্যাবল লেইং-এর কাজে অপরিহার্য ডাক্ট পাইপ তৈরি করে ক্রেতাকে যথাসময়ে সরবরাহ করা এবং আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা। দেশে ক্রমবর্ধমান চাহিদার ভিত্তিতে বাকেশিতে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর এবং ক্যাবল উৎপাদনসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসায়িক পরিসর সম্প্রসারণ করে বেকারত্ব দূরীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

২.৬.৩ শেয়ার ব্যবস্থা

অনুমোদিত মূলধন (টাকা)	মোট শেয়ার সংখ্যা	প্রতি শেয়ারের মূল্য (টাকা)	ইস্যুকৃত মূলধন (টাকা)
২০০,০০,০০,০০০	২০,০০,০০,০০০	১০	৪৮,১৫,৮৫,৯৮০

২.৬.৪ উৎপাদিত পণ্যসমূহ ও বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা

উৎপাদিত পণ্য	উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি	স্থাপিত ক্ষমতা	অর্জনযোগ্য ক্ষমতা
টেলিফোন কপার ক্যাবল	২ হতে ২৪০০ জোড়া পর্যন্ত (আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড ক্যাবল, এরিয়াল ক্যাবল, ইনস্টলেশন ক্যাবল, সাবমেরিন ক্যাবল, জাম্পার ওয়্যার, টি.আই.পি ক্যাবল, ড্রপ ওয়্যার ইত্যাদি);	১.২৫ লক্ষ কন্ডাক্টর কি:মি:	১.০ লক্ষ কন্ডাক্টর কি:মি:
অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল	২ হতে ১২ ফাইবার ইউনিটিউব আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড ক্যাবল, ১২ হতে ২১৬ ফাইবার লুজ টিউব স্ট্র্যান্ডেড আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড ক্যাবল;	১৬,০০০ কি:মি:	১৫,০০০ কি:মি:
এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট	৩২/২৬ মিমি, ৩৪/২৮ মিমি, ৪০/৩৩ মিমি, ৫০/৪২ মিমি ও ৬৩/৫২ মিমি ব্যাসের ডাক্ট;	৬,৫০০ কি:মি:	৬,০০০ কি:মি:
বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল	AAC-INS, AAC, ACSR, MHD Copper & Service drop Cable, XLPE Insulated Cable, PVC Insulated Copper & Aluminum Cable etc.	৬৫০ মে:ট:	৬০০ মে:ট:

স্থাপনকৃত নতুন FTTH Production Line

২.৬.৫ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (২০২২-২৩)

- ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য বাকেশিতে টেলিফোন কপার ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট এবং পাওয়ার ক্যাবল ও ওভারহেড কন্ডাক্টর-এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ১৮,০০০.০০ কন্ডাক্টর কিলোমিটার, ৬,৫০০.০০ কিলোমিটার, ১,২৫০.০০ কিলোমিটার ও ২০০.০০ মেট্রিক টন যা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে;
- আইসিটি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন ৭৭২টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপনে 'কানেক্টেড বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পে ৮,১০৬ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ৫,০০০ কিলোমিটার এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট উৎপাদনপূর্বক সরবরাহের ক্রয়াদেশ পাওয়া যায় যার মূল্য প্রায় ১৫৮ কোটি টাকা। বর্ণিত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট সরবরাহ উৎপাদন শেষ পর্যায়ে এবং এই পণ্য পুরোদমে সরবরাহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- বিটিসিএল-এর MoTN Project ও হাওড়-বাওড় Project এর অধীন ৮,৪৮১ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ২৬০০ কিঃমিঃ ডাক্ট পাইপের ক্রয়াদেশ পাওয়া যায় যারমূল্য প্রায় ৪৯.৬৩ কোটি টাকা। বর্ণিত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট সরবরাহ উৎপাদন শেষ করে এবং এই পণ্য পুরোদমে সরবরাহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল বাজারজাতকরণ আরও গতিশীল করতে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৪৭৯.৭৬৩ মেট্রিক টন কন্ডাক্টর ও ক্যাবল সরবরাহ করা হয়েছে;
- বিটিসিএল সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ২০২২-২০২৩ সালে প্রায় ৩৬,৬৫৬.৮৪০ কন্ডাক্টর কিলোমিটার টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল সরবরাহ করা হয়েছে;
- অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট-এর বাজারজাতকরণ আরও গতিশীল করতে দেশীয় ব্যবহারকারীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিটিসিএল, পিজিসিবি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স সামিট কমিউনিকেশন, ফাইবার এট হোম লিঃ, ব্রাদার্স কনস্ট্রাকশন, হামিদা ট্রেডার্স, গ্রামীণফোন, সিটিসেল, কমনওয়েলথ এসোসিয়েটস, বিএসআরএম, ওয়েব লিংক কমিউনিকেশন্স, আমরা নেটওয়ার্ক, সিলেট কেবল সিস্টেম, আইএসএন লিঃ, মেসার্স এআরএ টেকনোলজিস্, ফোন্স বিডি লিমিটেড, মেসার্স রাসা ট্রেডার্স, আই-অটোমেশন, মেসার্স খুলনা ভিশন, ও অন্যান্য আই.এস.পি-র চাহিদার ভিত্তিতে ক্যাবল সরবরাহ করা হচ্ছে;
- বাকেশির ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের APA, নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার কৌশল এবং ইনোভেশনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের টার্গেট সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- প্রতিষ্ঠানের জনবল চাহিদা পূরণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩ জন কর্মকর্তা ও ৮ জন কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এই নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার ফলে বেশ কিছু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে যা দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি কোষাগারে শুল্ক, ভ্যাট, আয়কর ইত্যাদি খাতে সর্বমোট প্রায় ৫৯.৮৮ কোটি টাকা জমা দেওয়া হয়েছে।

২.৬.৬ উৎপাদন বহুমুখীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ

(ক) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল উৎপাদন প্ল্যান্ট

- ২০১১ সালে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপনের পর এর উৎপাদিত ক্যাবলের মাধ্যমে দেশীয় সরকারি-বেসরকারি টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। একই সাথে বাকেশির আর্থিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে;
- চাহিদার সাথে সমন্বয় করে এই প্ল্যান্টের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিরবচ্ছিন্ন পরিচালনার সুবিধার্থে ইতোমধ্যে ১টি সিথিং লাইন মেশিন, ১টি সেকেন্ডারি কোটিং লাইন মেশিন ও ১টি এস-জেড স্ট্র্যান্ডিং লাইন মেশিন সংযোজন করা হয়েছে। আরও ১টি উচ্চগতির সিথিং লাইন মেশিন ও FTTH মেশিন ইতোমধ্যে সংযোজন করা হয়েছে যার ফলে কারখানার বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ১৫,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে;
- বিটিসিএল-এর GPON এবং FTTH এর জন্য Drop Fiber Cable, Simplex, Duplex Cable, Patch Cable উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিন স্থাপন করা হয়েছে যা বর্তমানে চালু আছে। এছাড়া LAN/Ethernet Cable উৎপাদনের জন্য মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং আধুনিক প্রযুক্তির মেশিন ২০২৪ সালের এপ্রিল এর মধ্যে তা স্থাপনপূর্বক চালু করা হবে;
- প্লান্টটির উৎপাদন নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রেখে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন একটি OFC Secondary Coating Line Machine for Loose Tube production and Testing Equipment ক্রয়ের আন্তর্জাতিক দরপত্র মূল্যায়ন শেষে চুক্তি স্বাক্ষরের পর মেশিন প্রস্তুতের কাজ চলছে।

(খ) HDPE Silicon Core DUCT উৎপাদন প্ল্যান্ট

- দেশীয় সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল-এর সমপরিমাণ HDPE Silicon Duct এর চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদা বিবেচনা করে বাকেশিতে অত্যাধুনিক HDPE Silicon Duct উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে যা বিগত সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে;

বাকেশি'তে HDPE Silicon Duct প্ল্যান্টের উৎপাদিত Duct

- HDPE Silicon Duct-এর ব্যাপক চাহিদা বিবেচনায় HDPE Silicon Duct তৈরির প্লান্টের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও ২টি নতুন মেশিন সংযোজন করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আরও ১টি নতুন ডাক্ট মেশিন সংযোজন করে প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ৬,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে;
- প্লান্টটির উৎপাদন সক্ষমতা আরও বৃদ্ধির জন্য নতুন আরও একটি High Speed HDPE Silicon Core Extrusion Line ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- উৎপাদিত DUCT দিয়ে বিটিসিএল সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ চাহিদা পূরণে অবদান রাখা সম্ভব হচ্ছে। এতে বিদেশ হতে আমদানি নির্ভরতা কিছুটা হলেও কমেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

(গ) ওভারহেড কন্ডাক্টর ও বৈদ্যুতিক ক্যাবল উৎপাদন প্ল্যান্ট

- প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বহুমুখীকরণে প্রায় ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৯ সালে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে প্ল্যান্টটি চলমান রয়েছে এবং দেশীয় বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিপণনকারী যেমন: ডেসকো, ডিপিডিসি, পিজিসিবি ও নেসকো ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে সুনামের সাথে বৈদ্যুতিক ক্যাবল সরবরাহ করা হচ্ছে;
- এই প্ল্যান্ট হতে বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬০০ মেট্রিক টন;
- প্ল্যান্টটির উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন একটি 1+6 Tubular Stranding Machine, একটি Continuous Annealing Machine, একটি 800 mm Double Twist Bunching Machine এবং একটি Servo-hydraulic Universal Testing Machine (Steel Wire) ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান আছে;
- দেশের বিদ্যুৎ সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাকেশি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

(ঘ) সুপার এনামেলড্ কপার ওয়্যার উৎপাদন প্ল্যান্ট

- উৎপাদন বহুমূখীকরণের অংশ হিসেবে সুপার এনামেলড্ কপার ওয়্যার উৎপাদন প্ল্যান্ট সংগ্রহ ,স্থাপন ও চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সুপার এনামেল কপার ওয়্যার উৎপাদন প্লান্ট এর কারখানা ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং মেশিন ও ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়ের আন্তর্জাতিক দরপত্র মূল্যায়ন শেষে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। আগামী এপ্রিল ২০২৪ সালের ভেতর মেশিন প্রতিষ্ঠানে পৌঁছাবে এবং জুন মাসের মধ্যে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হবে।

২.৬.৭ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম

সরকারের কর্মসূচী	ইশতেহারের আলোকে বাকেশি'র গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ। (ইশতেহার ৩.৫)	৮.১। ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয়, অভিযোগ/মন্তব্য/পরামর্শ বাক্স স্থাপন ও ডেজিগনেটেড কর্মকর্তা নিয়োজিতকরণ এবং যথাসময়ে যাতায়াত নিশ্চিতকরণে বায়োমেট্রিক হাজিরা গ্রহণ। ৮.২। ই-নথি পদ্ধতি বাস্তবায়ন। ৮.৩। বিদ্যমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স-এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা।	▶ বাকেশি'র প্রধান ফটকে অভিযোগ/মন্তব্য/পরামর্শ বাক্স স্থাপনসহ ডেজিগনেটেড কর্মকর্তা নিয়োজিত করা হয়েছে। এছাড়া বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ▶ বাকেশি'র বিভিন্ন দপ্তরে ই-নথি ব্যবহার হচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ▶ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি সক্রিয় রয়েছে এবং এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ। (ইশতেহার ৩.১০)	৮.৪। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট এর ব্যাকবোন তৈরির জন্য যাবতীয় অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট পাইপ উৎপাদন পূর্বক সরবরাহ। ৮.৫। উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে অপটিক্যাল ফাইবার এর মূল্য কমিয়ে আনা। ৮.৬। বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর প্লান্ট স্থাপন, উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে নতুন মেশিনারিজ সংযোজন। ৮.৭। বাকেশি'র স্টাফদের জন্য ২০ ইউনিটের একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ। ৮.৮। বাকেশি'র কর্মকর্তাদের জন্য ১৬ ইউনিটের একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ।	▶ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে বিটিসিএলসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ডাক্ট উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ করা হচ্ছে। ▶ দেশীয় বাজার পর্যালোচনা করে বাস্তব বিবেচনায় ইতোমধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। ▶ বিগত ২০১৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল প্ল্যান্টের উদ্বোধন করা হয় এবং ইতোমধ্যে ডেসকো, নেসকো ও পিজিসিবি-তে বেশ কিছু পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে। প্ল্যান্টের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ আন্ডারগ্রাউন্ড হাই ভোল্টেজ পাওয়ার ক্যাবল উৎপাদনের লক্ষ্যে নতুন মেশিন সংযোজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ▶ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও পরামর্শ মোতাবেক বাজেট বরাদ্দ রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ▶ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক বাজেট বরাদ্দ রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। (ইশতেহার ৩.২১)	৮.৯। 3G, 4G ও 5G এর ব্যাকবোন তৈরীর সহায়ক উপকরণ হিসেবে ড্রপ ফাইবার ক্যাবল, Pigtail ও Patch Cord তৈরি পরিকল্পনা গ্রহণ। ৮.১০। নতুন একটি HDPE Silicon Core Pipe Extrusion Line Machine স্থাপন। ৮.১১। নতুন একটি High Speed Secondary Coating Line Machine স্থাপন।	▶ বাকেশি'তে অপটিক্যাল ড্রপ ফাইবার ক্যাবল, Patch Cable ও Pigtail Cable উৎপাদনের জন্য নতুন একটি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহের কার্যক্রম চলছে। ▶ বাকেশি'র ডাক্ট প্ল্যান্টে আরো একটি নতুন HDPE Silicon Core Pipe Extrusion Line Machine স্থাপন করা হয়েছে যার বণিজ্যিক উৎপাদন পুরোদমে চলছে। ▶ বাকেশি'তে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্ল্যান্টে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন একটি High Speed Secondary Coating Line Machine স্থাপনের জন্য চীনা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২.৬.৮ উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বর্তমান বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের সহায়ক হিসেবে কাজ করা ও প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব দৃঢ় রাখতে নিম্নলিখিত কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে-

- ভূ-গর্ভস্থ পাওয়ার ক্যাবল উৎপাদনের লক্ষ্যে কারখানা সম্প্রসারণ ও নতুন মেশিনরিজ ও ইক্যুইপমেন্ট স্থাপন;
- Patch Cord ও Pigtail তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন ও চালুকরণ;
- কো-এক্সিয়াল ক্যাবল উৎপাদনের জন্য মেশিনারিজ স্থাপন ও চালুকরণ;
- বিদ্যমান ডাক্ট প্ল্যান্ট ব্যবহার করে HDD (Horizontal Drilling Duct) পাইপ ও PVC পাইপ উৎপাদন। ২০২৩ সালের মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়;
- ইন্টারনেট ও ল্যান নেটওয়ার্ক-এ ব্যবহৃত ল্যান ক্যাবল (CAT6/CAT6E/CAT7) তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন ও চালুকরণ। ২০২৪ সালের মধ্যে প্ল্যান্টটি চালু হবে।

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেডে স্থাপিত ডাক্ট মেশিন

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা-এর প্রধান ফটক।

[তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)]

DOT
ডিপার্টমেন্ট অফ
টেলিকমিউনিকেশন্স

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার গত ২১ আগস্ট ২০২১ তারিখে 'সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

২.৭ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

বর্তমান বিশ্বে দ্রুত পরিবর্তনশীল টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশে সর্বাধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)-কে বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) গঠন করা হয়। টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে সরকারকে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান এবং বিলুপ্ত বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)'র কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর [Department of Telecommunications (DoT)] সৃজিত হয়। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মপরিধি বিষয়ে ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

২.৭.১ ভিশন

নিরাপদ, সার্বজনীন, নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

২.৭.২ মিশন

সারা দেশে গুণগত মানসম্পন্ন ও সুরক্ষিত টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায় সরকারকে সহায়তা করার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সুদৃঢ়করণ।

২.৭.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দেশে নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা রাখা;
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতি ত্বরান্বিত করায় সহায়ক ভূমিকা রাখা;
- গবেষণা ও উন্নয়ন এবং ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা;
- দেশের সর্বত্র উন্নত টেলিযোগাযোগ বা ডিজিটাল অবকাঠামো ও নেটওয়ার্কসহ যথোপযুক্ত গ্রাহক প্রান্তের যন্ত্রপাতি এবং মানসম্পন্ন সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

২.৭.৪ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের উদ্দেশ্য

- টেলিযোগাযোগ বিষয়ে সরকারের আইন, নীতি, গাইডলাইন, পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রণয়নে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ/সহায়তা প্রদান;
- সরকারের অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়;
- আইটিইউসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার সাথে যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে পরামর্শ/সহায়তা প্রদান;
- বিলুপ্ত বিটিটিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরীর ধারাবাহিকতা বজায় রক্ষা।

২.৭.৫ অধিদপ্তরের জনবল

অধিদপ্তরের স্থায়ী কাঠামোর পদসংখ্যা	অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত পর্যায়ক্রমে বিলোপযোগ্য পদসংখ্যা	টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অনুমোদিত মোট পদ	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত পূরণকৃত মোট পদ
২৩৮	৭,৫৩৬	৭,৭৭৪	২১৭৩

২.৭.৬ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি

- ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে জারিকৃত টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মপরিধি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। টেলিযোগাযোগ খাত সম্পর্কিত সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরকারের নিকট উপস্থাপন; টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত নীতি ও পরিকল্পনা ও আইনি কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তাকরণ; টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও সেবাসমূহের উন্নয়ন এবং গ্রাহক বান্ধব ও সাশ্রয়ীভাবে পরিচালনা নিশ্চিতে সহায়তাকরণ;
- টেলিযোগাযোগ খাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদসমূহের অর্জন ও তৎসংশ্লিষ্ট সমন্বয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান; টেলিযোগাযোগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও প্রটোকলসমূহের প্রমিত মান (standards) নিশ্চিতকরণ; টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন; ডিজিটাল সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, তথ্য ও যোগাযোগের গোপনীয়তা রক্ষা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রমে সরকারকে সহায়তাকরণ;
- টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তাকরণ; টেলিযোগাযোগ খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন ও পরিচালনা; দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তাসহ সাইবার হুমকি হতে জনগণকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানে নীতি প্রণয়নে সহায়তাসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা; টেলিযোগাযোগ বিষয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন।

২.৭.৭ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- স্বল্পোন্নত দেশসমূহ সংক্রান্ত পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলনে Doha Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2022-2031 গৃহীত হওয়ার বিষয় মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ, Research Topics on Security, Strategy and Development issues of Bangladesh, চলতি দায়িত্ব/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা হালনাগাদকরণ, খসড়া উপাত্ত সুরক্ষা আইন' ২০২২ প্রভৃতিসহ বিবিধ নীতিমালা ও গাইডলাইন সম্পর্কিত বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে মতামত/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসহ ITU এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি মতামত ও প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে;
- সাইবার অপরাধ হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন এবং নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অধীনে 'সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্পের অধীনে সংস্থাপিত সিস্টেম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের নৈতিক অবক্ষয়মূলক ওয়েবসাইটসমূহের দৃশ্যমানতা বাংলাদেশ থেকে রোধ করা হচ্ছে। এ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সরকারের নীতিমালা এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ২৩ হাজার পর্নোগ্রাফি সাইট, গ্যাম্বলিং সাইট, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও রাষ্ট্রবিরোধী ওয়েবসাইট বন্ধ বা রোধ করা হয়েছে;
- ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের বর্তমান হার এবং ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ বিবেচনায়, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে স্থাপিত সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স সিস্টেমের ক্ষমতা সম্প্রসারণে সিটিডিআর ফেইজ-২ প্রকল্প মে ২০২২ হতে অক্টোবর ২০২৩ মেয়াদকালে বাস্তবায়ন চলমান। এই কার্যক্রম ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে যা SMART বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন সেক্টরে আইসিটি ব্যবহার কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের একটি নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে;
- বিটিআরসি'র সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থায়নে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক 'সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত বিভিন্ন অঞ্চলের ৬৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পার্বত্য অঞ্চলের ২৮টি পাড়া কেন্দ্রর ১৯৭৭টি শ্রেণীকক্ষে ল্যাপটপ, ডিজিটাল ডিসপ্লে সহযোগে আধুনিক শিক্ষার উপযোগী ডিজিটাল ক্লাসরুম আগস্ট ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে চলমান আছে। এই কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের জেন্ডারভেদে সকল শিক্ষার্থীর জন্য Digital age-এর উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;
- "Establishment of Cyber Security Center of Excellence and Network Security of Bangladesh" শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য 'যাচাই কমিটি'র সভা সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ-এর সভাপতিত্বে গত ০৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে;

- "Establishment of ITU recognized Telecommunication Conformance Testing Centre and founding Telecom Testing Regime in Bangladesh'' এবং "Establishment of National Academy for Advance Telecommunications Research and Training (NAATRT)" শীর্ষক দুইটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। উক্ত "সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প"-এর মেয়াদকাল ০১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিজিটাল ডিভাইস প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, কারিগরিভাবে স্মার্ট মানবসম্পদ গঠনে সহায়ক হবে;
- 'ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা-২০২৩' এ অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

২.৭.৮ উন্নয়ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের জন্য একটি যুগোপযোগী নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করা;
- এসডিজি ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের একশন প্ল্যানে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ বাস্তবায়ন;
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে স্থাপিত সিটিডিআর সিস্টেমের ক্ষমতা চাহিদা অনুযায়ী সম্প্রসারণ;
- সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- সরকারের নীতি বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন;
- দেশে টেলিযোগাযোগ খাতে আরও ব্যাপক ভূমিকা পালনের নিমিত্ত টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের দক্ষতা/সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণ করা;
- গবেষণা ও উন্নয়ন এবং ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা;
- অধিদপ্তরের কর্মপরিধির আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- অধিদপ্তরের ফাংশনাল উইংসমূহ সৃজনে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

২.৭.৯ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	সরকারের কর্মসূচি	টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এর উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রম	প্রগতি	মন্তব্য
১	২। দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন (ইশতেহার ৩.৩ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা)	২.১। ৫২-তলা বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু টেলিযোগাযোগ টাওয়ার নির্মাণ;		উপযুক্ত জমি বরাদ্দ পাওয়ার প্রক্রিয়া চলমান;
		২.২। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে পূর্ণাঙ্গ আইটি উইং প্রতিষ্ঠা;		১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে জারিকৃত টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মপরিধি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের আলোকে বাস্তবায়ন চলমান।
		২.৩। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও আইটি সেল স্থাপন;		সরকারি নীতিমালার আলোকে মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান।
		২.৪। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;	১০০%	সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স প্রকল্প ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।
				ব্যান্ডউইডথ চাহিদা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতে স্থাপিতব্য আইআইজি POP সমূহকে CTDR Centre-এর আওতায় আনার জন্য কমিটির সুপারিশের আলোকে CTDR Phase-II প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান আছে।

ক্রমিক	সরকারের কর্মসূচি	টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এর উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রম	প্রযোজ্য	মন্তব্য
২	২। সন্ত্রাস ও সাইবার অপরাধ দমনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন (ইশতেহার ৩.৪ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা)	২.৫ সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স স্থাপন এবং দেশের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুরক্ষা প্রদান প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।		"Establishment of Cyber Security Center of Excellence and Network Security of Bangladesh" শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য 'যাচাই কমিটি'র সভা সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ-এর সভাপতিত্বে গত ০৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।
		২.৬। ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ফ্রেমওয়ার্ক, গবেষণা সেল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।		'ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ফ্রেমওয়ার্ক, গবেষণা সেল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন আছে যা ২০৩০ এর মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য।
		২.৭। টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সেবার প্রমিত মান (Standards) নির্ধারণ ও প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ কাঠামো প্রতিষ্ঠা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।		এ বিষয়ে JICA-এর Technical Assistance চাওয়া হয়েছে। এছাড়া, "Establishment of ITU recognized Telecommunication Conformance Testing Centre and founding Telecom Testing Regime in Bangladesh'' এবং "Establishment of National Academy for Advance Telecommunications Research and Training (NAATRT)" শীর্ষক দুইটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। উক্ত "সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প"-এর মেয়াদকাল ০১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত।
		২.৮। সবার জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নিশ্চয়তার রোডম্যাপ প্রণয়ন, ব্রডব্যান্ড নীতিমালা এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন।		ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।

২.৭.১০ মিশন/ভিশন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

- স্বল্পোন্নত দেশসমূহ সংক্রান্ত পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলনে Doha Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2022-2031 গৃহীত হওয়ার বিষয় মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ, খসড়া সম্প্রচার আইন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ওটিটি নীতিমালা, Research topics on security, strategy and development issues of Bangladesh, চলতি দায়িত্ব ও অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা হালনাগাদকরণ, খসড়া উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ প্রভৃতিসহ বিবিধ নীতিমালা ও গাইডলাইন সম্পর্কিত বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসহ ITU এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি মতামত ও প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে;

- সাইবার অপরাধ হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন এবং নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অধীনে 'সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স' শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের অধীনে সংস্থাপিত সিস্টেম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের নৈতিক অবক্ষয়মূলক ওয়েবসাইটসমূহের দৃশ্যমানতা বাংলাদেশ থেকে রোধ করা হচ্ছে। এ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সরকারের নীতিমালা এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ২৩ হাজার পর্নগ্রাফি সাইট, গ্যাম্বলিং সাইট, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও রাষ্ট্রবিরোধী ওয়েবসাইট বন্ধ বা রোধ করা হয়েছে;
- ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের বর্তমান হার এবং ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ বিবেচনায়, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে স্থাপিত সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স সিস্টেমের ক্ষমতা সম্প্রসারণে সিটিডিআর ফেইজ-২ প্রকল্প মে ২০২২ হতে অক্টোবর ২০২৩ মেয়াদকালে বাস্তবায়ন চলমান। এই কার্যক্রম ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে যা SMART বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন সেক্টরে আইসিটি ব্যবহার কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের একটি নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে;
- বিটিআরসি'র সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থায়নে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক 'সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত বিভিন্ন অঞ্চলের ৬৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পার্বত্য অঞ্চলের ২৮টি পাড়া কেন্দ্রর ১৯৭৭টি শ্রেণীকক্ষে ল্যাপটপ, ডিজিটাল ডিসপ্লে সহযোগে আধুনিক শিক্ষার উপযোগী ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপন চলমান আছে।

'সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত 'ডিজিটাল ক্লাসরুম'

- 'Establishment of Cyber Security Center of Excellence and Network Security of Bangladesh' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য 'যাচাই কমিটি'র সভা সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ-এর সভাপতিত্বে গত ০৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে;
- "Establishment of ITU recognized Telecommunication Conformance Testing Centre and founding Telecom Testing Regime in Bangladesh'' এবং "Establishment of National Academy for Advance Telecommunications Research and Training (NAATRT)" শীর্ষক দুইটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে।

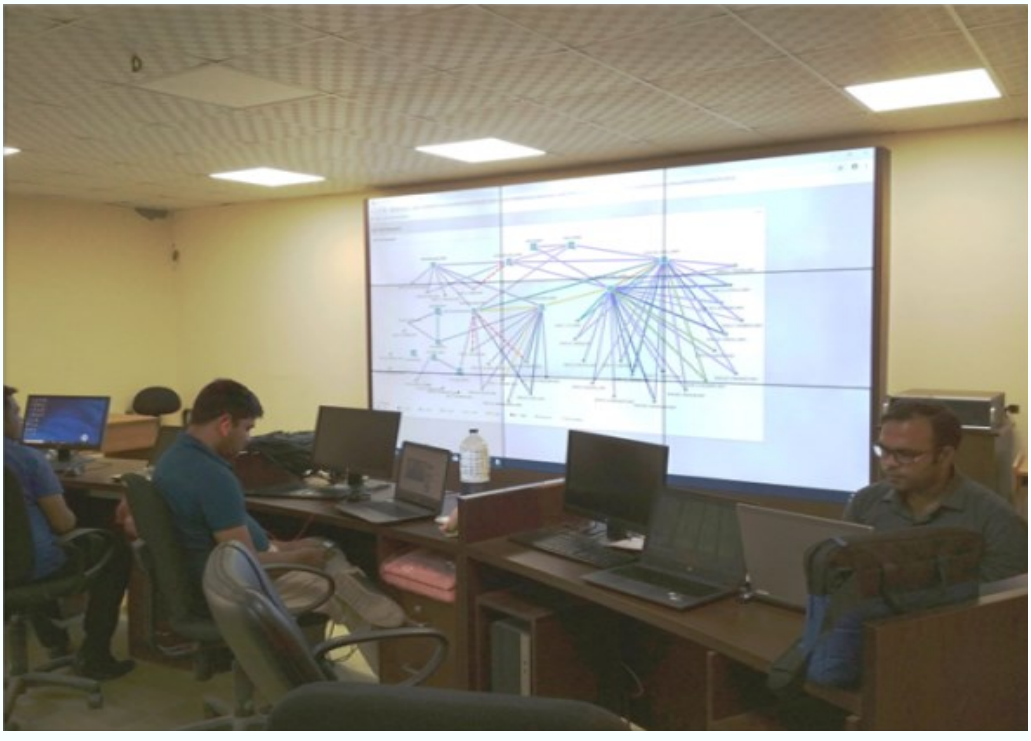

সাইবার থ্রেট ডিটেকশন ও রেসপন্স সেন্টারের অপারেশন্স ও ম্যানেজমেন্ট।

- সরকারের নীতি বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন চলমান;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাভুক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারীদের নিয়ে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে একটি পৃথক আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে;
- সেপ্টেম্বর ২০২২-এ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি এবং বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশিত হয়েছে;
- ই-নথি, ই-জিপিসহ কেন্দ্রীয়ভাবে চালুকৃত এ সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্দেশনা মোতাবেক টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সচেতনতার ফলে বর্তমানে ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধিতে অধিদপ্তরের অর্জন প্রায় ৯৩.২১%।

২.৭.১১ মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

- মানবসম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত নিয়মিতভাবে চাকুরী সংক্রান্ত, কারিগরি এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ (অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক) নীতিমালা'র খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে যা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ২২টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

[তথ্যসূত্র: টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর]

বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী'র উপস্থিতিতে অন্যান্য সমঝোতা স্মারকের মধ্যে 'Cooperation in the Areas of Space Technology' শীর্ষক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। মহাশূন্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক বিএসসিএল এবং নিউস্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসআইএল) এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারকটিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের (বিএসসিএল) এর চেয়ারম্যান ও সিইও ড. শাহজাহান মাহমুদ এবং ভারতের পক্ষে এনএসআইএল চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. রাধা কৃষ্ণণ।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর যোগাযোগ সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২.৮ বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' এক অনন্য মাইলফলক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দিক নির্দেশনায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর ব্যবস্থাপনায় আমেরিকান সময় ১১ মে ২০১৮ তারিখে দুপুর ৪:১৪ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় ১১ মে দিবাগত রাত অর্থাৎ ১২ মে রাত ২:১৪ মিনিটে) সফলভাবে স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপিত হয়।

উৎক্ষেপণের পর স্যাটেলাইটটি কারিগরি ও বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা, স্যাটেলাইট সেবার প্রসার এবং স্যাটেলাইট সেবা খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ০৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ সভায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ পরিচালনার জন্য Bangladesh Communication Satellite Company Limited (BCSCL) গঠনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এন্ড ফার্মস-এর নিকট থেকে ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে BCSCL নিবন্ধন গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে Bangladesh Communication Satellite Company Limited (BCSCL) নামে পরিচালিত হলেও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিবেচনায় Bangladesh Satellite Company Limited (BSCL) হিসেবে নতুন নামকরণ করা হয়।

২.৮.১ ভিশন

স্যাটেলাইট ও সংশ্লিষ্ট সেবায় স্বনির্ভরতা অর্জন।

২.৮.২ মিশন

গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক স্থাপন, পরিচালনা, সেবা প্রদান এবং স্যাটেলাইট সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২.৮.৩ উদ্দেশ্যসমূহ

(ক) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর আয় বৃদ্ধি;
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে সম্প্রচারিত টিভি চ্যানেলসমূহ ও ডিটিএইচ সেবার সর্বোচ্চ প্রাপ্যতা (Uptime Availability) নিশ্চিতকরণ;
- যোগাযোগ (ভি-স্যাট) সেবার আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে স্থানীয় বাজার সৃষ্টি;
- সরকারের দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ততা সুনিশ্চিত করতে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহ ও সমসাময়িক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ।

(খ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;

২.৮.৪ বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)-এর কার্যালয় ও স্থাপনা

- প্রধান কার্যালয় : ১১৬ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা।
- প্রাইমারী গ্রাউন্ড স্টেশন : সজীব ওয়াজেদ স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন, গাজীপুর।
- সেকেন্ডারি গ্রাউন্ড স্টেশন : সজীব ওয়াজেদ স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি।

এছাড়া বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ক্যারিয়ার মনিটরিং এর জন্য ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়াতে দু'টি পৃথক ক্যারিয়ার মনিটরিং সিস্টেম রয়েছে।

২.৮.৫ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর পরিচিতি

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ (বিএস-১) কৃত্রিম উপগ্রহটি একটি জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট। এটি ১১৯.১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এর মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ এবং সম্প্রচার সেবা দেওয়া হয়। এর মোট ৪০ টি ট্রান্সপন্ডার আছে, যার মধ্যে ২৬ টি Ku ব্যান্ডের এবং ১৪টি C ব্যান্ডের ট্রান্সপন্ডার রয়েছে। প্রতিটি ট্রান্সপন্ডারের ব্যান্ডউইডথ ৪০ MHz এবং এর সর্বমোট ব্যান্ডউইডথ ১৬০০ MHz। এর ডিজাইন লাইফটাইম ১৮ বছর এবং মিশন লাইফটাইম ১৫ বছর।

২.৮.৬ বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)-এর সেবাসমূহ

(ক) সম্প্রচার সেবা

ডিটিএইচ (ডিরেক্ট টু হোম): বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর কেইউ ব্যান্ডের তরঙ্গ ব্যবহার করে এই সেবা পরিচালনা করা হয়।

ভিডিও ব্রডকাস্টিং: বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সি ব্যান্ডের তরঙ্গ ব্যবহার করে এই সেবা পরিচালনা করা হয়।

(খ) যোগাযোগ সেবা

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর কেইউ ও সি ব্যান্ডের তরঙ্গ ব্যবহার করে এই সেবা পরিচালনা করা হয়। এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ, ডাটা নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট সেবা, কমিউনিকেশন ট্রাঙ্ক, টেলিমেডিসিন, ই-এডুকেশনসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা যায়।

(গ) ভ্যালু অ্যাডেড সেবা (Value Added Service (VAS))

এছাড়াও বিএসসিএল নতুন নতুন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে, যেমন:

Television Rating Point (TRP) বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) কর্তৃক Television Rating Point (TRP) সেবা প্রদানের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় নীতিগত সম্মতি প্রদান করে। এর প্রেক্ষিতে, বিএসসিএল TRP সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য Association of Television Channel Owners (ATCO) এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এই সেবা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং সম্ভবপর দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাণিজ্যিক ভাবে চালু করা হবে। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে এই সেবাটি বিদেশি প্রতিষ্ঠান হতে গ্রহণ করা হতো।

Over The Top (OTT) সেবা

বিএসসিএল বর্তমানে দুইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে Over The Top (OTT) সেবা নিয়ে কাজ করছে। এই সার্ভিসটির মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল টেলিভিশন চ্যানেল বিদেশে (Middle East, Europe, Africa, America, other parts of Asia, etc.) সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। পর্যায়ক্রমে Video On Demand Service সহ অন্যান্য ফিচার যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে এই কার্যক্রম নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Multiple Channels Per Carrier (MCPC) প্ল্যাটফর্ম সেবা

বিএসসিএল কর্তৃক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মাধ্যমে টিভি চ্যানেল সমূহ আপলিঙ্ক করার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর Multiple Channels Per Carrier (MCPC) প্ল্যাটফর্ম সেবা ও কেন্দ্রীয় আপলিঙ্ক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে অনেক কম সময়ে ও সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে টিভি চ্যানেল স্থাপন ও সম্প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে সেবাটি একটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএসসিএল এর নিজস্ব MCPC প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে, যা বাস্তবায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অন্যান্য সেবা

বিএসসিএল নিজস্ব ডিএসএনজি ক্রয় করে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান করে, নিজস্ব প্লে আউট সিস্টেম ও সেন্ট্রাল এনক্রিপশন সিস্টেম স্থাপন করে আয়ের নতুন খাত তৈরি করার পরিকল্পনা করছে।

২.৮.৭ বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)-এর সেবার আওতাধীন দেশ ও অঞ্চল

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সি-ব্যান্ডের ফুটপ্রিন্ট: বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, মায়ানমার, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান এবং কাজাকিস্তান এর কিছু অংশ।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কে-ইউ-ব্যান্ডের ফুটপ্রিন্ট: বাংলাদেশ, সার্কভুক্ত দেশসমূহ, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া

২.৮.৮ বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)-এর বর্তমান গ্রাহক

(ক) সম্প্রচার সেবা ডিটিএইচ (ডিরেক্ট টু হোম):

১। বেক্সিমকো কমিউনিকেশন্স লিমিটেড (আকাশ ডিটিএইচ)

(খ) ভিডিও ব্রডকাস্টিং

সেবা গ্রহণকারি সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ:

১। বাংলদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)-এর সকল (৪ টি) চ্যানেল

২। বাংলাদেশ বেতার

সেবা গ্রহণকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ:

১। দেশের সকল (৩৫ টি) বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল

২। বেক্সিমকো ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড (Star Network-এর ০৮টি চ্যানেল)

সেবা গ্রহণকারি বিদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহ:

১। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক মাদানী চ্যানেল ইউকে লিমিটেড (বিএসসিএল-এর প্রথম বৈদেশিক বিক্রয়)

২। Aircom Media Limited ও Amico Trading Corporation-এর মাধ্যমে Sony Entertainment Television-এর ১৩ টি চ্যানেল ও Zee Network-এর ২ টি চ্যানেল

(গ) যোগাযোগ সেবা

সেবা গ্রহণকারি সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ:

১। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী

২। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

৩। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)

৪। বাংলাদেশ পুলিশ

৫। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৭। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

সেবা গ্রহণকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ:

১। স্কয়ার ইনফরমেটিক্স লিমিটেড

২। ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড

৩। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক

৪। ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড

৫। কার্নিভাল ইন্টারনেট

৬। চালডাল ডট কম

২.৮.৯ ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএসসিএল-এর সেবা ও বিপণন কার্যক্রম

- বর্তমানে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ (বিএস-১) এর সি ব্যান্ডের ১৪ টি ট্রান্সপন্ডারের সবগুলো ট্রান্সপন্ডারই বিক্রির জন্য চুক্তি হয়েছে;
- বর্তমানে বিএস-১ এর কেইউ ব্যান্ডের ট্রান্সপন্ডারের সক্ষমতার প্রায় ৩৪% বিক্রি হয়েছে। অবশিষ্ট ব্যান্ডউইথ বিক্রির জন্য দেশে বিদেশে বিপণনের কাজ চলমান রয়েছে;
- ০৫টি সরকারি ও ০৯টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ সেবা সংক্রান্ত বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবা গ্রহণের জন্য দেশের অন্যতম ভিস্যাট অপারেটর 'স্কয়ার ইনফরমেটিক্স লিমিটেড' বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড-এর সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে;

- গ্রিন মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড (গ্রিন টিভি) দেশের ৩৫ তম টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবা প্রদানের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে;
- ২০২২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে বিএসসিএল-এর চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. শাহজাহান মাহমুদ "Cooperation in the Areas of Space Technology" শীর্ষক সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করেন;
- Aircom Media Limited-এর সাথে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সি ব্যান্ডের ৬টি ট্রান্সপন্ডার বিক্রয়ের চুক্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত বিদেশি টিভি চ্যানেলগুলো বিএস-১ এর মাধ্যমে সম্প্রচারিত হবে। এই ব্যবস্থাপনায় Zee Network-এর ২ টি চ্যানেল সম্প্রচারিত হচ্ছে; অবশিষ্ট ব্যান্ডউইথ ধাপে ধাপে ব্যবহৃত হবে;
- Beximco Digital Distribution Limited-এর সাথে জনপ্রিয় বিদেশি চ্যানেল Star এর ০৮ টি চ্যানেল সম্প্রচারের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর কেইউ ব্যান্ডের প্রায় ৪০%-৪৫% সক্ষমতা বিদেশে বিক্রি করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে বিএস-১ এর তরঙ্গ মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে;
- বিদেশের বাজারে বিএস-১-এর ক্যাপাসিটি বিক্রয়ের জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে সেলস এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে;
- বাংলাদেশী টিভি চ্যানেলসমূহকে বিএস-১ এর কাভারেজভুক্ত এরিয়ার বাহিরে বিদেশে সম্প্রচারের নিমিত্ত Palki Entertainment LLC এবং 'IQ Broadcast Limited' (Represented by Connect Bangla Limited)-এর সাথে Over-the-top (OTT) সেবা সংক্রান্ত বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- Intentional Telecommunications Satellite Organization (ITSO) এর ৪০তম এসেম্বলি অব পার্টিস (AP-40)-তে বাংলাদেশ Region-E (Asia Pacific and Arab) এর Working Group-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে;
- বিএসসিএল ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা ২০২৩ এ অংশগ্রহণ করেছে;
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এর উৎক্ষেপণ কার্যক্রমের অগ্রগতি হয়েছে;
- Television Rating Point (TRP) সিস্টেম বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে ;
- সকল গ্রাহক প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিত বিল আদায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

২.৮.১০ বিএসসিএল এর মিশন/ভিশন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

- স্যাটেলাইট প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগ সেবায় দেশকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এর উৎক্ষেপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর যোগাযোগ সেবার পরিসর সম্প্রসারণে ভলিউম ভিত্তিক মূল্য প্রণয়ন ও বিপণনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- স্যাটেলাইট সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন সেবা বিক্রয় ও বিপণনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- বিদেশি বাজারে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবার পরিসর সম্প্রসারণের জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে সেলস এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে;
- বিএসসিএল দেশের চিহ্নিত গ্রাহকদের প্রায় সকলকে সেবার আওতায় নিয়ে এসেছে এবং দেশে-বিদেশে নতুন গ্রাহক সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে;
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;
- জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএসসিএল এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রকিউরমেন্ট, পিপিআর-২০০৮, ই-জিপি, ই-নথি, ডি-নথি, শুদ্ধাচার, তথ্য অধিকার এবং চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন ইন-হাউস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

২.৮.১১ উন্নয়ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

(ক) আন্তর্জাতিক বাজারে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবা বিপণন কার্যক্রম: দেশের বাজারের চাহিদা পূরণের পর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর কেইউ ব্যান্ডের প্রায় ৪০%-৪৫% সক্ষমতা বিদেশে বিক্রি করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে বিএস-১ এর তরঙ্গ মূল্য ইতোমধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। আশা করা যায় আগামী ০১ বছরের মধ্যে ইন্টেলস্যাট, এবিএস গ্লোবাল, এনকম্পাস, প্ল্যানেটকাস্ট, সিংটেল সহ বেশ কিছু বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যান্ডউইথ বিক্রয় করা সম্ভব হবে।

(খ) VSAT ভিত্তিক সেবার পরিসর বৃদ্ধি: বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ -এর মাধ্যমে 'পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট' ও 'পয়েন্ট-টু-মাল্টি পয়েন্ট' যোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ভি-স্যাট হাব স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে দেশের যেকোনো প্রান্তে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভবপর হচ্ছে। VSAT ভিত্তিক সেবার পরিসর বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে বিএসসিএল বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বিটিআরসি'র সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থায়নে বিএসসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ -এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় ৩৪টি ইউনিয়নে ভি-স্যাট নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম চলমান। উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ঐ সকল ইউনিয়নের জনগণ ইউনিয়ন পরিষদের সেবা, চিকিৎসা সেবা, শিক্ষা সেবা সহ দেশের সকল ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করতে পারবে এবং প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার সাথে ডিজিটাল বৈষম্য দূরীভূত হবে। ২০২২ সালে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বন্যাকবলিত সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় বিএস-১ ভিত্তিক ভি-স্যাট'র মাধ্যমে জরুরি টেলিযোগাযোগ সেবা স্থাপন করা হয়েছে।

(গ) Over-the-top (OTT) সার্ভিস: বিএসসিএল বর্তমানে দুইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে Over-the-top (OTT) সার্ভিস নিয়ে কাজ করছে। এই সার্ভিসটির মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল টেলিভিশন চ্যানেল বিদেশে (Middle East, Europe, Africa, America, other parts of Asia, etc.) সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রম নিয়ে বেশকিছু টেস্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঘ) ITU তে BDSAT ফাইলিং সম্পর্কিত কার্যক্রম: International Telecommunication Union (ITU) তে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট সংক্রান্ত BDSAT ফাইলিং নিয়ে কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে BDSAT ফাইলিং নিয়ে বিএসসিএল-এর বেশকিছু কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।

(ঙ) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মেয়াদ পূর্তির পূর্বে অনুরূপ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ: বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মেয়াদ ১৫ (পনেরো) বছর। এই স্যাটেলাইটের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই অনুরূপ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা রয়েছে।

(চ) প্রশিক্ষণ প্রদান: মহাকাশ ও স্যাটেলাইট সংক্রান্ত বিষয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২.৮.১২ বিএসসিএল এর আওতায় প্রকল্পসমূহ

বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) এর আওতায় Social Obligation Fund (SOF)-এর অর্থায়নে এখন পর্যন্ত দুইটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়-

(ক) 'স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প'

দেশের প্রত্যন্ত দ্বীপে টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল, যা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩১ টি দ্বীপ/ চরের ১১২ টি সাইটে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মাধ্যমে এ সকল দ্বীপসমূহে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দিয়ে উপকূলীয় এলাকার সাথে ডিজিটাল বৈষম্য দূরীভূত হয়েছে।

(খ) 'বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন প্রকল্প'-

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের রূপকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থায়নে 'বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও এলাকায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৪.২৪৬৫ কোটি (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) এবং সময়কাল ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৪।

এই প্রকল্পের আওতায় দুর্গম, প্রত্যন্ত ও উপকূলীয় ৩৪ টি ইউনিয়নে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপিত হবে। হাব ও সংশ্লিষ্ট ইকুইপমেন্ট ইতোমধ্যে স্থাপিত হয়েছে এবং কার্যকর রয়েছে। অদ্যাবধি ১১২ টি সাইট স্থাপনের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। ইতোমধ্যে ১৪ টি সাইটে প্রাথমিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ৮৫ টি সাইটের সাইট রেডিনেস সম্পন্ন হয়েছে। সোলার ও নেটওয়ার্ক ইক্যুইপমেন্ট সংস্থানের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আগামী অক্টোবর ২০২৩ হতে পুরোদমে সাইট স্থাপন কার্যক্রম শুরু হবে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অদ্যাবধি প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৫৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৮.৯%। উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ঐ সকল প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার জনগণ ইউনিয়ন পরিষদের সেবা, চিকিৎসা সেবা, শিক্ষা সেবা সহ দেশের সকল ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করতে পারবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের রূপকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্প উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দুর্গম অঞ্চলে স্থাপিত ভিস্যাটসমূহ।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে বিদেশি টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচারের লক্ষ্যে সম্প্রতি এয়ারকম মিডিয়া লিমিটেড ও যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক অ্যামিকো ট্রেডিং কর্পোরেশনের সাথে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির আওতায় বর্তমানে সনি ও জি-এর বেশ কিছু চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে সম্প্রচারিত হচ্ছে এবং বিএসসিএল বৈদেশিক মুদ্রায় আয় করছে।

ডাক অধিদপ্তর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে গাজীপুরের মৌচাকে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে '৩২তম এশিয়া প্যাসিফিক ও একাদশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরি'র সমাপনী অনুষ্ঠানে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন।

২.৯ ডাক অধিদপ্তর

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন ডাক অধিদপ্তর একটি ঐতিহ্যবাহী সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান যা সুদীর্ঘ সময় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষকে ডাক সেবা প্রদান করে আসছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপমহাদেশে প্রথম ডাক সেবা চালু করা হয় ১৭৭৪ সালে। ব্রিটিশ ভারতে প্রথম ডাক বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৫৪ সালে। স্থায়ীভাবে প্রথম ডাক টিকেট চালু করা হয় সিন্ধুতে ১৮৫২ সালে। ১৮৭৮ সালে ঢাকায় সদর দপ্তর করে ইস্ট বেঙ্গল পোস্টাল সার্কেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত ভারতে আসাম-বেঙ্গল পোস্টাল সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালে ঢাকার সদরঘাটে স্থাপিত হয় প্রথম জিপিও। ১৯৫০ সালে ঢাকার সদরঘাট থেকে গুলিস্তান জিরো পয়েন্টে জিপিও স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯৬২ সালে অপারেশনাল কার্যক্রমের লক্ষ্যে তিনতলা ভিত্তির উপর বর্তমান জিপিও ভবন নির্মাণ করা হয়;
- ১৯৭১ সালের ৬ মে যশোরের শার্শা উপজেলার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম কাশিপুরে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রথম ডাকঘর স্থাপন করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট (৮টি ডাকটিকিটের ১টি সেট) প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর "সেবাই আদর্শ" শ্লোগানে ডাক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর অসামান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ফলে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ১৪৭তম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব ডাক সংস্থা Universal Postal Union (UPU)-এর সদস্যপদ লাভ করে। জাতির পিতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত ডাক বিভাগের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য পৃথক প্রকৌশল শাখা প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ০৩ জুলাই ১৯৭৫ তারিখে তিনি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন;
- ডাকসেবার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে ডাক অধিদপ্তরের। ডাক অধিদপ্তরের নেটওয়ার্ক সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত। সুবিস্তৃত এ নেটওয়ার্কের কারণে ডাক অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিসগুলো জনগণের খুব কাছাকাছি। তাই ডাক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডাকসেবার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

২.৯.১ ভিশন

- সাশ্রয়ী, সর্বজনীন এবং নির্ভরযোগ্য ডাক সেবা নিশ্চিত করা।

২.৯.২ মিশন

- প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক মানের ডাক সেবা নিশ্চিতকরণ।

২.৯.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- গ্রাহক-উপযোগী পণ্য ও সেবা প্রদান এবং স্বল্পসুবিধাযুক্ত এলাকাগুলোতে ডাকসেবার বিস্তার ও উন্নয়ন এবং দারিদ্র নিরসন ও গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা অপসারণে সহায়তা দানের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা; সমগ্র দেশে ডাকঘরগুলোকে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে রূপান্তর করা, যাতে তথ্য প্রযুক্তি ও ব্যাংকিং সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা মেটানো যায়;
- গতানুগতিক ডাক সেবার পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর ডাক সেবার প্রবর্তন; ডাক সেবার বাণিজ্যিকীকরণ; অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সেবাসমূহের প্রবর্তন; ডাক পরিবহন, সংগ্রহ ও বিতরণকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর সুনিবিড় তত্ত্বাবধানের আওতায় আনয়ন; উন্নত মানের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ এবং জিরো টলারেন্স পলিসি প্রবর্তন; উন্নততর ডাক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণকে গুরুত্ব প্রদান; প্রতিটি গ্রামীণ ডাকঘরে কমপক্ষে একজন করে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; ডাক সেবার আধুনিকায়ন, আইসিটিভিত্তিক ডাক সেবার সম্প্রসারণ ও সেবা বহুমুখীকরণ; কোনো ব্যবসা পরিচালনার জন্য আর্থিক নমনীয়তাসহ প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান; অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ডাক নেটওয়ার্কগুলোর সমন্বয়।

২.৯.৪ ডাক অধিদপ্তরের সেবা

(ক) চিঠি, পার্সেল, ই-কমার্স

- **সাধারণ:** সর্বজনীন ডাকসেবা ও সাশ্রয়ী মাশুলে প্রদেয় সেবা;
- **রেজিস্ট্রি:** দায়বদ্ধ ডাকসেবা এবং অবস্থান ও বিলি তথ্য অনুসন্ধানের সুবিধা;
- **জিইপি:** দ্রুত ডাকসেবা ও নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ;
- **পার্সেল:** ভারী পণ্যের ডাকসেবা ও হোম ডেলিভারি;
- **ব্লাইন্ড লিটারেচার:** বিনা মাশুলে প্রদেয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পঠন সামগ্রী পরিবহনের বিশেষ সুবিধা;
- **ভ্যালু পেয়েবল:** দেশের যে কোন প্রান্তের ক্রেতার নিকট বাণিজ্যিক পণ্য বিলি ও পণ্যমূল্য আদায়;
- **ইনস্যুরড:** ডাক দ্রব্যের বীমা করার সুবিধা ও ডাকদ্রব্য খোয়া গেলে ক্ষতিপূরণ;
- **হোম ডেলিভারি:** চাহিদা মোতাবেক বাড়ির ঠিকানায় ডাকদ্রব্য বিলির সুবিধা;
- **উইন্ডো ডেলিভারি:** চাহিদা মোতাবেক ডাকঘরে এসে ডাকদ্রব্য বিলি নেবার সুবিধা।

(খ) ডাকঘরে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা

- সঞ্চয় ব্যাংক;
- ডাক জীবন বীমা;
- সঞ্চয়পত্র;
- মানি অর্ডার;
- আন্তর্জাতিক ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার(International Electronic Money Order_IEMO)
- পোস্টাল অর্ডার;
- প্রাইজবণ্ড;
- নগদ-ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন;
- পোস্টাল ক্যাশ কার্ড;
- ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার (ইএমটিএস);`
- রাজস্ব স্ট্যাম্পস, এক্সাইজ স্ট্যাম্পস, ননজুডিসিয়াল স্ট্যাম্পস, নন-পোস্টাল স্ট্যাম্পস, স্ট্যাম্পের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, বিড়ি ব্যান্ডরোল ইত্যাদি।

(গ) বিশেষ চাহিদায় বিশেষায়িত ডাকসেবা

- **লেটার বক্স:** ডাকঘরে না গিয়েও হাতের কাছেই ২৪ ঘণ্টাব্যাপী পণ্য প্রেরণের সুবিধা;
- **পোস্ট কোড:** জনবসতিকে দ্রুততর ও দক্ষ বিলিসেবা প্রদানের জন্য বিশেষায়িত ভৌগোলিক সীমারেখা;
- **অ্যাকনলেজড ডেলিভারি (এডি):** প্রাপকের নিকট হতে ডাকদ্রব্য বিলির সত্যায়ন সংগ্রহপূর্বক প্রেরককে অবহিতকরণ;
- **ফিলাটেলি:** বিশেষ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিটসহ স্মারক ডাকদ্রব্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র;
- **পোস্ট বক্স:** স্বীয় ঠিকানার গোপনীয়তা বজায় রেখে ডাকঘরে সংরক্ষিত বিকল্প ঠিকানায় ডাকদ্রব্য বিলি গ্রহণ;
- **বিটম্যাপ:** পোস্টম্যানের সহজগম্যতা ও দ্রুতগম্যতার জনবসতির প্রতিটি ঠিকানার মানচিত্র;
- **মোবাইল পোস্ট অফিস:** নাগরিকদের দোরগোড়ায় সকল ডাকসুবিধা সম্বলিত ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর;
- **পোস্ট রেস্ট্যান্ট:** ঠিকানাবিহীন মানুষের কাছে পত্র ও পণ্য প্রেরণের জন্য ডাকঘরের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ঠিকানা সুবিধা।

- সারাদেশে ৯,৯৭৪টি ডাকঘর, ১৮,০০০টি কাউন্টার রয়েছে; প্রতিবছর এগুলোর মাধ্যমে প্রায় ৫ কোটি ডাক দ্রব্য বিলি হয়। ১৭৮টি দেশের সঙ্গে বিমানযোগে ডাক ব্যবস্থা এবং ১৮১টি দেশে সমুদ্রপথে ডাক ব্যবস্থা রয়েছে। ডাক অধিদপ্তরের ডাক বাছাই কেন্দ্র-২২টি, প্রতিদিন সারাদেশে প্রায় ৭৫,০০০ কিলোমিটার ডাক পরিবহন হয়। প্রতিটি ডাকঘর গড়ে ১৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় সেবা প্রদান করে। সারাদেশে প্রায় ১০,০০০ পোস্টম্যান রয়েছে এবং ডাকঘর প্রতি গড়ে ১৫,০০০ মানুষের ঠিকানা রয়েছে।

২.৯.৫ দেশব্যাপী ডাকঘরের সংখ্যা

ডাকঘরের ধরন	সংখ্যা
জিপিও	৪
এ গ্রেড প্রধান ডাকঘর	২৩
বি গ্রেড প্রধান ডাকঘর	৪৫
উপজেলা ডাকঘর	৪০২
বিভাগীয় সাব-পোস্ট অফিস	৯৪৭
বিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস	১০
অবিভাগীয় সাব পোস্ট অফিস	৩২৯
অবিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস	৮,২১৪
মোট	**৯,৯৭৪**

২.৯.৬ ডাক অধিদপ্তরের জনবল

ডাক অধিদপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অবিভাগীয় কর্মচারীর তথ্য নিম্নরূপ:
বিভাগীয় অনুমোদিত ১৬৯৩২টি পদের বিপরীতে কর্মরত আছে ৯৬৫৯ জন এবং অবিভাগীয় ২৩,০২১ জন।

২.৯.৭ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সরকারের কর্মসূচি	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম (বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ-ডাক অধিদপ্তর)	বাস্তবায়ন মেয়াদ	গৃহীত পরিকল্পনা/ পদক্ষেপ	পরিকল্পনা/পদক্ষেপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩. আমার গ্রাম- আমার শহরঃ প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ (ইশতেহার ৩.১০)	৩.৮। পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পাঁচ লক্ষ গ্রামীণ/শহর কেন্দ্রিক দোকানে বাণিজ্যিক পিওএস মেশিন স্থাপন এবং ৫ লক্ষ এজেন্ট ভিত্তিক লাইসেন্সড পোস্ট অফিস চালুকরণ (২০২১ সালের মধ্যে ৫০,০০০ পিওএস মেশিন, ৫০,০০০টি লাইসেন্সড পোস্ট অফিস; ২০২৩ সালের মধ্যে ৮০,০০০ পিওএস মেশিন, ৮০,০০০টি লাইসেন্সড পোস্ট অফিস এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১,২০,০০০ পিওএস মেশিন, ১,২০,০০০টি লাইসেন্সড পোস্ট অফিস)	স্বল্প (২০২১ পর্যন্ত), মধ্য (২০২৩ সাল পর্যন্ত), দীর্ঘ (২০৩০ সাল পর্যন্ত)	ইতোমধ্যে ৮,৫০০ ডিজিটাল ডাকঘর স্থাপন করা হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৬০০০ ডাকঘরে ডিজিটাল সেবা প্রদান চালু আছে। এ সকল ডিজিটাল ডাকঘরে ১৭,০০০ পিওএস চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২৫,০০০ পিওএস সংগ্রহের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	৬,০০০ চলমান ডিজিটাল ডাকঘরে ব্যাংক এশিয়ার সহযোগিতায় ১৭,০০০ পিওএস চালু করা হয়েছে।
	৩.৯। ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য পোস্টাল ক্যাশ কার্ড বিতরণ (২০২১ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ, ২০২৩ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ)	স্বল্প (২০২১ পর্যন্ত), মধ্য (২০২৩ সাল পর্যন্ত), দীর্ঘ (২০৩০ সাল পর্যন্ত)	ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য পোস্টাল ক্যাশ কার্ড বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে আইএসপিপি-যত্ন প্রকল্পের ৬ লক্ষ গর্ভবতী মা-দের মাঝে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মতো ভাতা বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পটি ৩০জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়ে গেছে।

সরকারের কর্মসূচি	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম (বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ-ডাক অধিদপ্তর)	বাস্তবায়ন মেয়াদ	গৃহীত পরিকল্পনা/ পদক্ষেপ	পরিকল্পনা/পদক্ষেপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	৩.১০। সোনালী ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে সোনালী ডাক বুথ স্থাপন	স্বল্প (২০২১ পর্যন্ত), মধ্য (২০২৩ সাল পর্যন্ত), দীর্ঘ (২০৩০ সাল পর্যন্ত)	সোনালী ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে সোনালী ডাক বুথ স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	সোনালী ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে এ পর্যন্ত ২০টি এটিএম বুথ স্থাপন করা হয়েছে
৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইশতেহার ৩.২১)	৩.৩০। ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' চালুকরণ এবং ৫ কোটি গ্রাহকের মাঝে সেবা সম্প্রসারণ;	স্বল্প (২০২১ পর্যন্ত), মধ্য (২০২৩ সাল পর্যন্ত), দীর্ঘ (২০৩০ সাল পর্যন্ত)	ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' চালুসহ সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ডাক অধিদপ্তরের ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে 'নগদ' সেবার গ্রাহক সংখ্যা ৮ কোটি ৪৭ লক্ষ। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রায় ২ কোটি ভাতা ভোগীদের 'নগদ'-এর মাধ্যমে ভাতা বিতরণ করা হচ্ছে।

২.৯.৮ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- ইতোমধ্যে ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সকল মেইল প্রসেসিং সেন্টারে ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন, চিলিং চেম্বারসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। ডাক দ্রব্য স্ক্যানিং, দ্রুত বাছাই ও পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণ কাজে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে;
- অভ্যন্তরীণ ডাক দ্রব্য ট্র্যাকিং এর আওতায় আনার নিমিত্ত ইতোমধ্যে Domestic Mail Monitoring Software কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ডাক দ্রব্য ইস্যুর পরপরই প্রেরক মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে তার দ্রব্য বুকিংয়ের নিশ্চয়তা পেয়ে থাকেন। পরবর্তীতে প্রতিটি স্টেশনে অর্থাৎ চূড়ান্ত বিলি পর্যন্ত দ্রব্যের গতিবিধির রেকর্ড এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ট্র্যাকিং করে জানতে পারেন। আন্তর্জাতিক ডাক দ্রব্যের ট্র্যাক এন্ড ট্রেসিং সিস্টেম পূর্বেই চালু ছিল;
- সাশ্রয়ী রেটে ডাক সেবা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ডাক সেবার পোস্টেজ রেট কমিয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে গেজেট জারি করেন;
- প্রচলিত পদ্ধতি ও অনলাইন ভিত্তিক জিআরএস'র মাধ্যমে গ্রাহকগণের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে;
- ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের ডাকঘরে ইতোমধ্যে ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) POS মেশিন বিতরণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- স্বপ্নের পদ্মা সেতু উন্মুক্ত হওয়ায় ভাঙ্গা উপজেলা ডাকঘরে একটি এমএন্ডএসও স্থাপন করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে ঢাকার ডাক পরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। জিইপি গ্রামীণ ডাকঘর পর্যন্ত ইস্যু এবং বিলির কার্যক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। যাতে করে গ্রাহকগণ দ্রুততম সময়ে তাদের ডাক দ্রব্যাদি পেতে পারেন।

২.৯.৯ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

(ক) ডাকযোগে ভূমি সেবা: ভূমি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের নাগরিকদের সকল ধরনের ভূমি সংক্রান্ত সেবা সনাতনী পদ্ধতির পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করে যাচ্ছে। ডাকযোগে ভূমি সেবা শুরুর পর থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভূমি মালিকদের নিকট ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশের সকল ভূমি মালিকগণের হালনাগাদ খতিয়ান, পর্চা, মৌজা ম্যাপ ও ডিসিআর সংগ্রহের নিমিত্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে আবেদনের ধারাবাহিকতায় সার্টিফায়েড ও নন-সার্টিফায়েড কপি নাগরিকদের বর্তমান আবাস ঠিকানায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ডাক অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

(খ) ই-পাসপোর্ট সেবা : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের স্মারক নং: ৫৮.০১.০০০০.১০১.৯৯.০৪৭.২০১৮-২৫৫ তারিখ ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০-এর মর্মানুযায়ী 'ই-পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স' উত্তরা-দিয়াবাড়ী হতে ডাক অধিদপ্তর ই-পাসপোর্ট গ্রহণ, পরিবহন এবং বিতরণ করে আসছে। এছাড়াও খুলনা বিভাগের আওতাধীন যশোর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অবস্থিত 'ই-পাসপোর্ট পার্সোলাইজেশন সেন্টার' হতে মুদ্রিত ই-পাসপোর্ট গ্রহণ, পরিবহন ও বিতরণ কাজ ডাক অধিদপ্তর করে আসছে;

(গ) স্মার্টকার্ড সেবা: ডাক অধিদপ্তর নির্বাচন কমিশনের অধীন 'আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং এক্সেস টু সার্ভিসেস (IDEA) প্রকল্প (২য় পর্যায়)' প্রকল্পের পার্সোনালাইজেশন সেন্টার হতে মুদ্রিত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে মুদ্রিত লেমিনেটেড স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেশের অভ্যন্তরে নির্ধারিত থানা, উপজেলা নির্বাচন অফিস সমুহে পৌঁছে দিয়ে আসছে;

(ঘ) ডাকযোগে স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স সেবা: স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স ডাকযোগে গ্রাহকের হাতে পৌঁছানের নিমিত্ত ডাক অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি'র মধ্যে ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ ও বিলির কাজ দেশব্যাপী চলমান রয়েছে।

২.৯.১০ মিশন/ভিশন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, সর্বজনীন, নির্ভরযোগ্য ও আন্তর্জাতিক মানের ডাকসেবা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ-

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	প্রকল্পের শিরোনাম	সম্ভাব্য মেয়াদকাল	উদ্দেশ্য
০১	'বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন অফিস ও পুরাতন ডাকঘরসমূহ পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত সমীক্ষা' প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	ডাক অধিদপ্তরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরাতন ও জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের ভবন নতুনভাবে নির্মাণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
০২	'বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মেইল পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও লজিস্টিক সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন সংক্রান্ত সমীক্ষা' প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	ডাক অধিদপ্তরের জন্য একটি টেকসই মেইল পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন, হিমায়িত খাদ্য ও অন্যান্য পচনশীল খাদ্যদ্রব্য পরিবহনের জন্য কোল্ড চেইন ম্যানেজমেন্ট তৈরি করা এবং ডাক বিভাগের সেবা বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে লজিস্টিক সেবা ব্যবস্থার প্রবর্তন এর লক্ষ্যে এ সমীক্ষা প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে মূল প্রকল্পটি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

মধ্য মেয়াদি সংস্কার/কর্ম পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩ হতে ২০২৪-২০২৫ পর্যন্ত)

ক্র. নং	প্রকল্পের শিরোনাম	সম্ভাব্য মেয়াদকাল	উদ্দেশ্য
০৩	'নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী ও টাঙ্গাইল জেলাসমূহের পুরাতন ডাকঘরসমূহ পুনর্নির্মাণ' প্রকল্প	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪	ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন ডাকঘর ও অফিসসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং জনগণের নিকট অতি দ্রুত ও সহজে ডাক সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে।
০৪	'ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প।	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪	ডাক পরিবহন ব্যবস্থাকে আধুনিক ও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রকল্পটির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ক্র. নং	প্রকল্পের শিরোনাম	সম্ভাব্য মেয়াদকাল	উদ্দেশ্য
০৫	'বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন অফিস ও পুরাতন ডাকঘরসমূহ পুনর্নির্মাণ' প্রকল্প।	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৭	ডাক বিভাগের অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরাতন ও জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের ভবন নতুনভাবে নির্মাণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন অফিস ও পুরাতন ডাকঘরসমূহ পুনর্নির্মাণ' নামে নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে মূল প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

২.৯.১১ বাংলাদেশ পোস্ট এর ইএমএস কাস্টমার সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড ২০২২ লাভ

বাংলাদেশ পোস্ট প্রথমবারের মতো ইউপিইউ কর্তৃক এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস (ইএমএস) এর কাস্টমার সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড ২০২২ লাভ করে। ইউপিইউ ইএমএস এর কাস্টমার সার্ভিস রেসপন্স কোয়ালিটির উপর ভিত্তি করে প্রতি বছর এই এওয়ার্ড প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ২০২২ সালে কাস্টমার সার্ভিস রেসপন্স কোয়ালিটি'তে ৯৫% নম্বর পেয়ে গোল্ড ক্যাটাগরিতে এই এ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

২.৯.১২ স্মারক ডাকটিকিট ও ডাটাকার্ড এর তালিকা (২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রকাশিত)

ক্রমিক	বিষয়	মুদ্রণের তারিখ
১	জনশুমারি ও গৃহগণনা, ২০২২	০৭-০৬-২০২২
২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন	২৫-০৬-২০২২
৩	বাংলাদেশের প্রথম বাজেট পেশের সুবর্ণজয়ন্তী	৩০-০৬-২০২২
৪	মরমী কণ্ঠশিল্পী আব্দুল আলীমের ৯১তম জন্মবার্ষিকী	২৭-০৭-২০২২
৫	শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী	০৫-০৮-২০২২
৬	জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা	২৩-০৯-২০২২
৭	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম শুভ জন্মদিন	২৮-০৯-২০২২
৮	বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী	০৫-১০-২০২২
৯	৪ নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী	০৪-১১-২০২২
১০	বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী	১১-১১-২০২২
১১	বাংলাদেশ-সিংগাপুর কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী	১৫-১১-২০২২
১২	২২তম ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল	২০-১১-২০২২
১৩	১৯তম দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ	৮-১২-২০২২
১৪	১৬ মে ২০২২, কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে আনন্দপত্র পত্রিকা প্রকাশের ৩৫ বছর পূর্তি	১৬-১২-২০২২
১৫	মহান বিজয় দিবস-২০২২	১৬-১২-২০২২
১৬	সংবিধান ও সুপ্রিম কোর্টের ৫০ বছর	১৮-১২-২০২২
১৭	২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকা মেট্রোরেলের শুভ উদ্বোধন	২৮-১২-২০২২
১৮	৩২তম এশিয়া প্যাসিফিক ও একাদশ স্কাউট জাম্বুরি	২৫-০১-২০২৩
১৯	সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের ঐতিহাসিক জয়	০২-০২-২০২৩
২০	বাংলাদেশ ফ্রান্স কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর	১২-০২-২০২৩
২১	২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস	২৬-০৩-২০২৩
২২	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গৌরবোজ্জ্বল ৫০ বছর পূর্তি	০৭-০৪-২০২৩
২৩	মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র	১৭-০৪-২০২৩
২৪	বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংঘ দিবস	১৭-০৫-২০২৩
২৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর	২৩-০৫-২০২৩

২.৯.১৩ ডাক অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়

ক্রমিক নং	অর্থবছর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
১	২০১৮-২০১৯	৪৪২,২৮,৭৪,২৭৭.০০	৮৬০,৯৬,৯৫,২৪৭.০০
২	২০১৯-২০২০	৪৫১,৮০,৪৯,৪৬২.০০	৮৮৯,৮৭,৩৩,০০০.০০
৩	২০২০-২০২১	৩১৮,১৪,৭১,০৬৮.০০	৯০৭,৫৭,৪৭,০০০.০০
৪	২০২১-২০২২	২৩০,০৫,৩৬,৩৭৫.০০	৯৩৪,৩৪,৫৩,০০০.০০
৫	২০২২-২০২৩	২০১,৫৮,২৬,৪৮১.০০	৯৫৩,৯৯,৯৪,০০০.০০

আগারগাঁওস্থ ডাক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়।

[তথ্যসূত্র: ডাক অধিদপ্তর]

ডাক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশমুখে স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী ডাক হরকরার ভাস্কর্য।

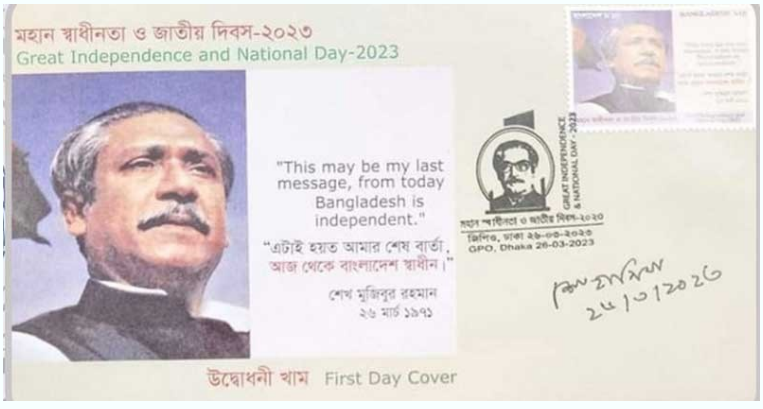

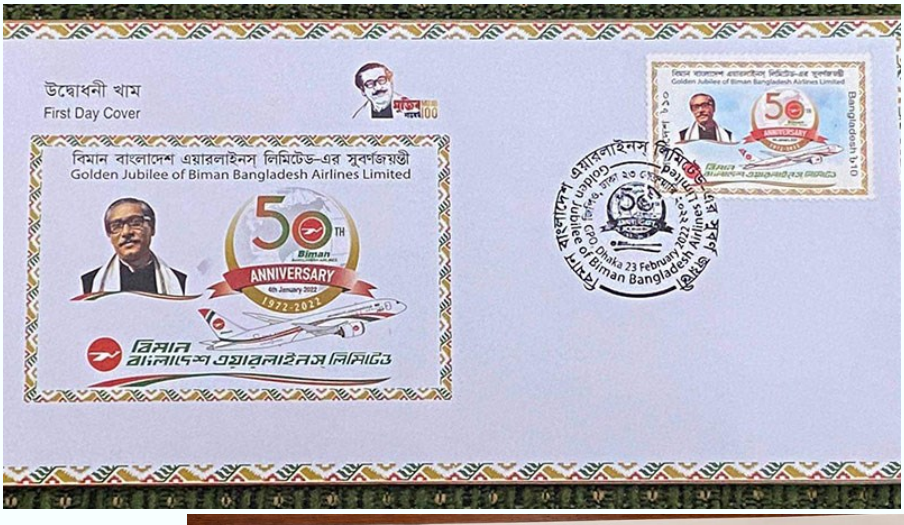

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক স্মারক ডাকটিকেট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটাকার্ড অবমুক্তকরণের স্থিরচিত্রসমূহ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রথম আটটি ডাকটিকেট।

ট্রাফলগার স্কয়ারে 'Stop Genocide, Recognise Bangladesh' সভায় বাংলাদেশে ডাকটিকেট উঁচিয়ে ধরেছেন ডিজাইনার বিমান মল্লিক।

গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় মোট ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন।

গত ২৮ মে ২০২৩ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মেট্রোরেলের উদ্বোধন উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকিট ও ৫০ টাকার স্মারক নোট উন্মোচন করেন।

০৪ নভেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধান দিবস। জাতীয় সংবিধান দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে স্মারক ডাকটিকেট উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫৩তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে গত ২৬ মার্চ ২০২৩ তারিখ স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।

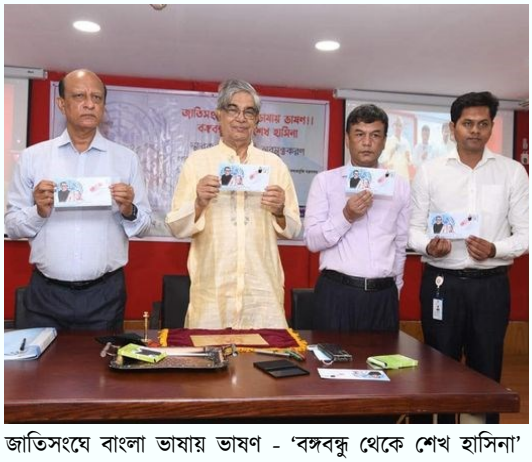

জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ - 'বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা' এর উপর গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ শুক্রবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডাক অধিদপ্তর, আগারগাঁও এর সম্মেলন কক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন।

[তথ্যসূত্র: ডাক অধিদপ্তর]

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কার্যালয়।

২.১০ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে কুরিয়ার সার্ভিসকে যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিসের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠন করা জরুরী হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে দি পোষ্ট অফিস অ্যাক্ট, ১৮৯৮ এর ধারা ৪ এবং ধারা ৮ সংশোধনপূর্বক কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও মানোন্নয়নের জন্য মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠনের বিধান সংযোজন করা হয়। পরবর্তীতে আইনের সংশোধন অনুযায়ী মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন এর মাধ্যমে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এর যাত্রা শুরু হয়। বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এর স্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়।

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কার্যালয় উদ্বোধন করেন জনাব মোস্তাফা জব্বার, মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

২.১০.১ ভিশন

জনবান্ধব মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবস্থার প্রবর্তন ও উন্নয়ন।

২.১০.২ মিশন

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন কুরিয়ার সেবা নিশ্চিতকরণ।

২.১০.৩ দায়িত্ব ও কার্যাবলি

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে:

(ক) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ও এজেন্সি অনুমতিপত্র প্রদান;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লাইসেন্স ফি, ক্ষতিপূরণ ফি ও অন্যান্য ফি আদায় ও তা আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(গ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্র এবং অন্যান্য অধিকার নির্ধারণ;

(ঘ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মান (standard) নির্ধারণ ও উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্তরূপে নির্ধারিত মান অনুসরণ করে পরিচালিত হচ্ছে কি-না তা পরিবীক্ষণ এবং মেইলিং ও কুরিয়ার সার্ভিসের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা (Guidelines) প্রণয়ন;

(ঙ) গ্রাহক এবং মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিরোধ বা উক্তরূপ সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার বিরোধ বা অন্য কোনো আন্তঃসংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসায় মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারক হিসেবে দায়িত্ব পালন;

(চ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক লাইসেন্সের শর্তাবলি ভঙ্গ বা লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা, জামানত বাজেয়াপ্ত, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও উহা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তি ও গ্রাহকের অধিকার সংরক্ষণ;

(জ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসংক্রান্ত নির্দেশিকা (Guidelines) প্রণয়ন;

(ঝ) সর্বোচ্চ ডাক প্রেরণকারী গ্রাহক, সংস্থা বা ব্যক্তি ও সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদানকারী মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান;

(ঞ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকাণ্ড স্বচ্ছতা, নৈতিকতা ও জবাবদিহিতার সহিত সম্পাদন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) আন্তর্জাতিকভাবে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিসের মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সেল পোস্টাল ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্সিস, ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন, ওয়ারশ কনভেনশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলি অনুসরণ এবং এর সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঠ) ইউনিভার্সেল পোস্টাল ইউনিয়নের নিয়মাবলি, আন্তর্জাতিক ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(ড) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঢ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স ফি, ক্ষতিপূরণ ফি ও অন্যান্য ফি'র হার নির্ধারণ;

(ণ) লাইসেন্সের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ত) কর্তৃপক্ষের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন সম্পত্তি ক্রয় এবং অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ;

(থ) কোন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা অবসানের ক্ষেত্রে, আদালতের নির্দেশক্রমে, অবসায়ক নিয়োগ;

(দ) কোন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া ঘোষিত হবার ক্ষেত্রে, আদালতের নির্দেশক্রমে প্রশাসক নিয়োগ।

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ড. মো: মহিউদ্দিন কর্তৃক কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে নতুন লাইসেন্স হস্তান্তর।

২.১০.৪ জনবল কাঠামো

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ	নিয়োগের ধরণ
১	চেয়ারম্যান	০১	০১	-	প্রেষণ
২	সদস্য	০২	০১	০১	প্রেষণ
৩	সহকারী পরিচালক (গ্রেড-৯)	০২	-	০২	সরাসরি নিয়োগ/প্রেষণ
৪	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (গ্রেড-১০)	০১	-	০১	সরাসরি নিয়োগ
৫	হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১০)	০১	-	০১	সরাসরি নিয়োগ
৬	পরিদর্শক (গ্রেড-১২)	০৪	০২	০২	সরাসরি নিয়োগ/প্রেষণ
৭	অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক(গ্রেড-১৪)	০৫	-	০৫	সরাসরি নিয়োগ
৮	গাড়ী চালক(গ্রেড-১৬)	০২	-	০২	সরাসরি নিয়োগ
৯	অফিস সহায়ক(গ্রেড-২০)	০৫	০২	০৩	সরাসরি নিয়োগ
	মোট	**২৩**	**৬**	**১৭**	

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের মোট অনুমোদিত পদ ২৩ টি, কর্মরত পদ ৬টি। শূন্যপদ ১৭টি, অফিস সহায়কের ২টি পদে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২.১০.৫ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদত্ত লাইসেন্সের ক্যাটাগরি

- অভ্যন্তরীণ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (অকু)
- আন্তর্জাতিক মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (আকু)
- অন-বোর্ড মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (অবোকু)

প্রদত্ত লাইসেন্সের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (অকু)-কে ০৭ (সাত) টি, আন্তর্জাতিক মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (আকু)-কে ০৪ (চার) টি এবং অন-বোর্ড মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (অবোকু)-কে ০৪ (চার) টি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৩-১৪ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রদত্ত লাইসেন্সের সংখ্যা

অর্থ বছর	অভ্যন্তরীণ কুরিয়ার সার্ভিস	আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিস	অন-বোর্ড কুরিয়ার সার্ভিস	মোট
১	২	৩	৪	৫(২+৩+৪)
২০১৩-১৪	৪৭	৪৮	২৪	১১৯
২০১৪-১৫	১৩	১৬	০২	৩১
২০১৫-১৬	০২	১২	০২	১৬
২০১৬-১৭	০৫	০৩	-	০৮
২০১৭-১৮	০৪	০৫	০২	১১
২০১৮-১৯	০৫	-	-	০৫
২০১৯-২০	০১	০২	-	০৩
২০২০-২১	০৬	-	-	০৬
২০২১-২২	১০	-	-	১০
২০২২-২৩	১৫	৩	-	১৮
মোট	**১০৮**	**৮৯**	**৩০**	**২২৭**

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৩-১৪ হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ১০৮টি অভ্যন্তরীণ কুরিয়ার সার্ভিস, ৮৯টি আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিস ও ৩০টি অন-বোর্ড কুরিয়ার সার্ভিস মিলিয়ে সর্বমোট ২২৭টি কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

২.১০.৬ নবায়নকৃত লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নবায়নকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা-

লাইসেন্সের ধরন	নবায়নকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা
অভ্যন্তরীণ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (অকু)	৫১
আন্তর্জাতিক মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (আকু)	২৩
অন-বোর্ড মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (অবোকু)	১১
মোট	**৮৫**

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৫১টি অভ্যন্তরীণ কুরিয়ার সার্ভিস, ২৩টি আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিস ও ১১টি অন-বোর্ড কুরিয়ার সার্ভিস সর্বমোট ৮৫টি কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।

২.১০.৭ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এর ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- এ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন স্থায়ী কার্যালয় ছিলনা। বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে প্রায় ৯ বছর পর এর স্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়;
- নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে টার্গেট ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। আদায় ২ কোটি ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৭৪ টাকা। আদায়ের হার ১০৪%;
- পরিচালন ব্যয় ১ কোটি ১৯ হাজার ৩৪০ টাকা;
- নীট আয় ১ কোটি ৪ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৩৪ টাকা;

জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ, সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কার্যালয় পরিদর্শন।

- মূল্য সংযোজন কর আদায় ১০ লক্ষ ৫৯ হাজার ১৫০ টাকা;
- কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব বাবদ মোট আয় ২ কোটি ১৫ লক্ষ ১ হাজার ৮২৪ টাকা;
- প্রদত্ত নতুন লাইসেন্স এর সংখ্যা ১৫টি;
- নবায়নকৃত লাইসেন্স এর সংখ্যা ৮৫টি;
- প্রশিক্ষণ ৫টি;
- প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৭৫ জন;
- ওয়ার্কশপ ২টি;
- ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৫০ জন;
- 'মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩' এর খসড়া প্রণয়ন;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের 'কর্মচারী চাকরি বিধিমালা ২০২৩' এর খসড়া প্রণয়ন;
- এ প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবনী ধারণার অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে অফিসের প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে দিনের আলো সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে অফিসের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হচ্ছে।

২.১০.৮ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব

অর্থবছর	মোট আয়	ব্যয়	নীট আয়
১	২	৩	৪ (২-৩)
২০১৩-১৪	৬৭,৩৫,০০০	-	৬৭,৩৫,০০০
২০১৪-১৫	৫৩,১২,০০০	-	৫৩,১২,০০০
২০১৫-১৬	৭৫,৪৮,০০০	-	৭৫,৪৮,০০০
২০১৬-১৭	১,১৯,৯৭,৯২৫	৩,১১,৭১৫	১,১৬,৮৬,২১০
২০১৭-১৮	৯৮,১৬,৬৪৭	১৪,৭৭,২৪০	৮৩,৩৯,৪০৭
২০১৮-১৯	৯১,২১,২৩৬	৩০,৬১,৯৮৯	৬০,৫৯,২৪৭
২০১৯-২০	১২৭,৬৩,৫৫০	৯,১৮,১৩৪	১,১৮,৪৫,৪১৬
২০২০-২১	১,৩১,০৩,৫২৮	৫,৫৪,৩৯২	১,২৫,৪৯,১৯৬
২০২১-২২	১,৬৮,৩৫,৭৩৫	৭০,৪৮,৫৭২	৯৭,৮৭,১৬৩
২০২২-২৩	২,০৪,৪২,৬৭৪	১,০০,১৯,৩৪০	১,০৪,২৩,৩৩৪
মোট	**৯,৩২,৩৩,৬৮১**	**১,৩৩,৭২,০৪২**	**৭,৯৮,৬১,৬৩৯**

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ২০১৩-১৪ হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় করেছে ৯,৩২,৩৩,৬৮১ টাকা, ব্যয় করেছে ১,৩৩,৭২,০৪২ টাকা। নীট আয় করেছে ৭,৯৮,৬১,৬৩৯ টাকা।

২.১০.৯ খাতভিত্তিক রাজস্ব আয়

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থ বছরে খাত ভিত্তিক কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় নিম্নরূপ-

ক্রম	সেবা/ব্যবসার প্রকৃতি	রাজস্ব আয় (টাকা)
১	লাইসেন্স ফি	৩৭,৭১,০০০
২	নবায়ন ফি	৩২,৯০,০০০
৩	ক্ষতিপূরণ ফি	১,৩৩,৮১,৬৭৪
৪	ভ্যাট	১০,৫৯,১৫০
	মোট	**২,০৪,৪২,৬৭৪**

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব বাবদ মোট ২,০৪,৪২,৬৭৪ টাকা রাজস্ব আদায় করেছে।

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩" এর খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে অংশীজনের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত কন্সালটেশন সভা।

২.১০.১০ ফি আদায় সংক্রান্ত তথ্য

(ক) কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ফি আদায়

অর্থ বছর	অভ্যন্তরীণ কুরিয়ার সার্ভিস	আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিস	অন-বোর্ড কুরিয়ার সার্ভিস	মোট
১	২	৩	৪	৫(২+৩+৪)
২০১৩-১৪	৩৬,০০,০০০	২৮,৮৫,০০০	২,৫০,০০০	৬৭,৩৫,০০০
২০১৪-১৫	৪,২০,০০০	৪৬,৯৬,৯০২	১,৯৪,৬৭২	৫৩,১১,৫৭৪
২০১৫-১৬	-	৭৫,২৫,০৩৬	২৩,৫৩৬	৭৫,৪৮,৫৭২
২০১৬-১৭	২,৫০,০০০	১,১৭,৭৫,৯১৬	২২,০১১	১,১৯,৯৭,৯২৫
২০১৭-১৮	১৩,৯৫,২৪৮	৮১,৮০,৯১৪	২,৪০,৪৮৫	৯৮,১৬,৬৪৭
২০১৮-১৯	১০,৭৩,১৭৮	৭৪,০৯,০৩৫	১,৩৯,০১৯	৯১,২১,২৩৬
২০১৯-২০	৪৫,১৪,৪৮১	৮১,৮৫,৭৫২	৬৩,৩১৭	১,২৭,৬৩,৫৫০
২০২০-২১	৩৭,১১,৯১৭	৯৮,০২,৫৯৪	৩০,০০০	১,৩৫,৪৪,৫১১
২০২১-২২	৭৫,৩৭,০৪০	৯২,৭৯,৭৭৬	১৮,৯১৯	১,৬৮,৩৫,৭৩৫
২০২২-২৩	৬৯,৬৫,০৮০	১,৩৩,১৮,৫১৬	১,৫৯,০৭৮	২,০৪,৪২,৬৭৪
মোট	**২,৯৪,৬৬,৯৪৪**	**৮,৩০,৫৯,৪৪১**	**১১,৪১,০৩৭**	**১১,৪১,১৭,৪২৪**

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ২০১৩-১৪ হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন ফি বাবদ অভ্যন্তরীণ কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান হতে ২,৯৪,৬৬,৯৪৪ টাকা, আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান হতে ৮,৩০,৫৯,৪৪১ টাকা ও অন-বোর্ড কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান হতে ১১,৪১,০৩৭ টাকা সর্বমোট ১১,৪১,১৭,৪২৪ টাকা আদায় করেছে।

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোস্তাফা জব্বার, মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

(খ) ক্ষতিপূরণ ফি, নবায়ন ফি ও লাইসেন্স ফি আদায় সংক্রান্ত তথ্য

অর্থ বছর	ক্ষতিপূরণ ফি	নবায়ন ফি	লাইসেন্স ফি	মোট
১	২	৩	৪	৫(২+৩+৪)
২০১৩-১৪	--	--	৬৭,৩৫,০০০	৬৭,৩৫,০০০
২০১৪-১৫	৩৪,৬৭,০০০	--	১৮,৪৫,০০০	৫৩,১২,০০০
২০১৫-১৬	৭০,৯৩,০০০	--	৪,৫৫,০০০	৭৫,৪৮,০০০
২০১৬-১৭	৭৮,৩৩,০০০	৯,৩০,০০০	৩২,৩৫,০০০	১,১৯,৯৮,০০০
২০১৭-১৮	৮৪,৫৬,৬৪৭	৪,৮৫,০০০	৮,৭৫,০০০	৯৮,১৬,৬৪৭
২০১৮-১৯	৭৫,৮৬,২৩৬	১০,০০,০০০	৫,৩৫,০০০	৯১,২১,২৩৬
২০১৯-২০	১,০০,৫৮,৫৫০	১৬,৯০,০০০	১০,১৫,০০০	১,২৭,৬৩,৫৫০
২০২০-২১	৯৯,১৮,৫৮০	১৪,১০,০০০	১৭,৭৫,০০০	১,৩১,০৩,৫৮০
২০২১-২২	৯৬,০৮,৭৩৫	৩৫,৯০,০০০	৪৬,৩৭,০০০	১,৭৮,৩৫,৭৩৫
২০২২-২৩	১,৩৩,৮১,৬৭৪	৩২,৯০,০০০	৩৭,৭১,০০০	২,০৪,৪২,৬৭৪
মোট	**৭,৭৪,০৩,৪২২**	**১,২৩,৯৫,০০০**	**২,৪৮,৭৮,০০০**	**১১,৪৬,৭৬,৪২২**

২.১০.১১ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(ক) স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা

- বর্তমান ব্যবস্থাপনায় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি;
- বিভাগীয় শহরে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন বৃদ্ধি;
- শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে লিংকেজ প্রতিষ্ঠা;
- পরিদর্শন ও মনিটরিং বৃদ্ধি।

(খ) মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা

- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩ এর চূড়ান্তকরণ;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা,২০১৩ (সংশোধন) এর চূড়ান্তকরণ;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের 'কর্মচারী চাকরি বিধিমালা ২০২৩' এর চুড়ান্তকরণ;
- অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণ।

(গ) দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা

- স্থায়ী জনবল নিয়োগ;
- স্থায়ী অফিস ভবন নির্মাণ;
- আইনি কাঠামোর আওতায় সেবাদানকারী কুরিয়ার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন;
- গ্রাহকগণের অভিযোগ নিষ্পত্তি;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের জন্য ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ।

[তথ্যসূত্র: মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ]

তৃতীয় অধ্যায়

২০২২-২৩ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব ও ব্যয়

৩.১ পরিচালন ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ, প্রকৃত ব্যয় ও ব্যয়ের হার

২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার অনুকূলে পরিচালন ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ, প্রকৃত ব্যয় ও ব্যয়ের হার নিম্নরূপ-

বিভাগ	খাতসমূহ	মোট লক্ষ্যমাত্রা (হাজার টাকায়)	মোট ব্যয় (হাজার টাকায়)	ব্যয়ের হার (%)
১৫৪-ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (পরিচালন ও উন্নয়ন)	পরিচালন ব্যয়	**১১২৬,৭৬,৯১.০০**	**১০৪৩,১৫,০৫.৭৩**	**৯২.৫৭**
	উন্নয়ন ব্যয়	১৯২৫,৫১,০০.০০	১৬৫৭,৫৪,৫১.৯০	৮৬.০৮
	মোট =	৩০৫২,২৭,৯১.০০	২৭০০,৬৯,৫৭.৬৩	৮৮.৪৮

৩.২ বিভাজিত পরিচালন বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়

২০২২-২৩ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও দপ্তরসমূহের অনুকূলে বিভাজিত পরিচালন বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় নিম্নরূপ-

(অংকসমুহ হাজার টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম	বরাদ্দ	ব্যয়	ব্যয়ের হার (%)
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (সচিবালয়)	১১,৯৮,৪৯.০০	৯,২৬,২০.০০	৭৭.২৮
ডাক অধিদপ্তর	১০১৭,১৭,২৫.০০	৯৫৩,৯৯,৯৪.০০	৯৩.৭৯
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	৯৬,৩৮,০০.০০	৭৮,৮৮,৭৩.০০	৮১.৮৫
মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ	১,২৩,১৭.০০	১,০০,১৮.৭৩	৮১.৩৪
মোট ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ =	১১২৬,৭৬,৯১.০০	১০৪৩,১৫,০৫.৭৩	৯২.৫৭

৩.৩ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় (অর্থবছর ২০২২-২৩)

(অংকসমুহ হাজার টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আদায়	আদায়ের হার (%)
১. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৩০,০০.০০	২৫,৬৬.০০	৮৫.৫৩
২. ডাক অধিদপ্তর	৫৯৯,০০,০০.০০	২০১,৫৮,২৬.০০	৩৩.৬৫
৩. টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	৫,৫০.০০	২,০৫.০০	৩৭.২৭
৪. মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ	১,৯৮,০০.০০	২,০৪,৪২.৬৭	১০৩.২৫
৫. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	৪৩১৬,৪৭,৫০.০০	৪১১৪,৫৯,৮৮.৯২	৯৫.৩২
৬. বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড	৫,০০,০০.০০	৪,৮১,৫৮.৫৯	৯৬.৩২
৭. বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিঃ	২১,৭৮,০০.০০	০.০০	-
৮. বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিঃ	৪৭,৭৫,০০.০০	০.০০	-
৯. টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড	১,১০,০০.০০	০.০০	-
১০. টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	৫,৬০,০০.০০	০.০০	-
মোট ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ =	**৪৯৯৯,০৪,০০.০০**	**৪৩২৩,৩১,৮৭.১৮**	**৮৬.৪৮**

৩.৪ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের গত ১৪ বছরের রাজস্ব আয়

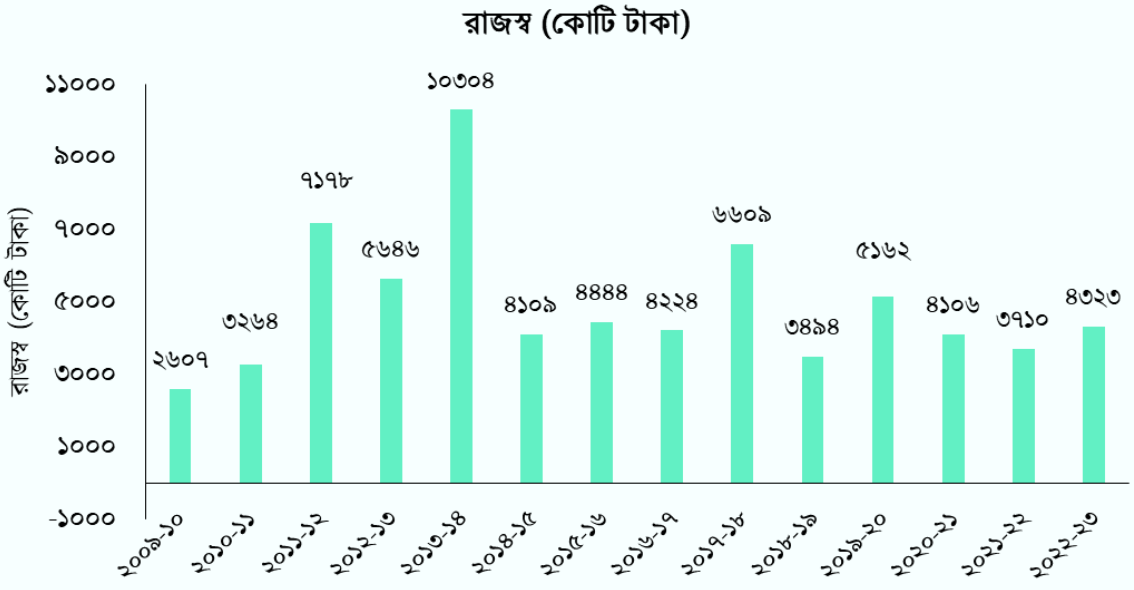

চতুর্থ অধ্যায়

স্মার্ট বাংলাদেশ
Smart Bangladesh

গত ১৫ বছরে (২০০৯-২০২৩) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অর্জন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার

"নগদ"
বাংলা
5G
Bangladesh 5G Summi

৪.১ ২০০৯-২০২৩ সময়কালে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও অধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম ও অর্জনের সংক্ষিপ্তসার

(ক) আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০), বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০০৯; পোস্ট অফিস আইন, ১৮৯৮ (সংশোধিত ২০১০); সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০২১, মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৩; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২;
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮; বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২; বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২২; The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (ANS Operator's Quality of Service) Regulations, 2018;
- জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৮; আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার টেলিযোগাযোগ সেবা নীতিমালা, ২০১০; জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০০৯ (সংশোধিত ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮);

(খ) টেলিযোগাযোগ খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গাইডলাইন

- সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; 3G সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৩; 4G/LTE সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৭; ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল সিস্টেম ও সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১;
- ভিওআইপি সার্ভিস প্রোভাইডার রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১২; ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১২; মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৬; টেলিকমিউনিকেশন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস রেজিস্ট্রেশন ও রেগুলেটরি গাইডলাইন, ২০১৮; টাওয়ার শেয়ারিং রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৮; স্যাটেলাইট অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০২২; সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন;

(গ) টেলিযোগাযোগ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

- কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সেবা বিপণনসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৭ সালে বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড গঠন;
- টেলিযোগাযোগ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং সরকারকে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য ২৪ জুন ২০১৫ তারিখে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজন;
- দেশে বেসরকারি খাতের মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০১৩ সালে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠন;

(ঘ) টেলিযোগাযোগ খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন

- গত ১২ মে ২০১৮ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেইপ ক্যানাভেরালে অবস্থিত লঞ্চপ্যাড LC-39A থেকে Falcon 9 লঞ্চ ভেহিকেল ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রথম যোগাযোগ স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭তম নিজস্ব স্যাটেলাইটের অধিকারী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, চরাঞ্চল ও দ্বীপসহ সারাদেশে টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের অত্যাধুনিক ডিজিটাল সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। দেশে ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট টু হোম) প্রযুক্তিতে সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এর প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য এ নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান Price Water House Coopers (PwC) -এর দাখিলকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের টেকনিক্যাল অংশের আলোকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ তৈরি এবং উৎক্ষেপণের বিষয়ে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে ফ্রান্সের সম্মানিত প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরকালে বিএসসিএল এবং ফ্রান্সের এয়ারবাস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেস এসএএসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু-২ আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম-সম্পর্কিত সহযোগিতার বিষয়ে লেটার অব ইনটেন্ট (এলওআই) স্বাক্ষরিত হয়।

- স্যাটেলাইট পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের নিমিত্ত গাজীপুর এবং বেতবুনিয়ায় দুটি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন ও উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই স্থাপনা দুটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে;
- ২০০৬ সালে চালুকৃত SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন ক্যাবলের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কনসোর্টিয়ামের আপগ্রেড-৩ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যান্ডউইডথের পরিমাণ বর্তমানে ৬০০ Gbps-এ দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ব্যান্ডউইডথ বহনের জন্য ঢাকা ও কক্সবাজারের মধ্যে বিটিসিএল ও পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি লিমিটেডের অপটিক্যাল ফাইবার (প্রটেকশন) ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান ৪০ Gbps ক্যাপাসিটির অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন লিংককে ২৪০ Gbps এ রূপান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি লাইসেন্সধারী বেসরকারি এনটিটিএন প্রতিষ্ঠানসমূহও কক্সবাজার পর্যন্ত ব্যাকহল লিংক স্থাপন করে সেবা প্রদান করছে;
- '১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প' ডিসেম্বর ২০১৬-তে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় ১১৪টি উপজেলা হতে ১১০৮টি ইউনিয়নে প্রায় ৮০০০ কি:মি: অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ১২১৬টি ইউনিয়নে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার রয়েছে। ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সামরিক, বেসামরিক সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে;
- বিটিসিএল কর্তৃক 'টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় Gigabit-capable Passive Optical Network (GPON), ভিত্তিক FTTx (Office/home/building) System চালু করা হয়েছে;
- দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 এর 'ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন' পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় স্থাপন করা হয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে SEA-ME-WE-5 এর ল্যান্ডিং স্টেশন ও সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বিদ্যমান দুটি সাবমেরিন ক্যাবলের বর্তমান মোট ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি প্রায় ৩৪২০ Gbps। দেশের আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ চাহিদার প্রায় ৫২% বর্তমানে বিএসসিসিএল-এর মাধ্যমে মেটানো হচ্ছে;
- তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে SEA-ME-WE-6 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে এটি চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে। 2MIU বিনিয়োগের ফলে SMW6 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিসিএল এর ক্যাপাসিটি হবে ১৩,২০০ জিবিপিএস;
- "উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় ৯০০০ কি.মি. এর অধিক অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও লাইসেন্সধারী NTTN অপারেটরগণও প্রায় সকল উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। ফলে দেশের প্রায় সকল উপজেলার জনগণের জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে;
- বিটিসিএল কর্তৃক 'Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের তিনটি স্থানে IMS (IP Multi-media Subsystem) Platform, FTTx Technology এর AGW (Access Gate Way), GPON (Gigabit Passive Optical Network) ও MDU (Multi Dwelling Unit) -এর মাধ্যমে Fixed Access Network এবং বিটিসিএল এর IP Network স্থাপন করা হয়েছে;
- স্বল্প মূল্যে ইন্টারনেট, ট্রান্সমিশন ও ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে ১৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে IIG ও NTTN সেবার বিভিন্ন লেয়ারের জন্য ট্যারিফ নির্ধারণ করে দেয়া হয়;
- সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গ্রাহকদের সুবিধার্থে গত ০৬ জুন ২০২১ তারিখে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের স্ল্যাবভিত্তিক 'এক দেশ এক রেট' ট্যারিফটি উদ্বোধন করা হয়। নির্ধারিত ট্যারিফ অনুযায়ী ৫Mbps ইন্টারনেটের মূল্য সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা, ১০Mbps ইন্টারনেটের মূল্য সর্বোচ্চ ৮০০ টাকা এবং ২০Mbps ইন্টারনেটের মূল্য সর্বোচ্চ ১,২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়;
- 'দেশের সকল সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৫৮৭টি সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে বিটিসিএল এর বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে উচ্চ গতির ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সুবিধা প্রদান করবে। ইতোমধ্যে ৪৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে;

- মোবাইল নম্বর অপরিবর্তিত রেখে অন্য যেকোনো মোবাইল অপারেটরের সেবা গ্রহণ করার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে Mobile Number Portability Services (MNPS) লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি গত ০১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বাণিজ্যিকভাবে Porting কার্যক্রম শুরু করে। গত ২১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Mobile Number Portability (MNP) সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন; বিটিসিএলসহ ৭টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে International Terrestrial Cable (ITC) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;
- জনগণের নিকট স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিটিসিএল, পিজিসিবি, রেলওয়ে এবং ৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে; প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে বিদ্যমান দুইটি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিটিসিএল এবং একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে Broadband Wireless Access (BWA) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;
- টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য IGW, ICX, IIG, NIX, VSP, ISP, IPTSP, NTTN, NSP, Vehicle Tracking Service, MNP, Tower Sharing, TVAS ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে প্রায় ৩৪০২টি বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে;
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) কর্তৃক গত ০৪ অক্টোবর ২০১৬ ডট বাংলা ('.বাংলা' .xn--54b7fta0cc) IDN ccTLD বাংলাদেশের অনুকূলে চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে '.বাংলা' ডোমেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে লালমনিরহাটের দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতায় 3G সেবা উদ্বোধন করেন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে টেলিটক এর মাধ্যমে দেশের ছয়টি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে বাণিজ্যিক 5G সেবার শুভ উদ্বোধন করেন।
- গত ১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে Regulatory and Licensing Guideline for Tower Sharing License জারি করা হয়েছে। গত ১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে চারটি প্রতিষ্ঠানকে Tower Sharing License প্রদান করা হয়;
- গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক এবং অধুনালুপ্ত সিটিসেলের 2G লাইসেন্সের মেয়াদ গত ০৯ নভেম্বর ২০১১ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে লাইসেন্সসমূহ নতুন গাইডলাইন ও শর্তের আলোকে নবায়ন করা হয়েছে। নবায়নের সময় প্রতি MHz তরঙ্গ ১৫০ কোটি টাকায় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যা ইতঃপূর্বে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছিল;
- ২০১৮ সালে নিলামে প্রযুক্তি নিরপেক্ষ ১৮০০ MHz ব্যান্ডের প্রতি MHz স্পেকট্রাম ৩১ মিলিয়ন ডলার এবং ২১০০ MHz ব্যান্ডের প্রতি MHz স্পেকট্রাম ২৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে;
- গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ ৫টি প্রতিষ্ঠানকে 3G লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। নিলামে প্রতি MHz 3G স্পেকট্রাম (২১০০ MHz ব্যান্ড) ২১ মিলিয়ন ডলার মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে; গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ ৪টি প্রতিষ্ঠানকে 4G লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। 4G সেবা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে চালু করা হয়েছে। বর্তমানে সকল উপজেলা পর্যায়সহ গ্রামাঞ্চলেও 4G সেবা বিস্তৃত হয়েছে;
- গত ৮ মার্চ ২০২১ তারিখে নিলামের মাধ্যমে ১৮০০ MHz ব্যান্ড থেকে ৭.৪ MHz ও ২১০০ MHz ব্যান্ড থেকে ২০ MHz তরঙ্গ ৫ বছর ৭ মাস ০২ দিনের জন্য গ্রামীনফোন, রবি ও বাংলালিংকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার বরাদ্দ মূল্য বাবদ আয় ভ্যাট সহ ৩০৫২.১৯ কোটি টাকা;
- সকল মোবাইল অপারেটর প্রতিনিধিগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে ২.৩ GHz ব্যান্ডের বরাদ্দযোগ্য ১০০ MHz (১০ MHz ১০টি ব্লক) এবং ২.৬ GHz ব্যান্ডের বরাদ্দযোগ্য ১২০ MHz (১০ MHz ১২টি ব্লক) এর তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ১৯০ MHz তরঙ্গ (ভ্যাট ব্যতীত) ১.২৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে (১০,৬৪৫.৭০ কোটি টাকা) ১৫ বছরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

- বার্ষিক তরঙ্গ চার্জ পরিশোধের ক্ষেত্রে 2G, 3G ও 4G/LTE লাইসেন্সের শর্তের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক Contribution Factor ও Band Factor -এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনপূর্বক তরঙ্গের প্রযুক্তি নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের স্বার্থে একীভূত Contribution Factor ও Band Factor ঘোষণা করা হয়েছে। ০১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ হতে পরিবর্তিত ফর্মুলাটি কার্যকর করা হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ উপলক্ষে অর্ধেক খরচে অর্থাৎ ভ্যাট ব্যতীত সর্বোচ্চ ২৫ পয়সা খরচে বাংলায় SMS সেবা চালু করা হয়েছে;
- টেলিটক সারাদেশে প্রায় ৫,৬৬৪টি 2G BTS এবং ৪,৮৮২টি 3G NodeB এবং ৩,৫৩৭টি 4G e-NodeB'র মাধ্যমে সকল জেলা শহরে ও ৪৮৭টি উপজেলায় 3G ও 4G মোবাইল সেবা প্রদান করছে। বর্তমানে টেলিটকের সর্বমোট ৬৯টি কাস্টমার কেয়ার সেন্টার, ২১টি কাস্টমার কেয়ার পয়েন্ট, ১টি কল সেন্টার (১২১) আছে। টেলিটকের বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬৭.৫ লক্ষ। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম ও ফলাফল প্রকাশ, চিকিৎসা, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিনোদন, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেলিটক জনগণকে ই-সেবা প্রদান করছে;

(ঙ) ডিজিটাল মাধ্যম ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

- সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে পর্নো-সাইটসহ দেশের মূল্যবোধের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ওয়েবসাইট বা কনটেন্টে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর প্রবেশ রোধ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ ধরণের ২২ হাজার পর্নোসাইট ও ২ হাজার জুয়ার সাইট বন্ধ করা হয়েছে;
- দেশে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন IIG PoP স্থাপনের প্রেক্ষাপটে রাজস্ব খাত হতে বিভিন্ন পর্যায়ে সিটিডিআর সিস্টেমের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ক্যাপাসিটি আরও বৃদ্ধির প্রয়োজনে 'সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স-ফেজ ২' প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে গ্রাহকগণের তথ্য যাচাইপূর্বক SIM/RUIM পুন:নিবন্ধন কার্যক্রম ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে চালু করা হয়েছে এবং নতুন সংযোগ গ্রহণে বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ৩১ মে ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সকল মোবাইল অপারেটর মোট ১১ কোটি ২১ লক্ষ গ্রাহকের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। অনিবন্ধিত সিমসমূহ ১লা জুন ২০১৬ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ২০ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত সকল মোবাইল অপারেটরের মোট ২০ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩ শত ৭৬টি SIM/RUIM বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ফলে মোবাইল ফোনে হুমকি, চাঁদাবাজি, জঙ্গি অর্থায়ন, অবৈধ কল টার্মিনেশন ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে;
- সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটসমূহে সমাজ ও দেশ বিরোধী প্রচারণা, গুজব, ধর্মীয় উগ্রবাদ ইত্যাদি ক্ষতিকর কনটেন্ট রোধ, মনিটরিং ও প্রতিহতকরণের লক্ষ্যে ফেসবুক, গুগল, মাইক্রোসফট এবং অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমসমূহের কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(চ) সাশ্রয়ী ও উন্নতমানের সেবা নিশ্চিতকরণ

- বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের অনুমোদিত কলরেট সর্বনিম্ন ০.৪৫ টাকা হতে সর্বোচ্চ ২.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্যাকেজের গড় কলরেট বর্তমানে ০.৫ টাকার নীচে নেমে এসেছে। এছাড়া সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড পালস চালু করায় মোবাইল গ্রাহকরা সাশ্রয়ী মূল্যে কথা বলতে পারছে;
- টেলিযোগাযোগ সেবার মান উন্নয়নের জন্য কল ড্রপ রোধ, নেটওয়ার্কের মান বৃদ্ধি, বিটিআরসির QoS সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলা, গ্রাহক কর্তৃক অবাঞ্ছিত প্যাকেজ বন্ধকরণ, কপিরাইট লঙ্ঘন রোধ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কল ড্রপের ক্ষেত্রে কল মিনিট ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে নিয়ে আসা, দেশে ইন্টারনেটের প্রসার বৃদ্ধি, ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস এবং ডিজিটাল সার্ভিসসমূহের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি Mbps ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মাসিক চার্জ ২০০৯ সালের ২৭,০০০ টাকা হতে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে বর্তমানে সর্বনিম্ন ২৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;

- মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসসহ TVAS সেবায় ব্যবহৃত Unstructured Supplementary Service Data (USSD) এর জন্য Session Based USSD Pricing নির্ধারণ করা হয়েছে;
- BWA, ISP, PSTN, IPTSP সহ অন্যান্য সকল ANS অপারেটরগণের টেলিযোগাযোগ সেবার মান সংক্রান্ত সমন্বিত রেগুলেশন ANS Operator's Quality of Service Regulations, 2018 জারি করা হয়েছে;
- 'Limiting Exposure to Radiation of Electromagnetic Fields (9kHz to 300GHz)' শীর্ষক একটি খসড়া গাইডলাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। EMF-Radiation এর মাত্রা পরিমাপ করার জন্য বিটিআরসি ২ ইউনিট Radiation Measurement Equipment with Monitoring Vehicles ক্রয় করেছে;
- মোবাইল অপারেটরদের Promotional SMS/Campaign এর প্রাপ্তি রোধের জন্য Do Not Disturb (DND) সার্ভিস Activate করার পদ্ধতি জানিয়ে প্রতি মাসে অন্তত একবার গ্রাহকগণকে SMS করার জন্য বিটিআরসি হতে মোবাইল ফোন অপারেটরদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

(ছ) টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও সেবার আওতা বৃদ্ধি

- মোবাইল ফোনের সংযোগ সংখ্যা ২০০৮ সালের ৪.৬ কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৩ শেষে প্রায় ১৮.৬১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশে টেলিডেনসিটি প্রায় ১০৯% এ উন্নীত হয়েছে যা ২০০৮ সালে ৩৪.৫% ছিল;
- ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ২০০৮ সালের মাত্র ৪০ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৩ শেষে প্রায় ১২.৯৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ডেনসিটি দাঁড়িয়েছে ৭৫.৩৬% এ যা ২০০৮ সালে মাত্র ২.৭% ছিল;
- ২০০৮ সালে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭.৫ Gbps যা জুন ২০২৩ শেষে ৪,৮৬৫ Gbps অতিক্রম করেছে;

(জ) টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি উৎপাদনে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি

- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি) ২০১২ সাল থেকে দেশে অপটিক্যাল ফাইবার উৎপাদন শুরু করেছে। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ৯,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করতে ২.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উচ্চগতির আরও ১টি নতুন সিথিং লাইন মেশিন স্থাপন করা হয়েছে;
- দেশীয় চাহিদা বিবেচনায় বাকেশি-তে HDPE Silicon Duct তৈরির জন্য প্রায় ১.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মেশিন স্থাপন করা হয়েছে যা সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডাক্ট প্ল্যান্টের উৎপাদন ৩,৫০০ কিলোমিটারে উন্নীত করতে নতুন ডাক্ট মেশিন সংযোজন করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য বাকেশিতে টেলিফোন কপার ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট এবং বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ২০,৮৮০.০০ কন্ডাক্টর কিলোমিটার, ৬,০০০.০০ কিলোমিটার, ২,০০০.০০ কিলোমিটার এবং ৭০৬ কিলোমিটার যা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে;
- বিটিসিএল-এর MoTN Project ও হাওড়-বাওড় Project এর অধীন ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮,৪৮১ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ১৮৭৮ কি.মি. ডাক্ট পাইপের ক্রয়াদেশ পাওয়া গেছে যার মূল্য প্রায় ৪৯.৬৩ কোটি টাকা;
- বাকেশি হতে বিটিসিএলসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রায় ২৮,০৭১.২২৮ কন্ডাক্টর কিলোমিটার টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল সরবরাহ করা হয়েছে;
- আইসিটি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন ৭৭২টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপনে ""কানেক্টেড বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পে ৮,১০৬ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ৫,০০০ কিলোমিটার এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট উৎপাদনপূর্বক সরবরাহের ক্রয়াদেশ পাওয়া যায় যার মূল্য প্রায় ১৫৮ কোটি টাকা;
- ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল তৈরির প্ল্যান্টের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন একটি 1+6 Tubular Stranding Machine, একটি Continuous Annealing Machine, একটি 800mm Double Twist Bunching Machine এবং একটি Servo-hydraulic Universal Testing Machine (Steel Wire) ক্রয় করা হয়েছে।

- বাকেশি'র উৎপাদন বহুমুখীকরণে প্রায় ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ২,৪০০ মেট্রিক টন (মাসে গড়ে ৬০০ কিলোমিটার) উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল ও বেয়ার বা ইনস্যুলেটেড ওয়্যার তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্ল্যান্টটিতে বাণিজ্যিক উৎপাদন চালু হয়েছে;
- টেলিফোন শিল্প সংস্থা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন Core i5 এবং Core i7 প্রসেসর সমৃদ্ধ দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন করে বাজারজাত করছে। এ পর্যন্ত লক্ষাধিক ল্যাপটপ সংযোজন করা হয়েছে। এসব ল্যাপটপ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর বাংলাদেশ শিক্ষা বিভাগ এবং আইসিটি অধিদপ্তরে সরবরাহ করা হয়েছে;
- টেলিফোন শিল্প সংস্থায় ২০০৯ সালে ডিজিটাল এনার্জি মিটার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্ল্যান্ট ৮ (আট) প্রকারের মাল্টি-ফাংশনাল ডিজিটাল এনার্জি মিটার সংযোজন করা হয়। এ পর্যন্ত ডেসকো'র নিকট বিভিন্ন প্রকারের মোট ৪,৬৭,৬৬১টি, ডিপিডিসি'র নিকট ১,০০,০০০টি এবং আরইবি'র নিকট ৩০,৫০০টি মিটার বিক্রয় করা হয়েছে। ডেসকো এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন সমিতিতে মিটার সরবরাহ করা হচ্ছে। ডেসকো'তে ১ (এক) লক্ষ স্মার্ট মিটার সরবরাহের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে; টেশিসে ২০০৯ সালে মোবাইলের ব্যাটারি ও ব্যাটারি চার্জার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে; বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লি:, টেলিটক বাংলাদেশ লি: এবং বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লি: এ ডিডব্লিউডিএম, বাংলাদেশ বেতারে টেলিকম ইকুইপমেন্ট স্থাপন ও সরবরাহ করা হয়েছে।
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে টেলিভিশন এবং টেলিটক বাংলাদেশ লি: এ বায়োমেট্রিক ডিভাইস সরবরাহের লক্ষ্যে টেশিসে প্লান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে (SRDL) ২য় ফেইজ প্রকল্পে ১৫,৩০০ টি ল্যাপটপ ৯০০ টি স্কুলে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঝ) টেলিযোগাযোগ খাতে অবৈধ কার্যক্রম রোধ

- অবৈধ কল টার্মিনেশন রোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং অবৈধ কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত SIM/ RUIM ও যন্ত্রপাতি জব্দ করাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে;
- ভুয়া রেজিস্ট্রেশন বন্ধ এবং অবৈধ SIM Box ব্যবহারকারীদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষে সকল মোবাইল অপারেটরদের সমন্বয়ে বিটিআরসিতে SIM Box detection System স্থাপন করা হয়েছে। SIM Box ডিটেকশন সিস্টেমের মাধ্যমে শনাক্তকৃত SIM/RUIM দ্রুততম সময়ে বন্ধ করা হয়ে থাকে;
- বিটিআরসি'র নির্দেশনা মোতাবেক অপারেটররা Self-Regulation পদ্ধতি প্রয়োগ করায় অবৈধ কল টার্মিনেশনে SIM/RUIM এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত হচ্ছে;
- অবৈধ কল টার্মিনেশন কার্যক্রম রোধকল্পে Bi-Lateral connectivity সমূহ বিচ্ছিন্নকরণ, ISP ও IIG Band-width নিয়মিত পর্যালোচনা করা, আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ কল টার্মিনেশনের চার্জ সমন্বয় এবং VSAT এর ব্যবহার সীমিত করা হয়েছে। এর ফলে ও বিটিআরসি'র কঠোর নজরদারির কারণে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কলরেটের নিম্নে যাতে কোন Operator/IGW বৈদেশিক কল আদান-প্রদান করতে না পারে, সেলক্ষ্যে সকল IGW অপারেটরদেরকে মাসিক ভিত্তিতে তাদের ব্যাংক হিসাব বিবরণী (Local and Foreign Currency account) তথ্যাদি বিটিআরসিতে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- অবৈধ টার্মিনেশনে ব্যবহৃত SIM/RUIM এর সংখ্যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে জরিমানা করার প্রথা চালু করা হয়েছে; নকল ও অবৈধভাবে আমদানিকৃত মোবাইল সেট বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিটিআরসি কর্তৃক র‍্যাব এর সহায়তায় বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অবৈধ মোবাইল সেট বিক্রয় বন্ধকরণে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- Caller ID Spoofing রোধে সকল অপারেটরে প্রয়োজনীয় সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে; দেশের সকল বৈধ সেটের International Mobile Equipment Identity (IMEI) ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও যাচাইয়ের সুবিধাসহ একটি NOC Automation and IMEI Database (NAID) সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গত ২২ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে সিস্টেমটি উদ্বোধন করেন;

(ঞ) ডাক সেবার আধুনিকায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেবার বিস্তৃতিকরণ

- 'পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ৮০০০টি গ্রামীণ ডাকঘর এবং ৫০০ টি উপজেলা ডাকঘরকে Digital Center হিসাবে রূপান্তর করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় গ্রাম পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা ও সুবিধা প্রদান, বিদেশ হতে আগত রেমিটেন্স সুবিধা প্রদান, ওয়েব ক্যামের মাধ্যমে বিদেশের আত্মীয়স্বজনের সাথে কথোপকথনের সুবিধা প্রদান, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সুবিধা প্রদান, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তথ্য প্রদানের সুবিধা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ভর্তির আবেদনপত্র পূরণের সুবিধা প্রদান এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে;
- ডাক বিভাগের কার্য প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৭১টি প্রধান ডাকঘর, ১৩টি মেইল অ্যান্ড সর্টিং অফিস এবং ২০০টি উপজেলা পোস্ট অফিস এবং টাউন সাব পোস্ট অফিসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে; তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৫৯০টি ডাকঘরের ভবন নতুন করে নির্মাণ কাজ করা হয়েছে এবং ১২৭৩টি ডাকঘরের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ডাক পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বিদ্যমান রেল পরিবহন এবং ব্যক্তিখাতে ভাড়ায় ডাক পরিবহনের নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে "ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১৮টি গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে; মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন আধুনিক ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন করে প্রায় ৫০ বছরের পুরাতন সনাতন মেইল প্রসেসিং সেন্টারসমূহকে প্রতিস্থাপনপূর্বক আর্টিক্যাল, সর্টিং ও বিলি ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে পোস্টাল গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করতে পারবে;
- ব্যাংক হিসাব ছাড়াই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কেনাকাটার একটি সরকারি সেবা হিসাবে ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত সাধারণ জনগণের জন্য ব্যালেন্স ট্রানজেকশন নিশ্চিতকরণে ডাকঘরের মাধ্যমে 'ডাক টাকা' চালু করা হয়েছে। ডাকঘরে গিয়ে মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে মাত্র ২ টাকা দিয়ে হিসাব খুলে এ সেবা গ্রহণ করা সম্ভব। ডাক টাকা ব্যবহার করে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, অ্যাপ ও এমপিওএস-সহ কেনাকাটা বা লেনদেনে বিভিন্ন চ্যানেল ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। ডাকঘরের পোস্টাল ক্যাশ কার্ড কিনে এই হিসাবে ক্যাশ ইন (টাকা জমা দেওয়া, পাঠানো) এবং ক্যাশ আউট (টাকা ওঠানো) করা যায়। ফলে ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে লেনদেনও সম্ভব;
- 'নগদ' সার্ভিসটি বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের একটি ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে উদ্বোধন করা হয়; গত মে ২০১০ হতে ডাক অধিদপ্তর বাণিজ্যিকভাবে ইলেক্ট্রনিক/ মোবাইল মানি অর্ডার সেবা প্রবর্তন করে। বর্তমানে সমগ্র দেশে ২৭৫০ টি বিভিন্ন শ্রেণির ডাকঘরে এ সার্ভিসটি চালু রয়েছে। বর্তমানে 'নগদ' সেবার গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রায় ২ কোটি ভাতা ভোগীদের 'নগদ' এর মাধ্যমে ভাতা বিতরণ করা হচ্ছে।
- গত ২৬ মার্চ ২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পোস্টাল ক্যাশ কার্ড উদ্বোধন করেন এবং ০১ জুলাই ২০১১ তারিখ হতে ক্যাশ কার্ডের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। সকল জেলা উপজেলা ডাকঘরসহ দেশে ৮৩৮টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে অতি দরিদ্র পরিবারকে পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে ভাতা পরিশোধ করছে। এ সেবার মাধ্যমে টাকা উত্তোলন ও জমা প্রদান ও স্থানান্তর করা যায়। ডাক অধিদপ্তর সোনালী ব্যাংকের সাথে এ সার্ভিসকে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কো-ব্র্যান্ডিং করছে;
- পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে আইএসপিপি-যত্ন প্রকল্পের ৬ লক্ষ গর্ভবতী মায়েদের মাঝে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মতো ভাতা বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৭ মে ২০২১ তারিখে রাজধানীর আগারগাঁও-এ আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন নতুন ডাক ভবনের উদ্বোধন করেন;
- ৬,০০০ চলমান ডিজিটাল ডাকঘরে ব্যাংক এশিয়ার সহযোগিতায় ১৭,০০০ পিওএস চালু করা হয়েছে। ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৪টি স্থানে আধুনিক সুযোগ সুবিধা এবং চিলিং চেম্বার সম্বলিত ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে যাতে পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণ করা যাবে। গ্রামীণ পর্যায়ে ই-কমার্স সম্প্রসারণে এসব সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়ে গেছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ডাকঘরে ২৫০০০ পিওএস মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে;

- সোনালী ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে এ পর্যন্ত ২০টি এটিএম বুথ স্থাপন করা হয়েছে;
- স্বপ্নের পদ্মা সেতু উন্মুক্ত হওয়ায় ভাঙ্গা উপজেলা ডাকঘরে একটি এমএন্ডএসও স্থাপন করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে ঢাকার ডাক পরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। জিইপি গ্রামীণ ডাকঘর পর্যন্ত ইস্যু এবং বিলির কার্যক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। যাতে করে গ্রাহকগণ দ্রুততম সময়ে তাদের ডাক দ্রব্যাদি পেতে পারেন;
- ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ডাকযোগে ভূমিসেবা, ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা-এর উদ্বোধন করেন;

(ট) আন্তর্জাতিক সমন্বয় ও স্বীকৃতি

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বাংলাদেশের পক্ষে টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেটসহ ডিজিটাল যোগাযোগ ও প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈশ্বিক, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান ও জোট যেমন: ITU, UPU, ITSO, GSMA, CTO, APT, WEF, ICANN, IANA, APNIC ইত্যাদির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় করে থাকে;
- ২০১০ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে প্রথম বারের মত বাংলাদেশ সদস্যপদ অর্জন করে;
- ২০১৪ সালে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে বাংলাদেশ দ্বিতীয় মেয়াদে কাউন্সিল সদস্য দেশ হিসেবে পুন:নির্বাচিত হয়; বাংলাদেশ ২০১৬ এর অক্টোবরে ঢাকায় South Asian Telecommunication Regulator's Council (SATRC) এর ১৭ তম সভার আয়োজন করেছে;
- বাংলাদেশ ২০১৬ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের ২৬তম কংগ্রেসে পোস্টাল অপারেশনস কাউন্সিলের সদস্যপদে নির্বাচিত হয়ে ২০১৭-২০২০ মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করছে; Commonwealth Telecommunication Organization (CTO) ও বিটিআরসি যৌথভাবে ঢাকায় ৭-৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে Digital Bangladesh: Focusing on Cybercrime, Safe Internet and Broadband শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছে;
- ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত UPU Postal Congress, 2016-এ বাংলাদেশ Postal Operations Council (POC) এর সদস্য পদে নির্বাচন করে জয়লাভ করেছে; Asian Pacific Postal Union (APPU) এর Postal Financial Services Working Group-এ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। একই সাথে Supply Chain Working Group-এর সদস্য মনোনীত হয়েছে;
- থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ITU Telecom World, 2016-এ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ প্রকল্প Excellence Award লাভ করেছে; গ্রামীণ জনগণের নিকট বহুমাত্রিক ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ ডাক অধিদপ্তর এশিয়ান-ওসেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (ASOCIO) হতে ASOCIO-2017 Digital Government Award লাভ করেছে;
- ডাক অধিদপ্তর eAsia Award প্রতিযোগিতায় এশিয়া প্যাসিফিক কাউন্সিল ফর ট্রেড ফেসিলিটেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক বিজনেস (এএফএসিটি)-এর নিকট হতে ই-কমার্স সেবা সংশ্লিষ্ট Postal Cash Card: Banking for Unbanked People-এর জন্য রৌপ্য পদক লাভ করেছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ "ভিশন ২০২১" প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে তিনি ২০০৭ সালে ডেভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক বিশ্বের ২৫০ জন তরুণ বিশ্ব নেতৃত্বের মধ্যে একজন হিসেবে নির্বাচিত হন। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের তথ্য-প্রযুক্তিখাতের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় ২০১৬ সালে বাংলাদেশের তাঁকে 'আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়;

- হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন স্থাপনের মাধ্যমে আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯- এ বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসিকে আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ সার্টিফিকেট এপ্রিসিয়েশন' প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিটিআরসি'র তত্ত্বাবধানে স্থাপিত সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম (সিবিভিএমপি) সল্যুশনটির জন্য বাংলাদেশ 'দ্য আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ রিকগনিশন অব এক্সিলেন্স' সার্টিফিকেট লাভ করে;
- ৮,৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তরের জন্য ডাক বিভাগকে দ্য ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (ডব্লিউআইটিএসএ)-এর Digital Opportunity Category-তে মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে;
- ডারবানে অনুষ্ঠিত 'ITU Telecom World Award 2018' এ বিসিএসএল উদ্ভাবনী তথ্যপ্রযুক্তি সমাধানের ব্যবহার, প্রসার এবং সামাজিক প্রভাবের জন্য 'Recognition of Excellence' পেয়েছে। এছাড়া, বিসিএসএল '2018 ASOCIO ICT Award'-এ 'Outstanding ICT Company Award' এর সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে;
- WSIS Prizes 2021 প্রতিযোগিতায় বিটিআরসি'র "Central Biometric Verification Monitoring Platform (CBVMP)" প্রকল্পটি Action Line C5 ক্যাটাগরিতে পুরস্কার লাভ করেছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী গত ১৮ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত "WSIS Prizes 2021" ভার্চুয়াল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন।
- এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের ২৪টি দেশের সংস্থা এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন এশিয়ান -ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও) দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ মহোদয়কে 'অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২১' পুরস্কার ভূষিত করেছে।
- প্রযুক্তি বিকাশ ও প্রয়োগে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) অসমান্য অবদান রাখাসহ প্রযুক্তি ব্যাবহারে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ASOCIO Environmental, Social & Governance Award 2022 অর্জন করে।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ২০৩০ অর্জনে ডিজিটাল সংযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় ITU/UNESCO Broadband Commission for Sustainable Development কর্তৃক প্রবর্তিত 2025 Broadband Advocacy Targets এর Target-2 (Make Broadband Affordable) এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০২০ সালে আংশিক এবং ২০২১ সালে সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে সক্ষম হয়েছে। Broadband Advocacy Target-2 এর মূল চাহিদা হলো ২০২৫ এর মধ্যে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশসমূহে এন্ট্রি লেভেলের ব্রডব্যান্ড সেবার মূল্য মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (Gross National Income (GNI) Per Capita) এর ২% এর নীচে নামিয়ে আনা।
- International Telecommunication Union (ITU) গত ২৯ জুলাই, ২০২১ তারিখে Global Cybersecurity Index (GCI), 2020 প্রকাশ করে। সূচকে বাংলাদেশ ১৮২টি বিবেচিত দেশের মধ্যে ৫৩ তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। ২০১৮ সালের GCI-তে ১৭৫টি বিবেচিত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৮ তম।
- ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্সে (এনআরআই) ১৩১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮তম। বাংলাদেশের সবল দিক হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার, সাশ্রয়ী মূল্য, টেলিযোগাযোগ সেবায় বিনিয়োগ, ডিজিটাল লেনদেনে শহর ও গ্রামের বৈষম্য কমিয়ে আনা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। উপ-স্তম্ভ 'অ্যাক্সেস'-এ বাংলাদেশের অবস্থান ৫৮ তম।
- E-Government Development Index (EGDI)-এর ২০২২ সংস্করণে বাংলাদেশ ২০২০ সংস্করণের তুলনায় ০৮ ধাপ এগিয়ে ১১১তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। অনলাইন সার্ভিস, হিউম্যান ক্যাপিটাল এবং টেলিকমিউনিকেশন ইনফ্রাস্টাকচার এই তিন উপ-সূচকেই দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে।

৪.২ স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী ডিজিটাল সংযোগ ও ইকোসিস্টেম নিশ্চিতকরণে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কৌশলগত ক্ষেত্রসমূহ

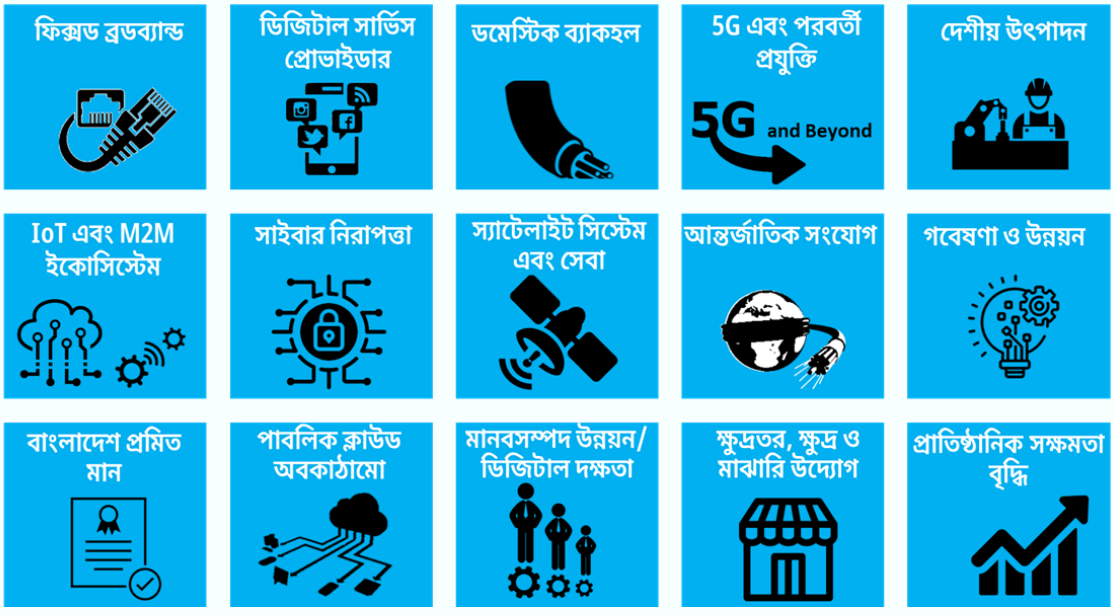

৪.৩ স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
১. ডিজিটাল রূপান্তর					
(ক)	টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য একটি সামগ্রিক ডিজিটাল রূপান্তর কৌশলপত্র প্রণয়ন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	-	-
(খ)	ডিজিটাল রূপান্তর কৌশল বাস্তবায়নে একটি পর্যায়ক্রমিক ও সময়াবদ্ধ রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	-	-
(গ)	জাতীয় ডিজিটাল রূপান্তর কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেলিযোগাযোগ/ ডিজিটাল নেটওয়ার্কের মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পুন:বিন্যাস;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	-	-
(ঘ)	ন্যূনতম সময়ে শিল্পখাতে ডিজিটাল রূপান্তরে নির্দেশনা, নির্দেশিকা, বিধি/ প্রবিধান এবং অন্যান্য আইনি কাঠামো হালনাগাদকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
২. স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী ডিজিটাল সংযোগ ও সেবা নিশ্চিতকরণ					
(ক)	ভবিষ্যৎ চাহিদা এবং 'রূপকল্প ২০৪১' এর প্রেক্ষাপটে জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০০৯ হালনাগাদকরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	-	-
(খ)	দেশের প্রতিটি খানায় (Household) উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(গ)	দেশের প্রতিটি পাবলিক ইনস্টিটিউশনে (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, পাঠাগার, মসজিদ ইত্যাদি) উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(ঘ)	শিল্পাঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধ্যুষিত অঞ্চলে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ, আইওটি, ক্লাউড পরিষেবা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম সহজলভ্য করা;	স্মার্ট অর্থনীতি	☑	☑	☑
(ঙ)	উদীয়মান প্রযুক্তি ভিত্তিক পরিষেবার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে তাতে বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান;	স্মার্ট অর্থনীতি	☑	☑	☑
(চ)	পরিষেবা সরবরাহকারীদের নেটওয়ার্ক এবং সাংগঠনিক রূপান্তরের জন্য লাইসেন্সিং এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংস্কার;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	-
(ছ)	দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহে স্মার্ট কারখানা ও স্মার্ট উৎপাদন পাইলটিং এ সহযোগিতা ও সমন্বয়;	স্মার্ট অর্থনীতি	☑	☑	-
(জ)	দেশের বিভিন্ন স্থানে 'স্মার্ট সিটি' এবং 'স্মার্ট এগ্রিকালচার' উপযোগী সেবা পাইলটিং করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	-

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
৩. 5G ও ভবিষ্যতের নেটওয়ার্ক					
(ক)	বর্তমান টেলিযোগাযোগ/ডিজিটাল নেটওয়ার্ক এবং সেবাসমূহের মূল্যায়নপূর্বক 5G এবং এর উপযুক্ত সেবা প্রদানে মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(খ)	5G নেটওয়ার্কের জন্য ২০৩০ পর্যন্ত স্পেকট্রাম বরাদ্দের রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(গ)	সারা দেশে বাণিজ্যিক 5G পরিষেবা সহজলভ্যকরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	-
(ঘ)	কৃষি, পরিবহন, স্বাস্থ্য, জ্বালানি ও উৎপাদন শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে 5G'র ব্যবহার নিশ্চিত করতে পাইলটিং করা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	-
(ঙ)	সমস্ত জেলা এবং মহানগর শহর, শিল্প অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে 5G এর আওতায় আনা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(চ)	বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ সেবাপ্রদানকারীগণকে ভবিষ্যৎ নেটওয়ার্ক ও সেবার প্রয়োজন অনুসারে অবকাঠামোগত উন্নয়নে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রদান;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
৪. আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি					
(ক)	ভবিষ্যতের নেটওয়ার্ক, সেবা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে International Long Distance Telecommunication Service Policy , 2010 পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(খ)	বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার এবং প্রত্যাশিত উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক সাবমেরিন এবং টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবলের সংযোগ/ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(গ)	নিরবচ্ছিন্ন আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংযোগ নিশ্চিতে দেশের আন্তর্জাতিক ক্যাবলগুলির মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
(ঘ)	সম্ভব্যতা অনুযায়ী দেশের সমস্ত ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন নিশ্চিতকরণ এবং ক্রমান্বয়ে তা গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃতকরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(ঙ)	প্রত্যন্ত, নদীচর, উপকূলীয়, দ্বীপ এবং পার্বত্য অঞ্চলে অপটিক্যাল ফাইবার/ মাইক্রোওয়েভ ভিত্তিক ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ দুর্গম স্থানে স্যাটেলাইট ভিত্তিক পরিষেবার বিস্তার;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	-
(চ)	আন্তর্জাতিক ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশনসমূহে পর্যাপ্ত ব্যাকহল ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ছ)	দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাকহল ট্রান্সমিশনের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন এবং তদনুযায়ী ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি উন্নীতকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(জ)	ট্রান্সমিশন ক্যাবলসমূহের নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ লিমিটেড ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
৫. মহাকাশ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার					
(ক)	দেশের উন্নয়নে মহাকাশ প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগে একটি সামগ্রিক জাতীয় মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহার কৌশলপত্র প্রণয়ন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑		
(খ)	সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) বিকাশে সহায়তার জন্য মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সমন্বয়;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	-	☑	-
(গ)	সড়ক ও জল পরিবহন, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট ভিত্তিক প্রযুক্তি ও সেবার ব্যবহার প্রচলন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
(ঘ)	বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের স্যাটেলাইট ভিত্তিক প্রযুক্তি ও সেবার উদ্ভাবনী ব্যবহার ও প্রয়োগে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিতকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঙ)	স্যাটেলাইট সেবার ভবিষ্যৎ বহুমুখী চাহিদা বিবেচনায় ২০২৪ সালের মধ্যে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -২' উৎক্ষেপণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑		
(চ)	মহাকাশ প্রযুক্তিতে দেশীয় সক্ষমতার বিকাশ এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম, সম্প্রসারণ কর্মসূচি এবং দক্ষতা অর্জনে বিশেষায়িত কর্মসূচি গ্রহণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(ছ)	স্যাটেলাইটভিত্তিক পরিষেবাগুলির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নদীচর, উপকূলীয়, পার্বত্য এবং দ্বীপাঞ্চলে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(জ)	দূর্যোগ ও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে স্যাটেলাইট পরিষেবা এবং প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(ঝ)	স্পেস সেক্টরে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বকে উৎসাহ প্রদান;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঞ)	স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রণ এবং অপারেশন সক্ষমতা বাড়ানো;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ট)	অন্যান্য স্যাটেলাইট অপারেটরদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঠ)	ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড এবং অরবিটাল স্লটে বাংলাদেশের দাবি প্রতিষ্ঠা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ড)	স্পেস সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সৃজন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑		
(ঢ)	স্পেকট্রাম এবং কক্ষপথ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিস্থিতিগত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মান ও পদ্ধতি প্রণয়ন/নির্ধারণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
৬. Internet of Things (IoT) and Machine to Machine (M2M) প্রতিবেশ সৃষ্টি					
(ক)	IoT/M2M এর জন্য বিশ্বমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থানীয় মান ও পদ্ধতি নির্ধারণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(খ)	IoT/M2M এর লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের জন্য উপযুক্ত স্পেকট্রাম নির্ধারণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(গ)	প্রয়োজনীয়তার নিরিখে জাতীয় নাম্বারিং প্ল্যান পর্যালোচনা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ঘ)	আন্তঃ-অপারেটর রোমিং এবং আন্তঃ নেটওয়ার্ক মবিলিটি সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য যথাযথ গাইডলাইন প্রণয়ন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ঙ)	গোপনীয়তা এবং তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে এবং KYC এবং গ্রাহক সনাক্তকরণের সম্পর্কিত বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়ন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	-	-
(চ)	IoT/M2M এর জন্য নিরাপত্তা ও Lawful Interception নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(ছ)	স্থানীয় পর্যায়ে IoT/M2M সংশ্লিষ্ট ডিভাইস ও সরঞ্জাম উৎপাদন/ সংযোজন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(জ)	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি	☑	☑	☑
(ঝ)	বিভিন্ন খাতে বিশেষত স্বাস্থ্য, কৃষি, সুরক্ষা এবং নজরদারি ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে IoT/M2M ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং সুবিধার বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয়সাধন।	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
৭. টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা রক্ষা					
(ক)	টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে মাধ্যমে অপরাধ ও হুমকি হতে দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষা এবং সাইবার আক্রমণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামো সুরক্ষার পাশাপাশি নাগরিকের ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যাংকিংসহ আর্থিক তথ্যের নিরাপত্তায় যথাযথ আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
(খ)	ডিজিটাল -স্পেসে তথ্য এবং তথ্য অবকাঠামো রক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, প্রশিক্ষিত কর্মী, প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি ও সহযোগিতার সমন্বিত প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সাইবার অপরাধের প্রতিকার, প্রতিরোধ, দমন, সাইবার হুমকির ক্ষেত্রে সাড়া প্রদান, আক্রমণ্যতা (vulnerability) কমানো এবং সাইবার আক্রমণ থেকে ক্ষতি কমানোর সক্ষমতা গড়ে তোলা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	-
(গ)	টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপত্তা সম্পর্কিত কারিগরি এবং পদ্ধতিগত ব্যবস্থা (Technical and Procedural Measures), প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organizational Structures), সক্ষমতা অর্জন (Capacity Building) এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (International Cooperation) এর বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঘ)	টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে অপরাধ এবং তদসম্পর্কিত টেলিযোগাযোগ ও এর প্রায়োগিক প্রযুক্তিসমূহের অপব্যবহার প্রতিকার, প্রতিরোধ, দমন ও সনাক্তকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঙ)	টেলিযোগাযোগ নিরাপত্তা নীতির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিশ্চয়তা কাঠামো (assurance frame-work) সৃজন করা হবে এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা মানসমূহ (security stand-ards) এবং অনুসরণীয় চর্চাসমূহের (best practice processes) প্রতিপালনে মান অনুসরণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (conformity assessment process) চালু;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	-
(চ)	দেশে একটি নিরাপদ ডিজিটাল প্রতিবেশ (cyber ecosystem) সৃজনসহ অর্থনীতির সকল খাতে টেলিযোগাযোগ ও এর ব্যবহারিক প্রযুক্তি আত্তীকরণের জন্য টেলিযোগাযোগ ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি এবং তথ্য আদানপ্রদানের উপর পর্যাপ্ত আস্থা ও বিশ্বাস জন্মাতে প্রয়োজনীয় সচেতনতা ও শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
(ছ)	অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং উপায়ের বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	-	-
(জ)	নিরাপত্তা হুমকির প্রারম্ভিক সতর্কবাণী, আক্রমণ্যতা ব্যবস্থাপনা (vulnerability management) ও নিরাপত্তা হুমকির ক্ষেত্রে যথাযথ সাড়া প্রদানের জন্য অন্যান্য দেশ এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলা;	স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঝ)	টেলিযোগাযোগ পরিচালনকারীদের জন্য International Telecommunication Union (ITU) এবং European Telecommunication Standards Institute (ETSI), Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), Internet Engineering Task Force (IETF), Institution of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Organization for Standardization / International Electrotecnical Commission Joint Technical Commission-1 (ISO/IEC JTC 1), Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), Open Mobile Alliance (OMA), Trusted Computing Group (TCG), 3rd Generation Partnership Project (3GPP / 3GPP2) ইত্যাদির মানসহ আন্তর্জাতিক অনুসরণীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সুরক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ঞ)	ব্যবস্থাপনা/গভর্ন্যান্স; স্থপতি/নকশাকার (ডিজিটাল অবকাঠামো, সফ্টওয়্যার, যাচাই এবং অনুমোদনের অবকাঠামো ইত্যাদি); প্রশাসক/পরিচালনাকারী (সিস্টেম ব্যবস্থাপনা, সিস্টেম প্রশাসক, টেলিকম/নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার); নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; ডিজিটাল সিস্টেমে সমন্বয়কারী; সফটওয়্যার ডেভেলপার; ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার অধিগ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে সুরক্ষার বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
৮. স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন বিভক্তি হ্রাসকরণ					
(ক)	টেলিযোগাযোগ এবং ডিজিটাল প্রমিত মান প্রণয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(খ)	জাতীয় টেলিযোগাযোগ এবং ডিজিটাল মান নিয়ন্ত্রণে কৌশলপত্র প্রণয়ন এবং প্রাসঙ্গিক আইন, আইন এবং নীতিমালা পর্যালোচনা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(গ)	টেলিযোগাযোগ এবং ডিজিটাল পণ্য আমদানি, মূল্য সংযোজন ও দেশে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রমিত মান অনুসরণ নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	-
(ঘ)	'বাংলাদেশ প্রমিত মান'-এর ভিত্তিতে স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঙ)	আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ডিজিটাল মান-উন্নয়ন/নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(চ)	প্রমিত মান প্রণয়ন প্রক্রিয়াতে শিল্প এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ছ)	উচ্চ শিক্ষায় (যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স) টেলিযোগাযোগ/ডিজিটাল মান প্রণয়ন সংক্রান্ত কোর্স এবং পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্তি;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(জ)	দেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে মান প্রণয়ন ও যাচাই সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞের সংখ্যা বৃদ্ধি করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঝ)	মান অনুসরণ (compliance), কর্মদক্ষতা (performance), আন্তঃ কার্যোপযোগীতা (interoperability), জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুরক্ষা, Electro-Magnetic Field (EMF), Electro-magnetic Interference (EMI) এবং Electromagnetic Compatibility (EMC) ইত্যাদি ক্ষেত্রে মান যাচাই এবং প্রত্যয়নে (testing and certification) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	-
(ঞ)	টেলিযোগাযোগ এবং ডিজিটাল খাতের মান প্রণয়নের সাথে জড়িত আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সমন্বয় নিশ্চিত করা।	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
৯. টেলিযোগাযোগ খাত সংশ্লিষ্ট ক্লাউড অবকাঠামো					
(ক)	ক্লাউড ফ্রেমওয়ার্ক, মান, ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি, নিরাপত্তা এবং ডেটা সুরক্ষা দিক, তত্ত্বাবধানের নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং প্রয়োগের সাথে দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে উপযুক্ত পাবলিক ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারীদের প্রত্যয়ন/স্বীকৃতির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সৃজন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(খ)	প্রচলিত ব্যবস্থার রূপান্তর এবং মাইগ্রেশনের নীতি প্রণয়ন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	-	☑	-
(গ)	পরিমাপযোগ্য পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে রূপান্তর এবং একত্রীকরণ শুরু করা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	-	☑	-
(ঘ)	সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের জন্য প্রচারসহ সরকারি সংস্থা, স্নাতকোত্তর ব্যক্তি এবং এসএমইদের জন্য ক্লাউড/এজ কম্পিউটিং ও অবকাঠামোর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(ঙ)	ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলির সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ডেটা, গোপনীয়তা, পাবলিক আর্কাইভ, বুককিপিং ইত্যাদির সুরক্ষার আইনী সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে যথাযথ বিধান প্রণয়ন।	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার,	☑	-	-
১০. 'ডিজিটাল ডিভাইড' দূরীকরণ					
(ক)	শহর ও গ্রামীণ এলাকা নির্বিশেষে সারা দেশে উচ্চ গতির এবং সাশ্রয়ী ডিজিটাল সংযোগ বিস্তৃত করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(খ)	সকল নাগরিকের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যের এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য ডিজিটাল ডিভাইস সহজলভ্য করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(গ'	স্থানীয় ভাষায় অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু তৈরি এবং বিতরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
(ঘ)	ব্যবহারকারী বান্ধব পদ্ধতিতে ডিজিটালভাবে সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি খাতের পরিষেবাগুলির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(ঙ)	ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে দেশের নাগরিকদের সচেতন করাসহ কীভাবে সেগুলি থেকে সুবিধা অর্জন করা যায় সে বিষয়ে প্রচার চালানো;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(চ)	নতুন প্রজন্মের জন্য কারিকুলাম উন্নীত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়;	স্মার্ট নাগরিক	☑	☑	☑
(ছ)	ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যাকে মৌলিক সাক্ষরতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা;	স্মার্ট নাগরিক	☑	☑	-
(জ)	বৈষম্যহীন, সাশ্রয়ী, ব্যবহারে সহজ এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নিরাপদ প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য নাগরিকদের নাগরিক অধিকার যেমন তথ্যের অধিকার, আইনসম্মত উপায়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ এবং ব্যবহারকারীর গোপনীয়তাকে শক্তিশালীকরণ।	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
১১. ডিজিটাল দক্ষতার চাহিদা পূরণ					
(ক)	ডিজিটাল দক্ষতা পরিমাপের লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক সূচক সহ একটি মূল্যায়ন কাঠামো সৃজন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	-	-
(খ)	ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিদ্যমান নীতি এবং কৌশলগুলি পর্যালোচনা;	স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(গ)	শিক্ষার্থী, সমাজ এবং অর্থনীতির প্রয়োজনের সাথে প্রাসঙ্গিক এমন ডিজিটাল দক্ষতা বিকাশের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের জন্য শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিনির্ধারকগণের সাথে সমন্বয়;	স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঘ)	দক্ষতা বিকাশে নিয়োগকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিযোগিতার সক্ষমতা উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষতার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;	স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
(ঙ)	শিক্ষার সমস্ত পর্যায়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও কারিকুলাম/কোর্সে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা নিশ্চিত করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি	☑	☑	-
(চ)	টেলিযোগাযোগ খাতে বিশেষায়িত ডিজিটাল দক্ষতার প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন।	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	☑	-
১২. স্থানীয় উৎপাদন ও গবেষণা ও উন্নয়ন					
(ক)	উচ্চমানের নতুন পণ্য ও সরঞ্জাম উন্নয়নে উৎপাদনকারী, গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, শিক্ষায়তন, সেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের (stakeholders) মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(খ)	স্থানীয়ভাবে সংযোজিত বা উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করণে উদ্যোক্তাগণকে সহায়তাকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(গ)	আন্তর্জাতিক সফটওয়্যার ও সরঞ্জাম (equipment) বিক্রেতাগণকে বাংলাদেশে তাদের অর্থবহ অবস্থান (meaningful local presence) গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঘ)	টেলিযোগাযোগ গবেষণা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন;	স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	-
(ঙ)	আমদানীকৃত টেলিযোগাযোগ পণ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় সক্ষমতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ন্যূনতম পরিমাণ আভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনকে (value addition) উদ্বুদ্ধ করণ।	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
১৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কার					
(ক)	সেবার একীভূতকরণ (Convergence) এবং ডিজরাপটিভ প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যতে তাদের সম্ভাব্য ভূমিকা বিবেচনা করে দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি পুনর্মূল্যায়ন;	স্মার্ট সরকার	☑	☑	-
(খ)	সংশ্লিষ্ট অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলির জন্য কৌশলগত নির্দেশনা অনুসারে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ;	স্মার্ট সরকার	☑	☑	-

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
(গ)	ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার জন্য সমস্ত জেলায় প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা, নেটওয়ার্ক এবং প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন এবং ডিজিটাল বিভাজন, পরিষেবা প্রদানকারী এবং সরকারী সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি এলাকায় ডিজিটাল সংযোগ এবং পরিষেবাগুলির বিষয়ে সরকারী নীতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ।	স্মার্ট সরকার	☑	☑	-
১৪. ডাক খাতের উন্নয়ন					
(ক)	ডাক মাশুল এর ডাইনামিক ক্যালকুলেটর	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(খ)	বাল্ক মেইল এড্রেস (বিল) রি-অর্গানাইজ পোর্টাল	স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(গ)	পোস্টেজ পেইড প্রি-বুকিং আর্টিক্যাল লেবেল	স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ঘ)	ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার	স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ঙ)	জি আর পি এর সমন্বয়ে রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট	স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(চ)	ইএমটিএস (মোবাইল মানি অর্ডার) এর এজেন্সি ও কমিশনিং মডেল	স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ছ)	স্মার্ট চেক এন্ড এডভাইস প্রিন্টিং সল্যুশন সকল জিপিওতে সম্প্রসারণ	স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(জ)	সারা দেশের জন্য 'স্মার্ট সার্চ অব পোস্ট কোড'	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ঝ)	'স্মার্ট পোস্টাল আইডি' মডেল প্রবর্তন	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ঞ)	সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য 'মাই পোস্ট কোড'	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ট)	ঢাকা শহরের জন্য 'স্মার্ট বিট ম্যাপ'	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ঠ)	স্মার্ট মেইল রুট ম্যাপ	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ড)	প্রধান মেইল লাইনসমূহের স্মার্ট প্ল্যানিং এন্ড ট্র্যাকিং	স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ঢ)	'ডিজিটাল কমার্স সেবা উদ্যোক্তা' প্রবর্তন	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ণ)	'র‍্যাপিড রানার' প্রবর্তন	স্মার্ট সরকার	☑	-	-
(ত)	'লেভারেজড ডেলিভারি' প্রবর্তন	স্মার্ট সরকার	☑	-	-

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
(থ)	জিপিও সমূহে 'স্মার্ট পোস্ট বক্স' স্থাপন	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑		
(দ)	জিপিও সমূহে 'স্মার্ট আর্টিক্যাল ইস্যু কিয়স্ক' স্থাপন	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑		
(ধ)	চিলার বক্স সম্প্রসারণ	স্মার্ট সরকার	☑		
(ন)	স্মার্ট ডেলিভারি ইন 'স্মার্ট পোস্ট বক্স' মডেল তৈরি	স্মার্ট সরকার	☑		
(প)	'স্মার্ট আর্টিক্যাল ইস্যু কিয়স্ক' এর মডেল তৈরি	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑		
(ফ)	ফরেন আর্টিক্যাল ইনপুট পোর্টাল ফর সিটিজেন	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑		
(ব)	স্মার্ট স্ট্যাম্প স্টকিং, সাপ্লাই এন্ড ডেলিভারি ম্যানেজমেন্ট	স্মার্ট সরকার	☑		
(ভ)	ডিজিটাল ফান্ড ট্রান্সফার ম্যানেজমেন্ট	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑		
(ম)	ফিলাটেলিক ই-কমার্স	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑		
(য)	ডাকঘরের সাথে যোগাযোগ ও অবস্থান নির্ণয়ে "ডাক যোগাযোগ" এ্যাপ	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑		
(র)	ডিজিটাল পোস্টাল অর্ডার	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑		
(ল)	অনলাইন পেমেন্ট এর মাধ্যমে ডাক জীবন বীমার প্রিমিয়াম জমা	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑		
(শ)	অনলাইনে সকল ধরনের পোস্টাল পেমেন্ট	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑		
(ষ)	কিউ আর বেইজড ভ্যালিডেশন অব পোস্টাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑		
(স)	সকল পেশাজীবি নাগরিকের 'স্মার্ট পোস্টাল আইডি' বিতরণ	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	
(হ)	পোস্টাল কাস্টমার স্মার্ট প্রোফাইল	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	
(ড়)	সারা দেশের জন্য 'মাই পোস্ট কোড'	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	
(ঢ়)	সারা দেশের জন্য 'স্মার্ট বিট ম্যাপ'	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	
(য়)	'স্মার্ট ভার্চুয়াল মেইল ড্রপ বক্স'	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	
(কক)	'স্মার্ট মেইল রুট ম্যানেজমেন্ট'	স্মার্ট সরকার		☑	

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
(কখ)	সারা দেশের মেইল ক্যারিং ভেহিকল সমূহের স্মার্ট প্ল্যানিং এন্ড ট্র্যাকিং	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	
(কগ)	'ডিজিটাল কমার্স সেবা উদ্যোক্তা' সম্প্রসারণ	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	
(কঘ)	এজেন্সি/ফ্র্যাঞ্চাইজি পোস্ট অফিস	স্মার্ট সরকার		☑	
(কঙ)	'র‍্যাপিড রানার' সম্প্রসারণ	স্মার্ট সরকার		☑	
(কচ)	'লেভারেজড ডেলিভারি' সম্প্রসারণ	স্মার্ট সরকার		☑	
(কছ)	সারা দেশে 'স্মার্ট পোস্ট বক্স' সম্প্রসারণ	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	
(কজ)	সারা দেশে 'স্মার্ট আর্টিক্যাল ইস্যু কিয়স্ক' সম্প্রসারণ	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	
(কঝ)	'স্মার্ট ডেলিভারি ডিভাইস' প্রবর্তন	স্মার্ট সরকার		☑	
(কঞ)	চিলার ভেহিকল	স্মার্ট সরকার		☑	
(কট)	এয়ারপোর্ট মেইল আউটলেট	স্মার্ট সরকার		☑	
(কঠ)	স্মার্ট কিউ ম্যানেজমেন্ট	স্মার্ট সরকার		☑	
(কড)	চব্বিশ ঘণ্টা উইন্ডো ডেলিভারি	স্মার্ট সরকার		☑	
(কঢ)	চব্বিশ ঘণ্টা কল সেন্টার	স্মার্ট সরকার		☑	
(কণ)	নিজস্ব রিসোর্স এন্ড সুপারভাইজরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	স্মার্ট সরকার		☑	
(কত)	স্মার্ট মোবাইল পোস্ট অফিস	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	
(কথ)	স্মার্ট একাডেমি এন্ড ট্রেনিং সেন্টার	স্মার্ট সরকার		☑	
(কদ)	সকল ধরনের প্রশিক্ষণের ভার্চুয়াল মডিউল	স্মার্ট সরকার		☑	
(কধ)	সেন্ট্রাল ট্রেনিং পোর্টাল (ডাকপাঠ)	স্মার্ট সরকার		☑	
(কন)	ডিজিটাল মানি ওয়ালেট	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	
(কপ)	সকল ব্যাংকের রুরাল স্মার্ট এজেন্সি	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	

ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদি (২০২৫)	মধ্য মেয়াদি (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৪১)
(কফ)	সকল বীমার রুরাল স্মার্ট এজেন্সি	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	
(কব)	স্মার্ট কালেকশন অব ক্যাশ ফ্রম হোম	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার		☑	
(কভ)	স্মার্ট ফিজিক্যাল মেইল ম্যানেজমেন্ট অব বাংলাদেশ	স্মার্ট সরকার			☑
(কম)	স্মার্ট ভার্চুয়াল মেইল ম্যানেজমেন্ট অব বাংলাদেশ	স্মার্ট সরকার			☑
(কয)	ন্যাশনাল ফ্যাসিলিটেটেড মেইল ইকোসিস্টেম	স্মার্ট সরকার			☑
(কর)	গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট ট্রান্সফার ইকোসিস্টেম	স্মার্ট সরকার			☑
(কল)	ন্যাশনাল ডিজিটাল কমার্স ইকোসিস্টেম	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার			☑
(কশ)	মেকানাইজড মেইল এন্ড পার্সেল সর্টিং সেন্টার	স্মার্ট সরকার			☑
(কষ)	অটোমেটেড মেইল এন্ড পার্সেল সর্টিং সেন্টার	স্মার্ট সরকার			☑
(কস)	স্মার্ট লজিস্টিক্স এন্ড আর্টিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অব বাংলাদেশ	স্মার্ট সরকার			☑
(কহ)	স্মার্ট প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট অব পোস্টাল রিসোর্স	স্মার্ট সরকার			☑
(কড়)	পোস্ট অফিস এ্যাট ডোরস্টেপ	স্মার্ট সরকার			☑
(কঢ়)	স্মার্ট পোস্টাল হিউম্যান রিসোর্স	স্মার্ট সরকার			☑
(কয়)	পোস্টাল ইকোসিস্টেম ফর ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার			☑

উন্নত সমৃদ্ধ
বাংলাদেশ
স্মার্ট বাংলাদেশ
রূপকল্প ২০৪১
ডিজিটাল বাংলাদেশ
রূপকল্প ২০২১

পঞ্চম অধ্যায়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

সাম্প্রতিক বছরসমূহে এডিপি বাস্তবায়নের হার

ক্রমিক	অর্থবছর	এডিপি বাস্তবায়নের হার
১	২০১৪-১৫	১০৬%
২	২০১৫-১৬	১২২.৬৪%
৩	২০১৬-১৭	১১৭.৩৪%
৪	২০১৭-১৮	১০১.৩৬%
৫	২০১৮-১৯	৯১%
৬	২০১৯-২০	৮৬.৩২%
৭	২০২০-২১	৫৯.৩৮%
৮	২০২১-২২	৯৯.২৫%
৯	২০২২-২৩	৮৭.৫২%

৫.১ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ

বরাদ্দের ধরন	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (বরাদ্দের %)
জিওবি	১৭৫৩,৫১	১৪৯৮৪৬.৪২
প্রকল্প সাহায্য	১৬৫,০০	১৫৯০০.০০
নিজস্ব অর্থায়ন	৩৬৪,০৭	৩৪০২২.৫৬
১৭ টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট	**২২৮২,৫৮**	**১৯৯৭৬৮.৯৮ (৮৭.৫২%)**

৫.২ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের দপ্তর ও সংস্থাসমূহের প্রকল্পের বিবরণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(ক) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড

ক্রঃ নঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (অনুমোদনের তারিখ) (সাহায্যের উৎস)	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	
				আর্থিক	বাস্তব
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)	%
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২৩) (চীনা Concessional ঋণ)	৩৩১৪৯৩.৫৫ ১৪৯৭৬৫.৬১ (১৮১৭২৭.৯৪)	৫৬৬০০.০০ ৪০১০০.০০ (১৬৫০০.০০)	৫৫০৫৮.০০ ৩৯১৫৮.০০ (১৫৯০০.০০) (৯৭.২৮%)	৬৭%
২	ডিজিটাল কানেকটিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন (জানুয়ারি ২০১৯ - জুন ২০২৩)	১৫৫৩৯.০০ ১৫৫৩৯.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ (-)	২৫৪৮.৫০ ২৫৪৮.৫০ (৮৬.৬০%)	৯০%
৩	চট্টগ্রাম মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২২)	৬১৯০.০০ ৬১৯০.০০ (-)	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ (-)	১৯৮৭.৩৪ ১৯৮৭.৩৪ (---) (৭৯.৪৯%)	১৫%
৪	অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়), (জুলাই ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৩)	৯৫১২.০০ ৯৫১২.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০	১৬৬৫.৩৬ ১৬৬৫.৩৬ (---) (৮৩.২৭%)	
৫	বিটিসিএল এর আইপি নেটওয়ার্ক উন্নতকরণ ও সম্প্রসারণ (এপ্রিল ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৩)	৯৪৫৯০.০০ ৯৪৫৯০.০০ (-)	২৭৫৮৬.০০ (-)	১৮২৯০.৫৬ ১৮২৯০.৫৬ (৬৬.৩০%)	
৬	5G'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন (জানুয়ারি ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২৪)	১০৫৯১০.০০ ১০৫৯১০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০	২৪২৮.০০ (৮০.৯৩%)	৮২%
৭	তেজগাঁও-এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ (জুন ২০২২ – মে ২০২৭)	১০৭৩০০ - ১০৭৩০০	২৩০.০০ (সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়ন)	২৬.১১ (১১.৩৫%)	১০%
	মোট=	**৬৭০৫৩৪.৫৫ ৪৮৮৮০৬.৬১ (১৮১৭২৭.৯৪)**	**৯৪৯১৬.০০ ৭৮১৮৬.০০ (১৬৫০০.০০) ২৩০.০০**	**৮২০০২.৬৭ ৬৬০৭৬.৫৬ (১৫৯০০.০০%) ২৬.১১ (৮৬.৩৯%)**	

(খ) টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ক্রঃ নঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (অনুমোদনের তারিখ) (সাহায্যের উৎস)	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	
				আর্থিক	বাস্তব
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)	%
১	২	৩	৪	৫	৬
৮	সৌর বেজ স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক নেটওয়ার্ক কভারেজ শক্তিশালীকরণ (অক্টোবর ২০১৮ -ফেব্রুয়ারি ২০২৩)	৪০৬১৭.৬৮ ১২৫২৪.৭৭ (২৫৫০০.০০) (ভারতীয় নমনীয় ঋণ) ২৫৯২.৯১	৫০০ ৫০০ (-) (-)	৩৫২.০০ ৩৫২.০০ (--) (৭০.৪০%)	
৯	গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং 5G সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫)	২২০৪৩৯.০০ ২১৪৪০৬.০০ (-) ৬০৩৩.০০	৪১২০০.০০ ৪১২০০.০০ (-)	৩৪৯২৩.৪৪ ৩৪৯২৩.৪৪ (--) (৮৪.৭৬%)	
	মোট=	**২৬১০৫৬.৬৮**	**৪১৭০০.০০ ৪১৭০০.০০ (-) (--)**	**৩৫২৭৫.৪৪ ৩৫২৭৫.৪৪ (--) (৮৪.৫৯%)**	

(খ) ডাক অধিদপ্তর

ক্রঃ নঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (অনুমোদনের তারিখ) (সাহায্যের উৎস)	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	
				আর্থিক	বাস্তব
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)	%
১	২	৩	৪	৫	৬
১০	জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের নির্মাণ/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) (জানুয়ারি ২০১৭ -জুন ২০২৪)	২০৩০০.০০ ২০৩০০.০০	৬১০০.০০ ৬১০০.০০ (-)	৫০৪৫.৮৪ (৮২.৭২%)	৬৫%
১১	ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৮ -জুন ২০২৪)	৪৭৯৮৬.০০ ৪৭৯৮৬.০০	১৫৭১০.০০ ১৫৭১০.০০ (-)	১৩২০১.০২ (৯৮.৮৬%)	৬৫%
১২	বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের জন্য অটোমেটেড মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প (জুলাই ২০২১ -মার্চ ২০২৩)	৪৯৮.০০ ৪৯৮.০০ (-)	৩৯৫.০০ ৩৯৫.০০ (-)	২৯২.৪৩ ২৯২.৪৩ (৭৪.০৪%)	৯০%
	মোট=	**৬৮৭৮৪**	**২২২০৫.০০ (সম্পূর্ণ জিওবি)**	**১৮৫৩৯.২৯ (৮৩.৪৯%)**	**৭৩.৩৩ %**

(গ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

ক্রঃ নঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (অনুমোদনের তারিখ) (সাহায্যের উৎস)	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	
				আর্থিক	বাস্তব
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)	%
১	২	৩	৪	৫	৬
১৩	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ, ২৬১.৯৬ কোটি টাকা (এপ্রিল ২০১৮ - জুন ২০২৩)	২৬১৯৬.০০ ২৬১৯৬.০০	৮৮১০.০০ ৮৮১০.০০	৮৭১৪.১৩ (৯৮.৯১%)	৯৯%

(ঘ) বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড

ক্রঃ নঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (অনুমোদনের তারিখ) (সাহায্যের উৎস)	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	
				আর্থিক	বাস্তব
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)	%
১	২	৩	৪	৫	৬
১৪	বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২৫)	১০৫৫২৩.৭২ ৪৭৬২১.৭৯ (-) ৫৭৯০১.৯২	৫৬০৪৪.০০ ২০০.০০ (---) ৩৬০৪৪.০০	৫০৯৫২.৭০ ১৭০০০ (---) ৩৩৯৫২.৭০ (৯০.৯১(%	

(ঙ) টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড

ক্রঃ নঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (অনুমোদনের তারিখ) (সাহায্যের উৎস)	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	
				আর্থিক	বাস্তব
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)	%
১	২	৩	৪	৫	৬
১৫	"টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)-এর ভৌত অবকাঠামো আধুনিকায়ন, নতুন ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন বা সংযোজন প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্টসমূহের উৎপাদন/সংযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' এর সমন্বিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (১৫ এপ্রিল ২০২২ - ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩)	২১৪ - (-) ২১৪	১৩৩.০০ (সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়ন)	৪৩.৭৫ (৩২.৮৯%)	৩৫%

(খ) টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

ক্রঃ নঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (অনুমোদনের তারিখ) (সাহায্যের উৎস)	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	
				আর্থিক	বাস্তব
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) স্ব-অর্থায়ন	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)	%
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬.	সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স ফেজ-২ মে ২০২২ - অক্টোবর ২০২৩	৪৯৬৪.০০ ৪৯৬৪.০০ (--)	৪৪০০.০০ ৪৪০০.০০ (--)	৪২৪১.০০ (৯৬.৩৯%)	১০০%
১৭.	ক) বাংলাদেশে আইটিইউ স্বীকৃত টেলিকমিউনিকেশন কনফরমেন্স টেস্টিং সেন্টার স্থাপন ও টেলিকম টেস্টিং রেজিম প্রতিষ্ঠা এবং খ) ন্যাশনাল একাডেমি ফর এডভান্স টেলিকমিউনিকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (এনএটিআরটি) প্রতিষ্ঠা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, (০১ জানুয়ারি ২০১৩ - ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩)	২৪৬.০০ ২৪৬.০০ (---)	৫০.০০ ৫০.০০ (--)	০০.০০	

- -

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিত্র কার্যক্রম এবং কতিপয় ঐতিহাসিক দলিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবর্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০২৩ এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।

গত ১৭ মে ২০২৩ তারিখে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস উদযাপন উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠান।

আইসিটি ইকোসিস্টেম অংশীজনদের অংশগ্রহণে গত ২৬, ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। আগারগাঁওয়ের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার গত ০৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মোবাইল অপারেটরদের সেবার মান পরিমাপের জন্য নতুন ও অত্যাধুনিক কোয়ালিটি অব সার্ভিস বেঞ্চমার্কিং সিস্টেমের উদ্বোধন করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার গত ০৯ মে ২০২৩ তারিখে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি) কর্তৃক আয়োজিত সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অপারেটরস গ্রুপের (স্যানগ) ৩৯তম এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক অপারেটরস গ্রুপের (বিডিনগ) ১৬ তম সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডাকদ্রব্য বিতরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য ঢাকা জিপিওতে আকস্মিক পরিদর্শনে যান। ডাকঘর ডিজিটাইজেশনের উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় পয়েন্টস অব সেলস মেশিনের মাধ্যমে ডাকদ্রব্যে সংযুক্ত বারকোড স্ক্যান করে প্রয়োজনীয় তথ্য ইনপুটসহ প্রেরক প্রাপকের ঠিকানার ছবি সংযুক্ত করে বুকিং সম্পন্ন করার ফলে গ্রাহকগণ সহজেই বারকোড স্ক্যান করে তাদের ডাকদ্রব্যের অবস্থান শনাক্ত করতে পারছেন। এছাড়াও গ্রাহকদের সুবিধার্থে ঢাকা জিপিওসহ গুরুত্বপূর্ণ ডাকঘরসমূহে ডিজিটাল সিরিয়াল সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বিটিআরসি সম্মেলন কেন্দ্রে সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন ও বিটিআরসি'র যৌথ আয়োজনে 'সাইবার সুরক্ষা কী, কেন, কীভাবে' বিষয়ক দিনব্যাপী যুব কর্মশালা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ গত ২৩ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত '৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ই-গভর্ন্যান্স' শীর্ষক কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর মুক্তি ফৌজ ফিল্ড ডাকঘর।

বিজয় দিবসের প্রথম স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। ডাকটিকেটগুলো ২০ পয়সা, ৬০ পয়সা ও ৭৫ পয়সা মূল্যমানের ছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে এই ডাকটিকেটের নকশা করেন কে জি মোস্তাফা এবং যুক্তরাজ্যের ব্র্যাডবেরি উইলকিনসন এন্ড কোং থেকে ছাপানো হয়। ডাকটিকেটটির থিম ছিল- মুক্ত আকাশে উড়ছে ছয়টি পায়রা। একইসঙ্গে প্রকাশ করা হয় উদ্বোধনী খাম। এ জন্য বিশেষ সিলমোহরও ব্যবহার করা হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার